

ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର

ଶ୍ରୀଦେବବ୍ରତ ରେଞ୍ଜ୍

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

୧୦, ଆମାଚରଣ ନେ ଷ୍ଟିଟ : : କଲିକାତା—୧୨

— তিন টাকা —

বিজ্ঞান ১০, ভাষাচরণ দে স্কীট হইতে জি. ভট্টাচার্য কলিক
প্রকাশিত ও বি, জি, প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ ৮০।৬,
৩৫ স্কীট, কলিকাতা-৬ হইতে কানাইলাল দে কলিক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পিতৃদেব পামপদে

ভূমিকা

বাস্তবের মধ্যে স্বপ্ন অল্পপ্রবেশ ক'রে তার চেহারা বদলে দেয়। যাকে আমরা বাস্তব ব'লে সহজেই গ্রহণ ক'রে থাকি তা বোলে আনা 'বাস্তব' নয়, তার মধ্যে স্বপ্নের জালবুনানি থাকেই। এই Phantasy আমাদের ভাব-লোকের ছরপনের কলক বা অলঙ্কার (যার যা খুলী বলুন)। এই তত্ত্ব এই কাব্য-নাটকের মূল আশ্রয়।

জন্মান্তরবাদের কাঠামোর উপর এই কাব্য বোনা। লেখকের জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবাস্তব।

স্মারো একটা তত্ত্ব সন্ধান করলে এর মধ্যে পাওয়া যাবে। সেটা এই : আমাদের মানসিকতার যা বর্তমান রূপ তা শুধু ইদানীং কালেরই গড়া নয়। তাহু পূর্বকালের ভাবস্তর সম্বন্ধে সৃষ্টি। আমাদের Phantasy প্রায়শঃই বিগত যুগের সাক্ষী এই ভাবস্তরগুলির মধ্যে সঞ্চার করে।

এগুলো তত্ত্ব। কাব্য শুধু তত্ত্ববিস্তার নয়। ভাব ও ভাষা যখন রূপসীর তহু অ'র মসলীনের মত একে অপরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে প্রতিভাত হয় তখনই কাব্যের উৎপত্তি।

আমার এই কাব্য-নাটক। যেহেতু নাটক ও কাব্য গঠনে স্বতন্ত্র স্ব-তন্ত্র, যেহেতু কাব্য। প্রত্যেক কাব্যই স্বতন্ত্র।

নাটক বললেই অভিনয়ের সমস্তাটাও এসে পড়ে। অভিনয়ের কলা কৌশল নির্দেশ আমার কর্তব্য নয়।

এই কাব্য-নাটক প্রকাশের পক্ষেতে যাদের নিরলস চেষ্টা, দুর্জয় আশা, এবং বহুধি ত্যাগ সঞ্চিত হয়ে গেল যাক এই শুভ মুহূর্তে তাঁদের প্রত্যেককে আমার প্রীতি জানাই। ইতি—

জন্মজন্মান্তর

শ্রীদেবব্রত রেজ

(আগষ্ট ১৯৪৮-এর মanuscript)

“From the view-point of analytic psychology, the theatre, aside from any aesthetic value, may be considered as “an institution for the treatment of mass complex”
—C. G. Jung. (Psychology of the Unconscious).

আভাস

হুসজ্জিত কক্ষ। মাঝে সেক্রেটারিয়েট টেবিল—ঘরে অনেকগুলো চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ানো। টেবিলে ফোন। চারিদিকে গরাদবিহীন জানালা—কোনটাতেই পর্দা নেই। টেবিলে দুইজন মুখোমুখী বসে আছেন। যিনি দরজার মুখোমুখী বসে আছেন তিনি থিয়েটারের ম্যানেজার, তাঁর সম্মুখের ভক্তলোক লেখক।

লেখক—কই, ম্যানেজার বাবু, আপনার অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসছেন কই? বেলা তো তিনটে পেরিয়ে গেল। প্লে শুরু করতে দেবী হ'তে পারে। আজকে প্রথম অভিনয়—দেবী করা উচিত হবে না।

(বাহিরে অনেকগুলি পায়েল শব্দ)

ম্যানেজার—ঐ সবাই আসছেন। এই যে এসেছেন—আমুন আপনাব সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই।

এঁর নাম শ্রীভাস্কর বসু—আপনার নাটকের নায়ক—

.. আর ইনি এই নাটকের লেখক।

—নমস্কার—নমস্কার—

ইনি শ্রীরোহিণী চৌধুরী—আপনার নাটকের ধর্মমহামাতা

—নমস্কার—নমস্কার—

ইনি শ্রীমতী নন্দিতা দেবী—নাটকের নাটিকা হুসজ্জতা—

—এঁকে আমি চিনি

—আমিও আপনাকে চিনি—

ইনি শ্রীমতী মার্গারেট, নাটকের সহ-নায়িকা রম্ভা—

—নমস্কার—শুভমর্শিং

ভাস্কর—উনি আমার ছাড়া, না, মার্গারেট?

মা—কি করেন? 'চুপ করুন!

ম্যা—বসুন সকলে বসুন। (সবাই বসিলেন)

লেখক—ভাস্করবাবু, বলুনতো নাটকটা আপনার কেমন লেগেছে?

ভাস্কর—নাটকটার শেষ কোথায়?

লেখক—শেষ নেই, শেষ আপনা হ'তেই গ'ড়ে উঠবে।

ভাঙ্কর—আপনি কি জন্মজন্মান্তর নিয়ে একটা Applied Psychology experimen করছেন?

লেখক (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—কেমন লাগল?

ভাঙ্কর—ভালই লেগেছে। তবে সেটা আপনার ভাষার জন্ত নয়—আমি ভালো লাগার কারণটার মধ্যে সাহিত্যবোধ নেই—নিছক অস্ত কারণে ভাল লেগেছে।

লেখক—বলুন।

ভাঙ্কর—দেখুন, আমাদের দেশে যারা 'যাজ্ঞা' করত তারা একটা বিশেষ ধরণের আনন্দ পেত। সেটা হল সংসার থেকে ছাড়া পাবার আনন্দ। নিতাই, গদাই যখন রাবণ সাজত তখন তারা তার মধ্যে একটা গুঢ় তৃপ্তি পেত। আমিও পড়তে পড়তে সেই রকম একটা তৃপ্তি পেয়েছি। অস্তান্তঃ এটা অভিনয় করলে সেইরকম একটা তৃপ্তি পাব ব'লে আশা রাখি। বহুকাল রাজা মহারাজা সাজিনি—সামাজিক নাটকে অভিনয় ক'রে ক'রে নিজের মধ্যে রাজসত্তাটা ধেন হারিয়ে ফেলেছি। প্রত্যেকের মধ্যে একটা রাজসত্তা আছে।

লক্ষিতা—আমারও তাই মত। আমরা স্বীকার করি বা না কবি, আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নগুলো প্রায়ই wild, কিন্তু এমন আটপৌরে আমাদের জীবন যে স্বপ্নগুলোকে কোনরূপে বাইরে খুলে ধরবার উপায় নেই—যত্ন ক'রে মনের পুর্বানো ট্রাকে পুরে রাখতে হয়। স্বপ্নহীন সত্তাটাকে প'রে বেরোই, যেন আমরা চিত্তের দিক দিয়ে সবাই মুদী—জাতমুদী নয় স্বভাবমুদী। চিত্তকর য'ারা তাঁদের তবু উপায় আছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কত বর্ণ কত রূপ আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বাইরে আমাদের জীবনের চেহারা কত ব্লান, কত বিবর্ণ, কত বিকল্প! স্বপ্নগুলোকে assert করা চাই—মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা চাই। তা না হ'লে ভবিষ্যৎ মানুষের চিত্ত খোয়া বিহীনতার চাদরের মত বিবর্ণ হ'য়ে যাবে।

মার্গারেট—পক্ষীর পেছনে রঙীন আলোর মত এই স্বপ্নগুলো আমাদের বাইরের জীবনের উপর রঙের আভাস কেলে।

রোহিণী—আমি বিশ্বাস করি না। স্বপ্ন অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার গুপ্ত বিলাস।

ভাস্কর—না, রোহিণী! আর এক ধরনের স্বপ্ন আছে যা এত রোমাঞ্চিক যে লোকের কাছে খুলে বলতে লজ্জা হয়—ছোট বেলায় নন্দিতার প্রেমে গড়ি। ও তখন ভিন্ন জাতের জমিদার ঘরের মেয়ে, আমি একটা সাধারণ গেরস্তের সাধারণ ছেলে। তখন কতই বা আমার বয়স। ধর, পনের। আর নন্দিতার বয়স তের কি চোদ্দ হবে—কি, তাই না নন্দিতা?

নন্দিতা—হ্যাঁ।

রোহিণী—তাই ব'লে স্বপ্নের দায়ে জেল খাটতে হবে?

ভাস্কর—শোন, আমি স্বপ্ন দেখতাম নন্দিতা খুব গভীর গড়খাইঘেরা একটা কুতুবমিনারের মত লাল পাথরে তৈরী দুর্গে আটক আছে, আমি গড়খাইয়ের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি; লোকচোখের আড়াল হ'লেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতরে ওপারে যাবো—এখনও নিরিবিলা হ'লে আমার মন গড়খাইটা ঝাঁপিয়ে পার হ'য়ে দুর্গে যায়, অবশ্য নন্দিতা এখন সেখানে নেই। নন্দিতা একদিন স্বপ্ন দেখলে—আমি যেন রাজপুত্র বীরের পোষাকে একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে ওকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলাম—কি, সত্যি না নন্দিতা?

ন—হ্যাঁ, ঐ স্বপ্নটা আবার কালকেও দেখলাম!

রোহিণী—কাল? বল কি? বইটা পড়ার পর বোধ হয়?

ন—হ্যাঁ।

রোহিণী—সর্বনাশ! এখনো সেই স্বপ্ন? (লেখকের প্রতি) আচ্ছা কবি, মাহুঘের বয়স কি সরল ভাবে বাড়ে? না সেলভিভিসনের মত বাড়ে?

লেখক—অভিনয়ের পর জবাব দেব।

রোহিণী—কে বলে আমরা বিংশ শতাব্দীতে রেলগাড়ী, মোটর, রেডিও এসব নিয়ে আছি? প্রত্যেক লোকটার মনের তলায় পুরানো ঝুপঙলো নিঃশব্দে বইছে।

ভাস্কর—ঠিকই ত! কথায় বলে 'মহাকাল'। জানো তো রোহিণী, মহাকাল মরে না। সব মরে—কাল মরে না। প্রত্যেক প্রাণীর চিন্তের মধ্যে বিগত সমস্ত কালগুলো পর্দায় পর্দায় সাজানো থাকে।

লেখক—যাক, তাহ'লে ষোড়ামুটি ভালই লেগেছে।

ম্যানেজার—এখন দর্শকদের ভাল লাগলেই হয়।

ভাস্কর—মনে হয় লাগবে। যে যতই বলুক—এমন পুরুষ কোথায় আছে যে কোন না কোনদিন দিবাস্বপ্নের রাজ্যে পৃথ্বীরাজের রূপ ধরে তার সংযুক্তাকে হরণ কবে নি? এমন নারী কোথায় যে কোন না কোন দিন স্বপ্ন-ব্রহ্মাবনে মীরার অভিনয় করে নি?—কবে, মানুষ মাত্রেই কবে। লোকচক্রব অস্তবালে আপনাব মনে মনে সবাই রাজারাগীব অভিনয় কবে। এ রাজারাগীব কোনও পার্থিব বাজ্য নেই, এ বাজ্যবাগীব বাজ্য চিত্তলোক—মানস স্বর্গ। এই অভিনয় ক'বে তারা তৃপ্তি পায় বলেই ত' করে! আমি বলি অভিনয়টা গোপনে কবার থেকে প্রকাশে কবা ভাল। প্রত্যেক মানুষ অজ্ঞাতসাবে এক একটা 'রোল' নিয়ে জীবন যাপন কবে। মহাপুরুষেরা বোল বদলান না, সাধাবণ মানুষ দিনে দিনে বদলায়। মনে মনে এই বোল নেওয়ার নাম পোজ্। পোজ্ ছাড়া ক'ক আছে।

ম্যা—যাক, ওসব দার্শনিক প্রসঙ্গ থাক—যান সব আপন আপন টেবিলে—সাজ পোষাক প'রে নিন—বেশী সময় নেই—ততক্ষণ—

লেখক—ততক্ষণ পঙ্ক্যর আডালে আপনি বেহালাটা নিয়ে বসুন—

ম্যা—আমারও পাট আছে—আমিই ত' বসন্তক—যাই একেবাবে চুলটা প'বে আলখাটাটা গায়ে চাপিয়ে যাই।

প্রস্তাবনা

[পবিত্রাক্ত, অবহেলিত রাজোত্তান। পশ্চাৎ পটভূমিতে রাজপ্রাসাদ।
রাজপ্রাসাদের উত্তানমুখী একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত, অপরগুলো বন্ধ। আঁধার
জ্যোৎস্না। দ্বাগত বীণাধ্বনি।

বীণাবাদক বীণা বাজাতে বাজাতে একটি মল্লিকা শাখার একমাত্র
মল্লিকার কাছে এসে দাঁড়াল।]

বীণাবাদক (বাজানো বন্ধ করে)—তুইও ফুটলি শেষে? বেশ ত'ছিলি,
আপনার অঙ্কুশে বন্ধ! কেন? বড্ড অঙ্ককাব! তাই বেবিয়ে এলি?
...ভাল কবিস নি, মল্লিকা, ভাল কবিস নি! বসন্তকেব কথা শোন,
লুকিয়ে যা, লুকিয়ে যা!...

...আর লুকিয়ে যাবিই বা কেমন ক'বে? অনঙ্গচালিত দর্শন বায়ু
প্রকৃতিব বক্ষোবাস হরণ ক'রেছে যে। লুকোবি কোথায়?...

...তবে ঝরে যা! ঝরে যা! শেষ রাজে, বিলাস কক্ষে, রাজপুত্রের
উলঙ্গ বক্ষে শুকিয়ে মরার চেয়ে মাটিতে ঝ'বে মবা ভাল!

...তোশালীর এক উত্তান খণ্ডে এক মানবী মল্লিকা সত্তা ফুটছিল...
শ্রেষ্ঠী কুবলয়ের কত্তা! তখন' সম্পূর্ণ ফোটে নি ... সেই সত্তা তার চোখ
নিজের অজ্ঞাতে ইশারা করিতে শিখছিল। ... যৌবন তার শুভ্র বক্ষের
স্বধাকলসে অন্তরের মধুসত্তাব সবেমাত্র আশ্রয় কবতে শুরু ক'রেছিল!
আমি ছিলাম দ্রষ্টা! ... মনে মনে ব'লতাম, তোশালীব মল্লিকা,
ফুটস না! তোর মুহূলিকা রূপ চিরন্তন হোক। —তবু ফুটছিল!

...তারপর, (শাখাটি নড়ছে) ... তারপর আনো না? —কেন, শোন'
'নি, দেবানামপ্রিয়ের কলিঙ্গ বিজয় কাহিনী? শোন' নি রাজধানী
তোশালীর দাহ কাহিনী? —শোন' নি কুবলয় কত্তা হৃদয়তার—?

আঃ, থাক ... (দূরে চলে) ...

...ঐ প্রাসাদে সে বসিনী! ...গান শুনিবি হৃদয়? (একখানি প্রস্তর-

খণ্ডের উপর বসে) ... শোন, তোশালীর মহেশ মন্দিরের সর্বশেষ
আর্থে শঙ্খচাক্ষরী!

তোশালীর শ্রামল চারণ-ভূমিতে অগ্নি-বিহ্বল, লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশুর
আর্ন্তনাদ আবার শোন!

তোশালীর অলস্ত রাজপ্রাসাদ অলিন্দে সৈন্ততাড়িত নর্তকীদের বিস্মৃত
নৃগুরের কাহ্না! আরো শোন, তোশালীর পদপ্রান্তে মহাসমুদ্রের সেই শেষ
বিদ্যারের দীর্ঘনিশ্বাস! ... (বসন্তক বীণা বাজাতে শুরু করল)

(এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর ঈষৎ ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ)

ভিক্ষু—সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, বীণা ফেলে দাও! বীণা ফেলে দাও!

বসন্তক—(বাজানো বন্ধ করে) কেন ভিক্ষু?

ভিক্ষু—ধর্মহামাত্যের কানে হুরের লেশমাত্র পৌঁছলে সর্বনাশ!

ব—কে সেই পাষণ্ড?

ভি—ছি: সন্ন্যাসী! তিনি পরম বৌদ্ধ! রাজ্যের ও রাজঅন্তঃপুরের নৈতিক
ভক্তি রক্ষক!

ব—সঙ্গীত কোনো কালে অশুদ্ধ নয় ভিক্ষু!

ভি—কিন্তু এই সঙ্গীত যুবক যুবতীর মনে অশুদ্ধভাব জাগাতে পারে।

সঙ্গীত—

ব—নির্কীর্ণের অঙ্কার গুণগুলির পথে বারাদনা? কি বল?

ভি—প্রিয়দর্শীর অলুশাসন, সঙ্গীতের ঘোহিনী-ধ্বনি তাঁর সাম্রাজ্যের কোথাও
ধ্বনিত হবে না। সঙ্গীত মাহুকে কঠোর কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করে।

...নির্কীর্ণের সাধনা বড় কঠোর সন্ন্যাসী! নির্কীর্ণকে যে লক্ষ্য ক'রেছে
জীবনের বাহুদ্বয়ে মুক্ত হ'য়ে কণিকের ঈর্জণ শুদ্ধ হ'লে তার চলবে না!
মুক্ত হ'তে হবে, সন্ন্যাসী! মুক্ত হ'তে হবে!

ব—বা: চমৎকার! বালক কিনা, তাই অবিকল কণ্ঠস্থ করতে পেরেছে!
বেশ শ্রমেছো বালক বৌদ্ধ!

ভি—প্রিয়দর্শক ব'লে সম্বোধন করুন, আমার নাম প্রিয়দর্শক।

ব—প্রিয়দর্শক! প্রিয়দর্শক! ...বা: চমৎকার নাম! তাই বেশ ব'লেছো,
“জীবনের বাহুদ্বয়”। জীবনটাই যে বাহু বহু! যে বাহু যৌবনের ছল
ক'রে তোমার দেহে ‘ফুরিত’ হ'য়েছে সেই ত নিঃশব্দ সঙ্গীত প্রিয়দর্শক!

এই বাহু বহু ধর্ম, ধর্মের অন্ত-অন্তরে তোমাকে পৃথিবীর রূপরসদর্শক

স্পর্শের রসসকল বারংবার টেনে আনছে! এই বাহু কখন' তোমাকে বোঁধ, কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয়, কখনো বৈশ্য, কখনো প্রণয়বিধুর কুমার, কখনো সর্বভ্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়ে চ'লেছে! এই 'বাহু' ছড়ানো আছে ফুলে, মুকুলে, আকাশের নীলে, জলের নীলোৎপলে! তুমিই রূপমন্ত সঙ্গীত প্রিয়স্বদক। —মহাকাল, সেও বিপুল বিশ্বপ্লাবী সঙ্গীত-ধারা! কোনো স্রষ্টি তার তান, কোনো স্রষ্টি লয়, কোনো স্রষ্টি মূর্ছনা! তুমি তান, আমি বসন্তক লয়! আর, ঐ দেখ (দূরে প্রাসাদের গবাক্ষে একটি অম্পট নারীমূর্তির দিকে নির্দেশ করে) —ঐ স্রেষ্ট মূর্ছনা!...

...ওকি! মন্ত্রমুগ্ধের মত কার দিকে চেয়ে আছো বোঁধ?

প্রি—(আত্মসংবরণ করে) ...বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি, ...কিন্তু, ও কে, সন্ন্যাসী?...

ব—কিশোরী স্নসজ্জতা—এখন বলাৎকারোদ্ভিন্ন যৌবনা—ধ্বংসপ্রাপ্ত তোশালীর শ্রেণী কুবলয়ের কন্ঠা—রাজভোগের অর্ঘ্য—প্রাসাদে বসিনী—ওকে চেন' নাকি, প্রিয়স্বদক?

প্রি—(চঞ্চল হয়ে) বল, বল, বসন্তক! কে ওর কৌমার্যকে অপমানিত করেছে? বল, সে কে? বল, বসন্তক, কে সে?

ব—একি বোঁধ, মনে হ'চ্ছে তুমি ওকে চেন?

প্রি—না। সংসারে থাকে চেনা বলে সে চেনার আমি ওকে চিনি না। কিন্তু, মনে হয় ও চেনা! মনে হয়, কতকাল ওকে দেখেছি, আর, কতকাল ওকে দেখিনি!

ব—ওকে কবে, কোথায় দেখেছো, বলত' প্রিয়স্বদক?

প্রি—(পাচতরে) বোধ হয় স্বপ্নে দেখে থাকব! —মনে পড়ছে, বসন্তক, যেন মনে পড়ছে, কিন্তু অম্পট—পুরাণো স্মৃতির মত অম্পট! বালা-স্মৃতিও এর চেয়ে স্নসংবদ্ধ। তবু, সে ঐ স্নসজ্জতা! (মন্ত্রমুগ্ধবৎ উচ্চারণ) স্নসজ্জতা! ...স্ন-স্ন-স্ন-তা!

ব—তুমি ওকে আরো কাছে দেখবে প্রিয়স্বদক?

প্রি—তুমি দেখাতে পারো বসন্তক? দেখাতে পারো?

ব—দেখবে? আমি বাজাই, তুমি অচঞ্চল হ'য়ে শোনো। আমার বীণার বন্ধার কালের অবগর্ভন সরিয়ে দেবে। তুমি দেখবে ওকে, যুগে যুগে,

জয়জয়ান্তরে তোমার উচ্ছল বক্ষ-রক্তের লহরীতে লহরীতে যে পবিচিত্রার
প্রতিবিম্বখানি বহন ক'রে চ'লেছে, তাকে দেখতে পাবে এই স্থানে,
বর্তমান কালের পরিবেশে ! কিন্তু...

প্রি—দেখাও, বসন্তক, দেখাও !

ব—কিন্তু, দেখার পবই ভুলে যাবে ! 'সেই দেখার অন্ধ স্মৃতিব বেদনা সইতে
পারবে তো ?

প্রি—ভুলে যাবো ? 'দেখে ভুলে যাব ? কেন ?

ব—তু, ত' জানিনে ভাই, আমিও দেখি আর ভুলে যাই ! বুঝি ভোলাটাই
প্রকৃতি ! শিশিবেব ভ্রাস্তি না এলে বসন্তের পুনরাবির্ভাব হবে কি ক'বে ?

প্রি—তবু—দেখাও !

(বসন্তক বীণায় অঙ্গুলিব আঘাত করাতে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে
নতন দৃশ্য ভেসে উঠল)

বৌদ্ধ বিহাবের ঈষদঙ্ককাব গুপ্তগৃহ : কক্ষে একটি মাত্র
প্রদীপ, সম্মুখে অমিতাভ মূর্তি, সূজাতাব ভদ্রীতে প্রণতা
এক নারী প্রার্থনা করছে : বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি,
ইত্যাদি । ..

(বসন্তক বীণাবাদন বন্ধ কবলেন, ছবি মিলিয়ে গেল)

উঃ, কী যন্ত্রণা ! কী যন্ত্রণা ! (প্রিয়ষদক বসে পড়লেন)

ব—(কোমলকণ্ঠে) প্রিয়ষদক !

প্রি—(আবিষ্ট) কে ? বসন্তক ! বসন্তক, তুমি কি আমাকে কোনো যন্ত্রণা-
দায়ক আসব পান করিয়েছিলে ?

ব—না, বন্ধু ! ধ্যানে কী দেখেছিলে ?

প্রি—ধ্যান ? আমি ধ্যানস্থ ছিলাম ? না তো ! আমি কিছু দেখেছিলাম ?
কই, না তো ! মনে হ'ল মাথার মধ্যের রক্তশ্রোত জলে উঠল ! তুমি
অপাধাকে আঘাত ক'রেছো, বসন্তক ?

ব—না, বন্ধু !

প্রি—তুমি মায়াবী সন্ন্যাসী ! তুমি ষাড়্ধকর ! 'মূহুর্তের' মধ্যে আমার
সম্মুখে কে যেন হরণ করলে ! তুমি হরণ ক'রেছিলে, বসন্তক ?

ব—না, বন্ধু ! তুমি জয়জয়ান্তরের স্বপ্ন দেখছিলে ?

প্রি—(মুগ্ধের মত)...জয়জয়ান্তর ? জয়জয়ান্তর ?—যে অস্পষ্ট ইশারা আমার

প্রতিপদক্ষেপকে কচিং দৃষ্ট স্বর্ণমুগের মত প্রলুব্ধ ক'রে সীমাহীন
মায়া'র শৃঙ্খল তুবনে আকর্ষণ করে, অন্তর কন্দরে বন্দী যে কস্তুরী-সৌরভ,
প্রাণকে উচ্ছ্বল ক'রে উৎকণ্ঠিত যুগয়ায় তাকে লোকে লোকান্তরে
বাগ্নংবার ব্যয়িত করে, সে কি জন্মান্তর স্মৃতি?...বল, বসন্তক, সেই
কি জন্মান্তর-স্মৃতি যাকে দেখেছি অশ্রুর বিন্দুতে বিন্দুতে বিধিত?
সেই কি জন্মান্তর যাকে অনুভব ক'রেছি অন্ধকার স্রষ্টার কিনারে
সহস্রাঙ্কলিত একমুষ্টি স্বর্ণাভার মতো?...গভীর অবসাদে, অতল হৃৎস্পন্দ,
কন্দরে সঞ্চারমান বিজুরীর চূর্ণকুন্তল! সেই কি জন্মান্তরের আশাস
বহনকর অগাধ যন্ত্রণায় হৃদকে প্রে সঞ্চিত অমরত্বের সেই স্তম্ভি, সেই
জন্মান্তর স্মৃতি আমাকে দাও, বসন্তক!...(অবদয়)...হাঁ, জন্মান্তর
স্মৃতিই হবে!...জন্মান্তর স্মৃতিই হবে!...তোমার দোষ নেই, বসন্তক!
আমাকে আর একবার দেখাতে পারো, বসন্তক? তুমি বাজাও, আমি
দেখি, আমার দেখা সাক্ষ্য ক'রো না!

ব—অধীর হ'য়ো না বন্ধু! সহস্র সহস্র বর্ষের অস্তিত্বের আশ্বাদ তুমি
কেমন ক'রে একজন্মলব্ধ দেহে অনুভব ক'রবে ভাই? তা'ত' হয়
না! একটা ভাবী জন্ম দেখেছো, সেই দেখার পর তোমার এই
উদ্ভ্রান্তি! সেই দেখার পর তোমার দেহের কোটি কোটি কোষ
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পালিয়ে, যেতে চায়! সেই ভাবী জন্মে! তান্না যে সহ্য
করতে পারে না! এই জন্মের প্রারম্ভে অগ্নিদেবতা তোমার দেহের
কোষে কোষে যে বহির পাথর দিয়ে দিলেন, সে বহি নিঃশেষ হ'তে
দাও! তারপর আবার তাঁর কাছে নূতনতর ফুলিঙ্গ লাভ ক'রবে!
ইহু এই জন্মে তোমার সন্তাকে সৃষ্টির যে মধুরসে সিক্ত ক'রেছেন সেই
মধুরস ব্যয়িত না হ'লে আরো মধু পাবে কোথায় বন্ধু? তোমার
আমার মধুপাত্র সীমাবদ্ধ, একটি জন্মের মধু বই বেশী তাতে ধরে না!
বেশী তাতে ধরে না!

...এই ত' ভারো প্রিয়বন্ধক! জন্মে জন্মে জীবনের এই আশ্বাদন!
'এই চুম্বকে চুম্বকে পান! জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী এই নাট্য! অন্ধে অন্ধে
বসন পরিবর্তন! বাসনাসমুদ্র গর্ভাক্ষ! এই ত' ভালো!

প্রি—আর কতজন্ম আমার বাকী আছে, বসন্তক? শেষ জন্মটা একবার
আমাকে দেখাতে পারো?

ব—কে জানে, বন্ধু, কবে শেষ? শেষ আছে কিনা, তাই বা কে জানে?
হয়ত বৃদ্ধ জেনেছিলেন! আমি জানি না! আমি দেখছি সম্মুখে
বর্ষচক্রের বিরতিহীন আবর্তন

(রক্তমঞ্চের আলো গাঢ় নীল :

দ্বাদশার (twelve spoked) হিরণ্ময় বর্ষচক্র ধীরে ধীরে ঘুরছে—
দক্ষিণে দক্ষিণায়নের দেবী—অপূর্ব স্তম্ভরী—বামে, অপূর্ব স্তম্ভরী উত্তরায়ণের
দেবী—একজন কালো স্ত্রী তার অপরজন সাদা স্ত্রী তার রাজি দিন বুনছেন—
চক্রের, পরিধির ষষ্ঠাংশ পরে পরে ঋতুরা দণ্ডায়মান—বাম হাতে দক্ষিণে—
প্রথমে বালক গ্রীষ্ম, পিঙ্গল বসন্ত, রক্ত জটাবন্ধ কেশ, লোহিতাভ চকুধর;
বামহাতে একটি মাত্র পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষশাখা—তাহার বামে বালিকা বর্ষা—
পরিপুষ্ট স্ত্রীম দেহ, সবুজ পরিধেয়, কটিতে কদম্বমেখলা, বামহাতে কেতকী
গুচ্ছ, পৃষ্ঠে লব্ধিত কেশদ্বামে হিরণ্ময় খজোতিকার দল; তার বামে বালক
শরৎ নীলাবর, গৌরবর্ণ, গলায় শেকালির মালা, বামহাতে কাশগুচ্ছ, তার
বামে হেমন্ত বালিকা, পদ্মখচিত নীল পরিধেয়, বামহাতে ধাত্তশীর্ষ, তারও
বামে বালক শীত, তুষার শুভ্র বসন, কৃষ্ণবর্ণ, একহাতে পত্রহীন শাখা, মাথায়
শুভ্র কিরীটের উপর সারস, তার বামে বালিকা বসন্ত, পরিধেয় বাসন্তী
রঙের, নানাজাতীয় ফুল ও ভ্রমরখচিত, বাম হাতে পুষ্পমালা, হাসি হাসি
মুখ, কর্ণে শিরীষ! বর্ষচক্রের সম্মুখে ষেত অশ্ব (অগ্নি) ডার উপর উপবিষ্ট
যোদ্ধা (ইন্দ্র) ।

ধীর গম্ভীর স্তম্ভরীকার বেজে উঠল; বসন্তক বীণায় স্তর তুলে একতানে
যোগ্য দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঋতু বালক ও ঋতু বালিকারা একে একে নিজ
নিজ স্থান হাতে নেমে এসে পৃথক পৃথক নৃত্যের পর একত্রে যৌথ নৃত্য আরম্ভ
করল। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের দেবীরা স্ত্রীর দ্বারা স্থরের ব্যঞ্জন দিতে
লাগলেন। ইন্দ্র হেসে মুখ ফিরিয়ে নৃত্যরত ঋতুদের প্রতি চেয়ে রইলেন।
নৃত্যগীত উদ্‌গম হাতে উদ্‌গমতর হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্‌গমতা কমে আসতে লাগল। রক্তমঞ্চের
আলোক কমে আসতে লাগল। একটির পর একটি স্তম্ভ কালো পর্দা সম্মুখে
নামতে শুরু করল ও বর্ষচক্র ধীরে ধীরে অক্ষুট হয়ে গেল।)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বর্ষচক্র ধীরে ধীরে অক্ষুট হয়ে গেল।
পাটলীপুত্রের রাজ প্রাসাদের একটি কক্ষ।

সুসজ্জা (বাতায়নে)—রজ্জা, সখি !

রজ্জা—দেবি !

সু—রাজোত্তানে—

র—রাজোত্তানে ফুল নেই সখি !

সু—রাজোত্তানে ও কে সখি ?

র—কই দেখি ! (চেয়ে নির্ঝাঁক)

সু—ও কে সখি ?

(রজ্জা নির্ঝাঁক)

সু—মুহূর্তে যুগ্ম হ'য়ে গেলি রজ্জা ?

র—(উদ্দেশে নমস্কার করে) অপরাধিনী ক'রো না দেবি ! আমি বুকের
দাসী !

সু—কিছু, ও কে ?

র—আমার বাল্যের খেলার সঙ্গী প্রিয়স্বপ্নক। বাল্যে, গ্রামের সপ্তপর্বা
ছায়ায় আমরা দুজনে খেলা ক'রেছি।

সু—তোর বাল্যসার্থী ?—জীবনের পরম লগ্ন তুই হেলায় হারিয়েছস রজ্জা !

র—পরম লগ্ন ? যে লগ্নে ভগবান তথাগতের পদারবিন্দে আত্মসমর্পণ ক'রেছি
সেই আমার পরম লগ্ন দেবি !

সু—মিথ্যা ! দেবতা নিয়ে মাহুঘের চিত্ত ভরে না, রজ্জা ! বুকে তোর
আলোয়া !

র—চূপ কর, চূপ কর, সুসজ্জা !

সু—কোথায় প্রিয়স্বপ্নকের শুভ্র নগ্ন বাহর উপাধানে আসক্ত অধরে অক্ষুট
কাকলি আর কোথায় ভবিত অধরে অহোরাত্র বুদ্ধনামকীর্তন !

র—দেবি! দেবি! তুমি এতদূর ভ্রষ্টা! বুদ্ধ নামে শ্রুতিদাহ?

সু—আমার দেহে দাহ রস্তা, আমার মনে দাহ! আমার আত্মাব স্তরে স্তরে জলন্ত অঙ্গার! তোর বুদ্ধ নামেও এ দাহ মিলায় না! তোশালীর জলন্ত রূপ দেখে আমার আঁখির তারা দগ্ধ! জানিস্ না আমার কাহিনী?—বলি শোন...

বাইরে বজ্রবিহ্বল, বর্ষণতাড়িত কালো কেউটে সাপের গায়ের মত দৃক্ অন্ধকার রাত! শিবিরের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কাঠের কবচের মত আমার দেহকে দুটো শলাকা দিয়ে পুঁতে দিয়েছে—দুটো বৌদ্ধ বাহুর মাংসল শলাকা! গায়ের উপর একটা ভয়ঙ্কর কালো দ্বিপদ দ্বিত্বজ—সরীসৃপ! বস্তা! কী কালো! কী কালো! কী কালো রস্তা! (মূর্চ্ছা)

(রস্তা জপ করছে, বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি,...ও বদ্র সহকারে স্বসঙ্গতার সম্বন্ধে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে)

(স্বসঙ্গতা চোখ মেলে উঠে বসতে ধর্মমহামাত্যের প্রবেশ)

ধর্মমহামাত্য—ওঁ মণিপদ্মে হং, ওঁ মণিপদ্মে হং, ওঁ মণিপদ্মে হং!...

তোমার সখী পীড়িতা, রস্তা?

র—হ্যাঁ, প্রভু, তাই বুদ্ধ নাম শোনাচ্ছিলাম!

ধ—বেশ, বেশ! (স্বগতঃ) রক্তপদ্মগর্ভ দুইটি আরক্ত চকু-মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মত দুটো তারা!—কিন্তু পদ্মে ফুলিঙ্গ!

(প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ! তোমার সখীর চকু মুজ্রিত ক'রে দাও রস্তা! ওর নেত্রের দিশ্রাম প্রয়োজন! ও অত্যন্ত পীড়িত!

...আচ্ছা, আমি যাই! 'মাঝে মাঝে সংবাদ দিও!'—ওঁ মণিপদ্মে হং,

ওঁ মণিপদ্মে হং, ওঁ মণিপদ্মে হং! (প্রস্থান) *Fade out*

সু—(ভীতিবিহ্বলা অবস্থায় রস্তাকে আঁকড়িয়ে)...ঐ, ঐ বোধহয় রস্তা!

র—কাকে দেখছ? কই, কেউ ত' নেই! এই মাত্র ধর্মমহামাত্য এসেছিলেন—

(অদূরে ওঁ মণিপদ্মে হং)

তুমি একটু শৌণ্ড সখি, আমি কিছুক্ষণ পরিচর্যা করি, তা হ'লে তুমি স্বস্থ হ'য়ে উঠবে!...চোখ বোজ!

সু—(চকু মুজ্রিত করল)

র—নিরীক্ষিত মেয়ে ভগবান তথাগতের অধিতাত মূর্তির ধ্যান করো।

...দেখতে পাচ্ছে।? দেখো—কোটি-জন্ম-সমৃদ্ধ মুখাবয়ব, ঘনকৃষ্ণশূক্রে
উদ্ভাসিত অনন্ত জ্যোতির কমল! দেখো অনন্ত পুণ্যছবি!
প্রেমসমুদ্রের মহাশঙ্খ—ভগবান অমিতাভকে দেখো সুসজ্জতা।
দেখছো!

স্ব—(আবিষ্ট) দেখছি!—জ্যোতির্ময়! কুন্দ ফুলের মত শুভ্রগণ্ড! বিকালের
পড়ন্ত আলোর মত মৃথের ভাব! বুদ্ধ?—সেত' বুদ্ধ নয়, রস্তা! সে,
ঐ প্রিয়ষদক! (মৃদা) প্রিয়ষদক! প্রিয়ষদক 'আমার বুদ্ধ, রস্তা।
(চকিতে জেগে) কী বললাম, রস্তা? বুঝি কিছু বিষম বললাম! আমি
কি প্রলাপ বকছিলাম? তন্দ্রা এসেছিল বটে!

স্ব—(ব্যথিত) বুদ্ধনাম তোমার মনে বাজে না কেন, সখি? আচ্ছা, এখন
বিশ্রাম করো আমি আসি (প্রস্থান)

স্ব—বুদ্ধনাম কলিঙ্গ হস্তার বীজমন্ত্র! ধর্মমহামাত্যের বীজমন্ত্র।

(নেপথ্যে ওঁ মণিপদ্মে হং)

(সুসজ্জতা সভয়ে দরজায় অর্গল দিয়ে দিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধর্মমহামাত্য—(স্বগতঃ) “প্রিয়ষদক, আমার বুদ্ধ!” কিশোরী কিশোরকে
কামনা ক'রবে তাতে আশ্চর্য্য কি! রূপ চাইবে রূপ, সে ত স্বাভাবিক!
সুসজ্জতার এই স্বাভাবিক কামনার শাস রুদ্ধ করে দিতে হবে!
অস্বাভাবিক কামনাকে জাগাতে হবে যার তাড়নায় মন্ত্রমুখ্যার মত সে
আমার কামনার গণ্ডিতে বন্দি হ'য়ে থাকবে!

...স্বাপদকে মাহুঘ ভয়-করে, কিন্তু 'সেই স্বাপদকে ভুলকৃত, ক'রে
দিলে মাহুঘের ভয় কমে যায়! বজ্রবরাহের 'দাঁতকেও মণিমাণিক্যখচিত
ক'রে দিলে তার ভয়ঙ্করত্ব কমে!...

...আমার স্বাপদ লোভকে ক্ষুদ্র মেঘশাবকের মত, চারিপায়ে
বৌদ্ধমন্ত্রের নুপুর পরিয়ে অসহায়ের মত তার বিরাম অবসর বিনোদনের
জন্তু পাঠিয়ে দেব! আমার সেই আপাতঃ-অসহায় ভীকু বাচ্চা তার
অসাবধান মুহূর্ত্তে তাকে গ্রাস করবে, আবার সে সাবধান হ'লে
মেঘশাবকের মত তার পায়ে পায়ে অসহায়ের অঙ্গসর্জন ভীকু অভিন্ন
করবে! কিন্তু, তার আগে প্রিয়ষদককে তার দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে

কেলতে হবে! কিশোরীর প্রেমকল্পনাকে প্রথমেই নিরাশ্রয় করতে হবে!...আচ্ছা দেখি! (উচ্চৈঃস্বরে) নিকটে কে আছে?

ভৃত্য—দাস উপস্থিত প্রভু!

ধ—রাজোত্তানের উত্তরে চৈত্রে প্রিয়বদক পাঠ অভ্যাস করছে। তাকে আমার কক্ষে ডেকে আন।

ভৃত্য—আজ্ঞা শিরোধার্য (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[ধর্মমহামাত্যের কক্ষ : প্রিয়বদকের প্রবেশ।]

ধ—পাঠাভ্যাস করছিলে প্রিয়বদক?

প্রি—না।

ধ—তবে?

প্রি—ইদানীং মনটা খুব বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে মহামাত্য!

ধ—কেমন বিশৃঙ্খল? কোন আকাজ্ঞা জেগেছে মনে?

প্রি—এখনো স্পষ্ট কোনো আকাজ্ঞা জাগে নি মহামাত্য! তবে যেন আকাজ্ঞা জাগারই মতো! "গভীর রাত্রিতে দ্বৈত চন্দ্রালোকে যেমন 'কালো কালো পিণ্ডের মত শুভক গঙ্গাবক্ষকে আলোড়িত করে, তেমনি! বৃষতে পারছি না! (কি আকাজ্ঞা ঠাহর করতে পারছি না!'

ধ—(চক্ষু মুগ্ধিত করে ধ্যানের ভান) বুঝেছি।

প্রি—কী আশ্চর্য! দেখেছিলাম বসন্তককে, যে ভূত ভবিষ্যৎ জানতো! আপনিও দেখছি অন্তর্ধ্যামী। কেবল আমিই অজ্ঞানের ঠুলি প'রে 'হৃদয়ের তৈলধরে' প্রাণকে নিষ্পেষিত ক'রে চলেছি! আমাকে পথের সন্ধান দেবে কে?

ধ—ভগবান বুদ্ধ দেবেন। তাঁকে অঙ্গসরণ করো। পশ্চাতের জীবনকে বিষ্মৃত হও। হিঃ, প্রিয়বদক! যেন নয়ন নয়নাভিরাম অমিত্যভ পদের ভূষ তাঁকে উজ্জ্বল হ'তে দিয়েছো? তাকে নিবন্ধ ক'রেছো যুবতীর কাম কলসে? হিঃ প্রিয়বদক, হিঃ!

প্রি—এবার ঠিকই সংঘত হব, মহামাত্য! এ চক্ষু ভগবান তঁথাগতের পদপদ্মছাড়া লক্ষ্যান্তরে লগ্ন হবে না! এ চক্ষু!

ধ—কিন্তু মন ?

প্রি—কত চেষ্টা ক'রেছি মহামাতা ! মনের সমস্ত দ্বার বন্ধ ক'রে বুকে
স্বরণ করতে চেয়েছি ! কিন্তু মন, আমার সমস্ত গ্রহরাকে ব্যর্থ করে শূতির
অশানে অশানে বিবাগী হ'য়ে কোনো এক প্রিয়জনের লেশ গুলিকে
ব্যাকুল হ'য়ে সন্ধান ক'রেছে !

(জানি ভুল, জানি মায়া !—মনের মধ্যে আছে মায়াবী !

ঈশ্বরাজ্য সংকল্পের আগুনে হৃদয়কে বেড়া দিয়ে আছি । তবু মায়াবীকে
তাদাতে পারিনে ! মন যেন হৃদয়পুটে বন্দী ভ্রমর ! বাইরে নয়নোন্মাদ
কুসুম ! বারংবার অশান্ত দংশন) 'আপনি সন্ন্যাসী, বুঝবেন না !

ধ—হৃদয় দৌর্ভাগ্য ত্যাগ কর বোদ্ধ ! যাও ধর্মপ্রচারে আত্মনিবেশ করগে !

এই-ই শান্তি-পথ !

প্রি—(কিছুক্ষণ ভেবে) সেই ভালো ! যেখানেই সূর্যালোক পড়ে সেখানেই
তার নাম প্রচার করব । (নতজাছু হয়ে) ভগবান, তোমার অর্গাধ
হৃদয় সমুদ্রে বিশ্বের কোটি কোটি প্রেমের স্রোত নির্মাণ লাভ ক'রেছে ।
আমার অন্তঃসারিত বক্তা তোমার অন্তর সমুদ্রে চরিতার্থ হোক !
...সেই ভালো !)

ধ—দাক্ষিণাত্যে যাবে ?

প্রি—যাবো । বৌদ্ধের উত্তর নেই, দক্ষিণ নেই, পূর্ব নেই, পশ্চিম নেই !
যেখানে সূর্য্যোব আলো সেখানেই তার দেশ ! যেখানে উর্দ্ধে আকাশ
সেখানেই তার গৃহ ! আমি যাবো ! (উঠে) বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম শরণং গচ্ছামি, সংঘ শরণং গচ্ছামি ।

ধ—তোমার পথ শুভ হোক ! বোধিসত্ত্ব তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন । (তবে
যাও । প্রস্তুত হওগে ! (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(প্রত্যুষ)

স্ব—আজকের প্রত্যুষ কী বিরস রঙা ? প্রত্যুষে উঠেই মনে হল গতরাজে
প্রকৃতি কী যেন হারিয়েছে ! সূর্য্যদেব এখনও ইতস্ততঃ করছেন !

র—এখনও তাঁর উদয়ের সময় হয়নি সুন্দরতা !

স্ব—তুণে, কিশলয়, বিষ্ণু বিষ্ণু অঙ্ক ! প্রকৃতি সারারাজি নিঃশব্দে কেঁদেছে !

র—শিশির বিন্দু হ্রস্বতা ।

সু—সহসা দেখি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা দক্ষিণে হেলেছে ! গদ্যবন্ধে নৌকার পাল বুক কিরিয়েছে দক্ষিণে । (সূর্যোদয়) আর ঐ দেখ বস্তা, তপনদেবও দক্ষিণ বেঁসে আবর্তিত হ'চ্ছেন ।

—কাল রাত্রে প্রকৃতিব কোনো প্রিয়জন দক্ষিণে গেছে তাই উৎসুক হ'য়ে সে দক্ষিণে চেয়ে আছে ।

র—এটা নীতকাত্ত হ্রস্বতা ! এখন সব কিছু দক্ষিণমুখী ।

সু—তুই ত' বিবাস করবি নে রস্তা ! তা আমি জানি । আমি যে শুনেছি !... তখন মধ্যরাত্রি, ঘুম ভেঙে কানে এল অশ্বখুরধ্বনি—কে চলে গেল দক্ষিণে ! সেই মধ্যরাত্রে অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে সজ্জা বদলেছি । ভেবেছিলাম সেই দক্ষিণের যাত্রীর সজ্জা নেব । কক্ষের স্তেতরের বর্গল খুলে দেখি তার বাইবেণ অর্গল ! তোশালীর মহেশ মন্দিরের দেবাদিদেবকে বললাম 'দেবাদিদেব অর্গল খুলে দাও'—দিলেন না । সেই মধ্যরাত্রি থেকে এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে আছি । তুই ত' বিবাস করবিনে রস্তা ! আমি জানি প্রিয়স্বদক চলে গেল । আমাকে একবার ডাকলে না রস্তা । (অশ্রুসঞ্ছল চক্ষু)

(দ্বাবে দাসীর আনির্ভাব)

র—কি সংবাদ আরণ্যকা ?

আ—ধর্মমহামাতা এই চীরখণ্ডগুলি ও একটি লিপি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।

র—কই দাও—আচ্ছা তুমি দাও ।

(লিপি পাঠ কবে)

(চীরখণ্ডগুলির দিকে নির্দেশ করে) ধর্ম মহামাতা তোমার জন্ত এই ভূষণ পাঠিয়েছেন হ্রস্বতা ।

সু—ভূষণ ?

র—বুদ্ধাম্পূত এই বসন ভূষণ নয় হ্রস্বতা ? (লিপি পাঠ করতে করতে) আরো হ্রসংবাদ আরহ হ্রস্বতা । আজ থেকে তুমি মুক্ত ।

সু—মুক্ত ? মুক্ত ? কিসের জন্ত মুক্ত রস্তা ? মরুভূমির মধ্যে পরিত্যাগকে তুমি মুক্তি বল ? পথ কই ? অবলম্বন কই ?

র—বত দিক তত পথ—সবল বুদ্ধনাম !

সু—বাঁধা পথ নাই—সমুদ্রে! সমুদ্রে প্রয়োজন নাই তার বার আর জন্মে প্রয়োজন নাই! জন্মে জন্মে পরিক্রমা বার সাক হোল সেই দাঁড়ার অনিশ্চিতের এই সমুদ্রকূলে! বার ফুরোল প্রয়োজন সেইই শুধু-হাতে এই সমুদ্রে পাণ্ডি জমায়। আমার পরিক্রমা ফুরোয় নি রক্তা। আমার প্রয়োজন ফুরোয় নি! তাই আমার এই জন্ম আকর্ষণ করছে আগামী জন্মকে। আমার মধ্যে এখনও সৃষ্টির বসন্ত!

প্রাণে প্রাণে ভিন্ন ভিন্ন তালে বিশ্ব দেবতার সঞ্চারণ : 'কোথাও একতালা, কোথাও চৌতালা, কারো মধ্যে তাঁর ঋপদের চাল, কোনো প্রাণে বেহাগের। কোনো প্রাণ নিঃসঙ্গ, জন্মে জন্মে সে চলে একলা! কেন-প্রাণ অস্ত্র প্রাণের সঙ্গে যুগ্মে বাঁধা।)

আমার এ প্রাণ একটা যুগ্মের একক : দোসর চলেছে ঐ—ঐ প্রিয়বদক।

র—অভূত। তুমি টেব পেলে কী করে হুসজতা?

সু—(বিষম ভাবে হেসে) টেব পাওয়া বলছিস? টেব পেলাম সেদিন বোদিন বাজোতানে ওকে দেখলাম।—মনে হ'ল জয়জয়ান্তরের চেনা! যেন ওব আশায় এতদিন ব'সে ছিলাম। আমার দুই বাহ নিজের অজ্ঞাতে শূন্তে আলিঙ্গনভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল। আঁখি পলক আপনি মুখে এল। আপাদমস্তক পরিতৃপ্ত হ'ল! -

ও যখন ধীরে ধীরে চ'লে গেল, তখন ওর প্রতিপদক্ষেপ আমাকে যেন ইশারা ক'রে ব'ললে, "এসো, এসো, এই পথ!" ওর গৈরিক উত্তরীয় যখন দক্ষিণ হাওয়ায় উড়ল তখন সেই উত্তরীয়ের নিশান আমাকে ডাকল, বলল "তোমার এই ত' সম্বল!" গন্তরাজে সে যখন অস্বারোহণে চ'লে গেল তখন আমার ঘুমের ক্ষুটিক গলিতে গলিতে প্রতিধ্বনি উঠল, "চ'ললাম, চ'ললাম!" —হুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠল "বাই, বাই, বাই!"

—ভালই হোল মুক্ত হ'লাম। আমি তোরা দেওয়া এই চীরবাস প'রেই যাবে। রক্তা।

র—কোথা যাবে সখি? কোন পথে সে গেছে তুমি জানবে কেমন ক'রে?

সু—আম্ভার চোখ নিরে যাবে রক্তা। যে পথে সে গেছে সে পথের গুলিতে সে রেখে গেছে সঙ্কেত! যে জলাশয়ের কাছ ঘেঁষে গেছে সেই জলাশয়ে রেখে গেছে তার প্রতিবিম্ব! যে বনছায়ায় কোল ঘেঁষে গেছে সেই বনছায়ায় সে রেখে গেছে তার দৃষ্টির আলো! যে উভানের মধ্য দিচ্ছে

গেছে সেই উজানের কুম্বসৌরভে সে নিঃশ্বাসপরিমল রেখে গেছে !
আমার ভুল হবে না রক্তা !

ওরে, জয়জয় ভুল হয়নি, এই জন্মে হবে ?

ঐ চীরখণ্ডলো আমায় দে রক্তা ! এই চীরখণ্ডে আমার ছদ্মবেশ ভালই
হবে ! (চীরখণ্ডগুলি কুড়িয়ে নিয়ে) যাই রক্তা ! এতদিন বন্দি
ব'লে বড় ভালবেসেছিলে, আজ মুক্ত ব'লে সে ভালবাসার লাঘব
ক'রো না !

রু—তোমাকে আমি ভাল না বেসে থাকতে পারিনি সখি ! (অশ্রুমাচন) ।

— (রক্তমঞ্চ অলঙ্কার, ইতিমধ্যে সুসজ্জতা বসন পরিবর্তন করেছেন)

সু—তোমার আরাধ্য তোর প্রতি প্রসন্ন হ'ন রক্তা ! আমি যাই ! আমার
পরিত্যক্ত বস্ত্র অলঙ্কার তোর অন্ত্রে রেখে গেলাম ! (প্রস্থান)

(সুসজ্জতা বেরিয়ে গেলে রক্তা সুসজ্জতার পরিত্যক্ত অলঙ্কারগুলি নেড়ে
চেড়ে দেখছে—দেখলে মনে হয় পরতে চায় কিন্তু মনের ইতস্ততঃ ভাব ঘুচছে
না। অলঙ্কারগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে সুসজ্জতার কণ্ঠাভরণ গলায়
ধুলিয়েছে, হুলাতে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় চীৎকার করে ডাকল) সুসজ্জতা !
সুসজ্জতা !

(কিছুক্ষণ পরে সুসজ্জতার প্রবেশ ।)

সু—আমায় ডাকছিলে রক্তা ?

রু—তোমাথ এই সজ্জা অলঙ্কার কুড়িয়ে নিয়ে যাও তাই ! আমি বুকের দাসী,
বকল আমার ভূষণ, এ রত্ন অলঙ্কার, এই নর্তকীর বেশ, মারের ছদ্ম
উপঢৌকন ! এ ভূমি নিয়ে যাও সুসজ্জতা ! ভগবান বুদ্ধ আমাকে রক্ষা
করুন !

সু—“মারের ছদ্ম উপঢৌকন” এই কথাটা শোনাবার অন্ত্রে তুই আমার শুভ-
যাত্রার বিষয় ঘটালি রক্তা ? যাত্রার মুখে আমাকে পিছু ডাকলি কেন ?
বৈশ্বত' প্রসন্নমুখে জীর্ণ চীরখণ্ড বৃকে ধারণ ক'রে, প্রিয় রত্ন অলঙ্কার পুরানো
বিলুপ্তের মত কেলে চ'লে গেলাম ! তাতেও তোর তৃপ্তি হ'ল না ?
আরও আশ্বাত দেবার বাসনা ছিল ? আমি ত ভিক্ষুণী নই রক্তা ! আমি
কলিদের প্রেয়সী পুত্রী, এই রত্ন অলঙ্কার আমার পিতার মধুরপঙ্কজী পোতে
সপ্ত সমুদ্রের ফুল উপকূল থেকে আমার জন্ত আহৃত হ'রেছিল !

রু—অপরাধ নিয়ে না দেবি ! আমি আতকে প'ড়ে তোমাকে ডেকেছি !

সু—আতঙ্ক ? রত্ন অলঙ্কারে কি আতঙ্ক থাকে রত্না ?

র—হ্যাঁ, আতঙ্ক ! এই অলঙ্কার রাশি চুষকের মত ভাবী জন্মেব মত আমাদের টানে কেন সুসঙ্গতা ?

সু—ওঃ, তাই ! (গাঢ় থেকে গাঢ়তর বর্ণ বসন্তের ফুলকে টানে কেন ? ছায়া পথের দিগন্তব্যাপী বলয় কেন রাত্তিকে আকর্ষণ করে ? স্বভাব, রত্না, স্বভাব ! রত্না, তুই জ্ঞানিস না তুই কত সুন্দরী ! তোমার শব্দের মত বর্ণ আকর্ষণ করেছে এই পদ্মরাগের বর্ণাভরণকে, তোমার গজদন্ত সুভৌল বাহু টানছে এই বলয়কে, তোমার স্ফটিক-স্বচ্ছ স্তনমধ্য ডাকছে . স্বর্গাভরণকে !)
—এই ত স্বাভাবিক ! আতঙ্ক কেন ?

কই দেখি, দক্ষিণ হাতটা দে'তো ! (বলয় পরিয়ে) দেখ'তো ! (কঙ্কণ পরিয়ে) দেখ'তো !—এতে আতঙ্ক ? (গলায় কণ্ঠাভরণ ছলিয়ে) এক কলা চাঁদের ওপর তোমার কুমুদিনী মুখের শোভা দেখ্—দর্পণ আনব ?

র—(সলজ্জ) থাক ! থাক !

সু—ভূষণটাই বা অসম্পূর্ণ থাকে কেন ? আয়, কাঞ্চী পরিয়ে দি' । কাঁচুলি পরিয়ে দি' ! কবরী বেঁধে দি' ! (ষ্টেজ সঙ্গিকের জন্ত অলঙ্কার ; তারিপর সুসঙ্গতার সম্পূর্ণ বেশে সজ্জিতা রত্না) .

(সুসঙ্গতার চক্ষু সজল হয়ে উঠেছে)

• র—তোমার চোখে জল সখি ?

সু—কিছু না, কিছু না ! মনে প'ড়ে গেল !

র—প্রিয়বদকে ?

সু—হ্যাঁ, এই সজ্জায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম । এই সজ্জায় তাঁকে দয়িত বলে চিনেছিলাম ! আজ এই সজ্জা ভ্যাগ করে ছদ্মবেশে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে ! তাঁর পদরজঃ হয়ত আমাদের এই ছদ্মবেশ দেখে পরাভূত হ'য়ে তাঁর পথের সঙ্কেত গোপন ক'রে যাবে !—আয়, দর্পণে আয় !

রত্না (দর্পণের সম্মুখে)—এ যে নর্তকী, সুসঙ্গতা !

সু—হ্যাঁ, নর্তকী ! এই ত' প্রথম প্রিয়সঙ্গানের বেশ ! যন্ত্রসভায়, দেব সভায়, আসাদ-অলিন্দে, নন্দন-চত্বরে, বনমধ্যে কিংবা মনমধ্যে, সাগর-বেলায় কিংবা ঘমনার ভীরে, কখনো বীণাবন্ধে সুসঙ্গতায়, কখনো শূন্ত কুন্ত শিরে ভুবনের ঘাটে ঘাটে, কখনো পণ্য হ্রস্বভিনয়গরীর পথে, কখনো

সিন্দুররাগবিহ্বল সন্ধ্যার কূলে কূলে, কখনো দেহী, কখনো বিদেহীরূপে,
ভুবনে ভুবনে প্রথম প্রিয় সন্ধান ! তার এই বেশ !...

...তারপর, ক্রন্দনে-ক্রন্দনে-শিথিল-বন্ধ, নয়নাঙ্গসেচে গুরুভার, বিলস্ত,
বিলোল অভিসার-সজ্জা !...

...তারপর, প্রিয়বাহ-আকর্ষণভয়ে-নিবিড়-নিবন্ধ-কাঞ্চী, স্তন্যাস্তকস্তবকিত
বন্ধে কবরীচ্যুত আশ্রয় অবগুণ্ঠন ! পদে পদে, জড়িতপ্রায় রত্নোৎকীর্ণ
স্বন্দ্র চেলাকল—মিলনের সেই বেশ !...

...জন্মজন্মান্তরে—সন্ধান থেকে অভিসারে, অভিসার থেকে মিলনে !

...মিলন ! রস্তা, চক্ষে জল কেন জানিস, এই জীর্ণ চীরবেশ মিলনের বেশ
নয়।—থাক, থাক সে কথা। তোকে নর্তকীর বেশে সাজিয়ে দিলাম—
এইবার খুঁজে নে। আমি যাই রস্তা ; আমার প্রথম পদক্ষেপ বিয়িত,
তাই এত উষ্মণ ! আমি যাই রস্তা !

স্ব—(পজলচক্ষে) এস সখি ! তোমার প্রথম পদক্ষেপকে বিয়িত ক'রে
দিলাম—কমা ক'রে যেও—কমা ক'রে যেও !

(মাথা নেড়ে মুক সম্মতি জানিয়ে স্তম্ভতার প্রশ্নান—রস্তা ধীরে ধীরে
বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়াল)।

স্ব—(স্বগতঃ) মনুষ্যসভায়, দেবসভায়, প্রাসাদ-অলিন্দে, নন্দন-চত্বরে—প্রথম
প্রিয়সন্ধানের এই বেশ !...দেবলোক !...

নেপথ্যে—দেবলোক !...বিশ্বের হৃদপিণ্ড, বিশ্বজনের রক্তরেখা দ্বারা বলয়িত !

এই প্রশস্ত রক্তরেখা মন্দাকিনী, তার তীরে তীরে স্বপ্নের কাশগুচ্ছ
চিত্র আশার আন্দোলনে কম্পমান ! সেই তীর ঘিরে কল্পনার সংখ্যাহীন
কল্পক্রমের শাখায় শাখায় নবোদ্ভিগ্ন বসন্ত কিশলয়ের মত ঈষদ্রক্ত পত্র-
সভার ! এই পত্র অশ্রুতরঙ্গের রক্তরাগে লিখিত লিপি ! আহ্বান লিপি !
অভিসারসঙ্কেতনির্দেশী লিপি ! ভাবাহীন লিপি !

...এ জগৎ ভাবাহীন, এ জগতের পরমাণুতে পরমাণুতে একটি মাত্র অচ্ছ-
বোধ সঞ্চারমান, নৃত্যে নৃত্যে ছন্দিত ! এ ছন্দ ছায়া, এই ছন্দ আলো,
এই ছন্দ বর্ণগন্ধ, এই ছন্দ মন্দারের স্বরভি—কোলাহলহীন চরম মুখরতা !
এই ছন্দ কণ্ঠের বক্ষিণ পাণির বহুছন্দ, বকণের বিশ্বদাকী জ্যোতির
পদচ্ছন্দ, এই ছন্দ জড়ের রুদ্ধে রুদ্ধে সঞ্চারমান মিজের মহাত্ম্যতি, এই ছন্দ
নিশ্বাসনসমূহে ইজের বসন্ত !

র—(স্বগতঃ)—দেবলোক ! আমি দেবলোকে নর্তকী ? আমার দয়িত-
—ছায়া ! ছায়া ! সব ছায়া !...এই মুখ বাস্তায়ন পথে একমাত্র
প্রিয়দর্শককেই চোখে পড়ে !

(ধর্মমহামাত্যের ধীরে ধীরে প্রবেশ)

ধ—সুন্দরতা একাকী ! রক্তা হয়ত গৃহান্তরে । এই ত' সময় !

(নিঃশব্দে অর্গল বন্ধ করে নিম্নস্বরে) তোমার মনে অর্গল, সুন্দরি !
সুন্দরি ! সুন্দরি ! তুমি অবর্ণনীয় ! (স্বকবেদের উবা ত্তোত্র তোমার
বর্ণনায় বিড়ম্বিত--আমি বিড়ম্বিত, সুন্দরতা—তোমার অসাধারণ সুকুলিকা
কৈশোরকে অপবিজ্ঞ ক'রে আমি বিড়ম্বিত ! এখন অহুশোচনা হয় ;
তোমার মনমূলের আলবালে দিনের পর দিন অশ্রুজল সেচন ক'রলে
তোমার কিশোর মনে হয়ত আমার প্রতি অহুরাগী ফুল ফুটত ! আমাকে
ক্ষমা করো, সুন্দরি, ক্ষমা করো !—অদৃষ্টের কুটিল ব্যঙ্গ সুন্দরতা, এই
বিগত যৌবনের ছায়াঙ্ককারে অন্ধ, মদ্যন্ধ কবির উন্নততা, ভাগ্যের
উপহাস সুন্দরি !) জন্মান্তরের অতৃপ্তির ছায়া হয়ত আমার মনকে, বুদ্ধিকে
আঁধার ক'রেছে । জন্মান্তর, জন্মান্তরই হবে ! তা না হলে কোথা
তুমি নবীন শ্যাম ইন্দীবরদন্ত, আর কোথা আমি ! ফিরে-মেখ, পরাশ্রয়ী,
আমি নতজাহ্নু, আমাকে ক্ষমা করো, তোমার দুর্লভ নয়নপ্রসাদের একটি
রূপণ মুষ্টিও দাও—চেয়ে দেখ !

র—(মুগ্ধা) অতুন্নয় ? আবেদন ? কেউ কি অমরাবতীর পরিত্যক্ত রাজপথের
এক কোণের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে ? সত্যিই কি দেবলোক
নেমে এল ? আকাশ ছিঁড়ে নেমে এল ? এস দেবলোক ! এস, এস
দেবতা দয়িত !

(ধর্মমহামাত্য ধীরে ধীরে সন্তর্পণে গিয়ে রক্তাকে জড়িয়ে ধরতে রক্তা
তড়িৎস্পৃষ্টের মত ধুরে) কে ? মহামাত্য ?

ধ—কে ? রক্তা ? (চকিতে কটি হতে গুপ্ত ছুরিকা বের করে, রক্তার বক্ষে
আমূল বসিয়ে দিল)

র—আঃ—(ছুতলে পতন) আঃ, অমিতাভ !

ধ—(ছুরিকা রক্তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে-বরে) ও মনিপঞ্চে হুং !
ও মনিপঞ্চে হুং ! ও মনিপঞ্চে হুং ! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(হুলস্থলতা উত্থিতঃ পরিক্রমণ করছে)

স্ব—একি ! পথ কই ? যাবার সময় পথ মুছে দিয়ে গেছ, প্রিয়ষদক ?...

সম্মুখে পাহাড়—হয়ত ও শিলা নয় ! হয়ত জমাট উজ্জ্বলিত কালো কান্নার ঢেউ ! ওর এপারে এই জন্ম, পরপারে জন্মান্তর ! পাহাড়ের কোলে সংঘারাম—একটি বিবট শুভ্র কুন্দ ! হয়ত জন্ম মৃত্যুর সন্ধিতে একখানি শুভ্র আশা !

তুমি কি ঐ সংঘারামে বিরাম নিচ্ছ, প্রিয়ষদক ? না, না, না, তোমারে ধরবে কে ?—ভুবনজীবনসমুদ্রে ময়ূরকঙ্কী পাল তুলে দিগবিদিকের সন্ধানী হাওয়ার সঙ্গে তোমার তরী লুকোচুরী খেলছে !—সম্মুখে ঐ নদী তোমার ভরলকণ্ঠ চারণ, তার নীরবসনের নীচে হৃড়ির ক্রন্দাকে তোমার নাম জপ করে চ'লেছে ! নদীর তীরে ঐ বেতসবন, ও ত' বেতস নয় ! নম্র কল্প ইশারা তোমার ?—ঐ ঢালুপার তোমার উরস সখা ! ঐ শ্রমণ নামছে গীরে, শূন্য কুন্ত শিরে, তোমার নাম দিয়ে ও কলস পূর্ণ ক'রবে !

এই পথ দিয়ে যাবার বেলায় প্রতিবিম্ব রেখে গেছো ত' ?—কই, দেখি, দেখি (বিরল বেতস গুণ্ডের অভ্যন্তর দিয়ে শায়িতা অবস্থায় উচ্চপাড হতে মিলে জলের দিকে চেয়ে রইল : নীচে জল ভরবার সময় শ্রমণের কলসে শব্দ উঠছে বক্, বক্, বক্)

(পাহাড়ে প্রতিধ্বনি) প্রিয়ষদক ! প্রিয়ষদক ! প্রিয়ষদক !

স্ব—ঠিকই ত ! গেছে—এই পথ দিয়েই গেছে !

স্ব—(তাকে বুকেতে দেখে) ও কি ! ও কি !

(নেপথ্যে প্রতিধ্বনি) সখি ! সখি ! সখি !

স্ব—(উঠে বসে) ডাকছ ? ডাকছ, প্রিয়ষদক !

স্ব—(সরে এসে) ভগিনী, তুমি কিসের সন্ধান করছ, ভগিনী ?

স্ব—আমি প্রতিবিম্বের সন্ধান করছি ভাই !

স্ব—কীসের প্রতিবিম্ব ?

স্ব—প্রিয়ষদকের প্রতিবিম্ব !

স্ব—বুঝলাম না ভগিনী !

স্ব—বুঝবে না । কি করে বুঝবে ? তা বাক্—এই পথ দিয়ে কাউকে দক্ষিণে যুদ্ধে পৌঁছেছো ?

প্রঃ—দেখেছি—বহ লোক দক্ষিণে গেছে।

স্বঃ—বহ লোক নয়! বহ লোক নয়! এমন কাউকে দেখেছো কিশোর, কিশলয়ে লুপ্ত তত্ত্ব মত যার কিশোর দেহে চীর বাস? যার রালকের মত মুখে জ্যোতির্ময় বার্ক্য! (যার স্ভাব্য অধরৌষ্ঠ কোণে নিগূঢ় বেদনা? যার নয়নে নয়নে পরিতৃপ্তি আর দৃষ্টিতে চির সন্ধান?—দেখেছো?) 'এই পথ' দিয়ে সে গেছে—আমি জানি সে এই পথ দিয়ে গেছে—

প্রঃ—এই পথ দিয়ে সে গেছে?

স্বঃ—হ্যাঁ, এই পথ দিয়ে সে গেছে! এই নদীর তার অনোমা, সে স্মৃত এইখানে অশ্রুত্যাগ ক'রে পরিত্রাজক হ'য়ে গেছে—তার সন্ধ্যাসে এখানকার তরুলতা এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—ভনতে পাও না?—তাকে দেখ নি?

প্রঃ—ভগিনীর হয়ত তুল হ'চ্ছে?

স্বঃ—তুল?

প্রঃ—(স্বপ্নত:) "অনোমা" "অশ্রুত্যাগ ক'রে পরিত্রাজক", ভগিনীর ভিক্ষুণীর বেশ! ভগিনী বুদ্ধপ্রমে উন্মাদিনী! (প্রকাশে) আপনার তুল নয়, আমারই তুল! আহুন আমি আপনাকে নিয়ে যাই—তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব—এই দিক দিয়ে আহুন, এই দিক দিয়ে!

স্বঃ—(যেতে যেতে) তোমার কুণ্ডে বুঝি নাম ভ'রে নিয়েছো?

প্রঃ—(চমকিত) হ্যাঁ, ভগিনী!

স্বঃ—তোমরাও তাকে এত ভালবাসো?

প্রঃ—হ্যাঁ, ভগিনী, বিশ্ব তাঁকে ভালবাসে ভগিনী! তিনিও বিশ্বকে ভালবাসেন।

স্বঃ—না,না, তুল!—সারা বিশ্বকে ভালবাসতে যাবে কেন? আমাকেই ভালবাসে।

প্রঃ—(হেসে) তাই হ'ল বোন।

(সংসারামের কক্ষ)

প্রঃ—(বুদ্ধমূর্তির দিকে নির্দেশ করে) ঐ দেখ বোন।

স্বঃ—এষে পাথর!

প্রঃ—নিখিলের শোকে!

সু—অমিতাভ !

শ্রী—হ্যা, ভগবান, অমিতাভ। যে রূপ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিহীন ক'রেছে, বোন !

সু—প্রিয়স্বদক, তুমি পাখব হ'য়ে বুকে পরিণত হ'য়ে গেলে ?

। আমাব আলিঙ্গনের গভী উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্বব্যাপ্ত হ'লে সখা ? আমি । চেয়েছিলাম বিশ্বের এক প্রেমরৌদ্রকবোজ্জ্বল 'কোণে একাকী তোমাকে হৃদয়গত ক'রতে । একি হ'ল সখা ? (শব্দ) ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ভগবান, 'তোমাকে সখা বলে সম্বোধন ক'বলাম, ক্ষমা করো প্রভু, তুমি বিশ্বপতি । 'প্রভু অমিতাভ । তুমি কি প্রিয়স্বদকেব ছদ্মবেশে আমাকে বিবাগী করেছেো ? তোমার নাম "প্রিয়স্বদক" এই ধ্বনিতে কি আমার ধমনীতে ধমনীতে প্রতিধ্বনিত ক'রেছো, প্রভু ?

বদি তাই ক'বে থাকো—অঙ্ক ছদ্মবেশ মোচন কব, ভগবান, দাসীকে চরণে স্থান দাও । (মূর্তির পদতলে পতন)

শ্রী—বৃদ্ধম্ শবণং গচ্ছামি । ধর্মম্ শবণং গচ্ছামি । সংঘং শবণং গচ্ছামি ।

বর্জ্য দৃশ্য

(অস্বারোহণে প্রিয়স্বদক, সম্মুখে বৃক্ষাঙ্কবালে চাঁদ উঠছে, আকাশ লাল হয়ে উঠছে, সহসা অদূরে বহু পদেব নৃপুরুষানি, কয়েকটি-এক সশস্ত্রে উড়ে পেল—তাদের শব্দে মনে হলে তারা যেন ডেকে গেল "প্রিয়স্বদক, প্রিয়স্বদক" । প্রিয়স্বদক পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অক্ষুটস্বরে ডাকলেন "স্বসদৃশতা")

নেপথ্যে—আঃ, কী কর ! কী কর ! দেখতে পাবে যে ।

—কে দেখাবে ?

—ঐ যে ঐ চাঁদ—ঐ চাঁদ—দেখ, দেখ, পূর্বের আকাশটা দেখ—কী রাজা, কী রাণী ! লজ্জায় গো, লজ্জায় ।

—কেন ?

—শূদ্রী চাঁদ ওর বুক ক'রেছে, কত—কত—কত-বিকর্ত—শূদ্রীর শূদ্রার ।

(কলহাস্ত)

(নৃপুত্রের শব্দ, প্রিয়স্বদক পশ্চাতে একবার চকিতে চেহে লইলেন)

—ও কি ? পালাচ্ছ কেন ? শোনো, শোনো !

—বাঃ, বাঃ, বাঃ! আজ কি রক্তের সময় নাকি?

—তাই বুঝি ক্রডক? কিঙ্ক?

—কিঙ্ক? ••

—কিঙ্ক ধরা না দিলে ত' ধরা পড়বে না!

—ধরা পড়বে কেন?

—তবে পাঁলাচ্ছ কেন?

—না, না, না, তা কেন? আমিত' ধ'রেছি।—দেখে যাও—দেখে

যাও—আমার মুঠোর মধ্যে একটি প্রজাপতি ধ'রেছি—

—রাজে প্রজাপতি ধরেছো, সে কি?

—তবে—হুস—ছেড়ে দিলাম।—চ'লে যাও—অল্প ফুলে চ'লে যাও!

যাও!

—কই? প্রজাপতি কই?

—ওইত! ওইত মধুপান ক'রে মাতালের মত, সামনে—ওই!

—ওঃ, আমি?—এস ফুল! এস কুরুবক, করবী, এসো চম্পক, মল্লিকা, এসো নিশিগন্ধা, এসো, এসো, কুমুদিনী!

—চূপ, চূপ, চূপ!

—কেন?

—শুনছ নী? (নিকটে বহু নুপুরের ধ্বনি) কারা আসছে?!

—কি ক'রে জানব?

—রাণী স্তম্ভনা আসছেন সখীদের সঙ্গে।

—এ পথে?

—মহেশ মন্দিরে ব্রত আছে।

—ব্রত?

—হ্যাঁ, পুত্রোষ্টি ব্রত।

—চলো স'রে যাই।

—কোথায়?

—ঐ ছায়ায়।

—ছায়ায়?—তুমি যদি? যদি তুমি—?

—তবে ঘর ছেড়ে এলে কেন?

—না এসে যে পারিনা! (কলহাস্ত)

প্রিয়বন্ধক (নিঃশব্দে)—প্রিয়বন্ধক, তোমার চতুর্দিকে ‘মার’! দেখতে

পাচ্ছে না? বুঝতে পারছনা?

ঐ যে আলোতে ছায়াতে বিভ্রম—ঐ যে পূর্বাকাশে—

—প্রবাল পালকে—

প্রথম বাসর লজ্জা!

ঐ যে—

পূষলে পুষলে ছুরিত—

‘অপাঙ্গ দৃষ্টি’!—

ঐ যে—হেথা হোথা—

—কাশে কাশে উজ্জ্বলিত—

—সারি সারি রূপসীর—

—সাধবস-কম্পিত—

—কুচকুস্ত বিভ্রম!

ঐ পদ্মমধ্যগতা রাজহংসীর

মুহূর্মুহু গ্রীবাব আক্ষেপ!—

ফেনিল জ্যোৎস্নায়—

নবনীতখণ্ডের মত—ভাসমান—

সৌভদের ভ্রম—

সব মারের প্রলোভন, প্রিয়বন্ধক, সব মারের প্রলোভন!

(অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্যভাবে) কিন্তু কী স্থম্বর! মায়াবী জগৎ—তার

‘অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ইন্দ্রজাল—মনে হয় প্রিয়বন্ধক স্বয়ং লক্ষ্যহীন একথও

ইন্দ্রজালের মেঘ!

(আশে পাশে নূপুরের শব্দ ও চকিত হয়ে প্রিয়বন্ধকের পশ্চাতে দৃষ্টি

নিষ্কেপ; অতি নিকটে নূপুর ধ্বনি ও বহু নারীর কলহাস্তে চকিত হয়ে,

সহসা ‘অশ্বের বর্জিত গতিবেগ, প্রিয়বন্ধকের পতন ও মূর্ছা; আহত-

মস্তকে রক্তক্ষরণ হ’চ্ছে)

নেপথ্যে—এই দিক দিয়ে মহারাগী, এই দিক দিয়ে।

(সখিসাথে রাণী সুদর্শনার প্রবেশ)

১রা সখি—পথিমধ্যে এক অস্থিহীন পুঙ্খ মহারাগী।

২রা—বুবক-মহারাগী,

৩রা—কিশোর, মহারানী !

রানী—(অগ্রসর হ'য়ে) কিঁশোর ? কই দেখি দেখি ! আহা !

(শ্রীজের অবগুষ্ঠন খুলে দিয়ে জর্নিকা সখীর প্রতি)

• যা কাঞ্চন, আমার অবগুষ্ঠনটা ঐ পথলে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। যা—
ছুটে যা ।

১রা—মহারানী, রাজধানীর পাছশালায় এই ভিক্ষুকে পরিচর্য্যার জন্তে পাঠিয়ে
দিন । মন্দির এখনও দূরে—প্রায় মধ্যরাত্রি—যেতে দেবী হবে ।

রানী—সখি, আঁচল দিয়ে বাতাস কর—দেবাদিদেব আমাকে পরীক্ষা করছেন,
সখি !

(কাঞ্চন অবগুষ্ঠন ভিজিয়ে আনলে শ্রিয়ম্বদকেব মুখেব উপর নিঙ্ডিয়ে
দিয়ে)

কুমার !

কাঞ্চন—মহারানী, বোধি ভিক্ষু ।

রানী—না, কাঞ্চন, ও কুমার । তা না হ'লে আমার মুখ থেকে “কুমার”
সম্বোধন কেন খসল ?

১রা—রানী, মন্দির এখনও দূরে ।

২রা—কাঞ্চন, ওকে চূপ করতে বল, কাঞ্চন । দেবাদিদেবই এই পথিককুমারকে
আমার পথে ফেলে রেখেছেন—আমার বাৎসল্যের প্রভাবনের মুখ খুলে
দিতে ! তাই ওকে দেখে আমার অন্তর গলে গেল, অন্তের সকার হোল,
কাঞ্চন ! দেখ্ দেখ্, এইবার হয়ত জ্ঞান ফিরে আসছে ।

২রা—বিলম্বে ব্রত অসম্পূর্ণ থাকবে, মহারানী ।

রানী—এই আমার ব্রত উদ্‌ঘোষন, সখি । এই আমার মানসপুত্র—এই মুখ
আমি স্বপ্নে দেখেছি—এই মুখ আমার অন্তরে অন্তরে কামনা হ'য়ে
লীন ছিল !

কা—মহারানী, সরে এসো, পথিক মুমূর্ষু, এতদূর শবে পরিণত হ'বে—শব
ছলে দেহ অন্তর্ভুক্ত হ'বে, পুঞ্জো বদ্ধ হ'বে—স'রে এসো ।

শ্রী—(অক্ষুণ্ণস্বরে) হাঁ, স'রে যাও—স'রে যাও—পথ দাও—একখানা গুরুভার
তরবারী দিতে পারো ? সমুদ্রের অরণ্য কেটে দিই, তাত্রপণীর পথটা
হারিয়ে গেছে ! কোথায় যে হারিয়ে গেল !

কা—মরছে, ও মরছে মহারানী, দেখছোনা হাতদুটো কঠিন হ'য়ে আসছে ।

শ্রী—ম'রব কেন ? ঐত নূপুরের ধ্বনি—কণ্টকের ভয়ে—বামহাতে ঘাঘরার কোনটি তুলে জ্যোৎস্নার পথ ধ'রে ঐত আসিছে ! পাহাড়টো রক্তখণ্ডের ... মত আলোর বিকমিক ক'রছে ! ঐ ত এল ক'লে!.....একসঙ্গে যাবো—কোথায় চলেছো ? দাঁড়াও—দাঁড়াও স্নানকতা ! আমি যে চলতে পারছি নে।—দাঁড়ালো না ! মিলিয়ে গেল। ধপের মত মিলিয়ে গেল !—একা একা কোথা যাবো ?

রাণী—আহা ! কোথা যাবে কুমার ?

শ্রী—এসেছো ? এসো, তোমার সঙ্গে যাবো—

—অনন্তকাল ধ'বে পাশে পাশে যাবো—

উপচাব পাত্রে মধ্য ধূপাধারের মত—সঙ্গে যাবো—

নর্ভকী সেজেছো ?—বাঃ, কী স্নানক তোমার বেশ !

হাতে মণিকঙ্কণ, গলে চন্দ্রহাব, চরণে নূপুর, কটিতে ময়ূরকণ্ঠী ঘাঘরা ।

(চকু মুদ্রিত করল)

রাণী—কাকন, জল দে, জল দে !

শ্রী—জল আনতে চ'লেছো স্নানকতা ? আমাকে বাঁচাবে ?...আনো,

আনো, তোমার চম্পককবপুটেব এক অঞ্জলি আমার কপালে তেলে দাও । অদৃষ্ট পরিচ্ছন্ন হোক !—

একি ? হঠাৎ একি হ'ল ?—তোমার মাথায় ছিল শূক্ৰকুণ্ড—সেই কুণ্ড হ'ল অধাপূর্ণ পুণিয়ার চাঁদ—টলমল করছে তোমার প্রতি পদক্ষেপে—
তোমার কণ্ঠহার—

হ'ল ছায়াপথ, তোমার নিঃশ্বাস প্রস্থানে তুলছে—

তোমার কঙ্কণ,—

গিরিনদীর বাক, তোমার চলার ঠমকে ঠমকে বাক্ বাক্ ওঠে বাকব—
তোমার সিঁথি,

হ'ল আমার তাম্রপর্ণীর পথ, পায়ে চলার পথ, যতই চলি ফুরায় না—

আমার অস্থাতের রক্তরাগে সে পথ হ'ল সিন্দুর ঝাঙ্কিত !

এই রেখার শেষে

তোমার ধনচিকুরের অঙ্ককার ।

চোখের সন্মুখে আঁধার, তুমি কই স্নানকতা ? কে আছে আমাকে এক-

খানা 'রক্তখচিত' শুকতার তরবারী দাও—সন্মুখের এই আঁধারকে কেটে

খান খান ক'রে দেব !...স্বসত্তা হারিয়ে গেল—কোথায় গেল ?

...নীল যমুনার ধারে পাটলীপুত্রের এই মেঘপ্রতিচ্ছন্ন প্রাসাদ—কিছু সেই
বাতায়ন শূন্য—তুমি কি প্রাসাদের প্রমোদ কক্ষে ?

—তুমি কীদছ স্বসত্তা ?—দাঁড়াও—কে আছে একটা অশ্ব দাঁও—
একখানা তরবারি দাঁও !—

রাণী—কুমার !

প্রি—কে ?

রাণী—মা !

প্রি—মা ? একখানা তরবারি দাঁও তো মা—তার মুখটা হবে এই চাঁকের
শব্দের মত তীক্ষ্ণ বাকা—দাঁও তো । কই, দিলে না ?

রাণী—তাই দেব কুমার, তাই দেব । (অশ্রুমোচন)

কাক্স—(জনান্তিকে) বক্ষ্যার বাৎসল্য গোশকটে গজাজলের পূর্ণকুন্ড—
আচ্ছাদনহীন—পথে পথে চ'ল্কে চ'ল্কে পড়ে ।

(প্রকাশে) আপনি উঠুন, মহারাণী, আমরা ওকে তুলে নিয়ে প্রাসাদে
যাই ।

প্রি—না, না—একখানা তরবারি দাঁও—দিয়েছে ?—এইত' প্রমোদকক্ষ—

শূন্য—সে কই ?—স্বসত্তা ! " স্বসত্তা !—এই যে তুমি এখানে ! এই
আখো-অন্ধকার ঘরে, ভিখারিণীর বেশে—গৈরিক ধারার মত তোমার
অশ্রু ঝরছে কেন ? দেখো, আমি এসেছি ! দেখলে না ? চিনতে
পারছো না ?—আমি তাম্রপর্ণী যাইনি—পথ থেকে ফিরে এলাম—তুমি
যে কীদছিলে !—চিনতে পারছো না ? " প্রদীপটা উকে দাঁও—এখনও
চিনতে পারছো না ? ওকি, শূন্য দৃষ্টিতে কাকে দেখছ ?...তুমি কি
তুলে গেছ ?...আমি যাই তবে । কোথা যাই ?—

—বসন্তক, এসেছো বন্ধু ? তোমার মাথায় নিছর 'সাদা কেশ কেন ?
তুমি বুঝি যুগযুগান্তর ধ'রে বেঁচে আছো ? আমিও মরছি...কোথায়
যাচ্ছ, বসন্তক ? জোশালী ?—এ পোড়া বন্দরে, এই আধপোড়া নৌকায়
কোথা যাবে ? তাম্রপর্ণী যাবে না—না, ও সমুদ্রে আমি নামব না—
দেখছ না, অজপ্রত্যঙ্গহীন বিরাট ঢেউয়ের নিছর চমকে চমকে জীবন্ত জল
আমাকে টানছে ? আমাকে গ্রাস ক'রবে, বসন্তক !

কাক্স—চাঁদ ডুবছে, মহারাণী ।

প্রি—স্বস্বত্বতা পালিয়ে যাচ্ছে—কালো সমুদ্রটা কদাকার লোলুপ লক্ষ লক্ষ ডেউয়ের আঙুল দিয়ে আমাকে ধরতে চাইছে—আমি পালাই—চল, আমরা পালাই বসন্তক, তাম্রপর্ণী গিয়ে কাজ নেই—সমুদ্র বুঝি স্বস্বত্বতাকে ধ'রে ফেলে। স্বস্বত্বতার ঘাঘরার কোণে চাঁদের ধারালো শৃঙ্গ আটকে গেল।—চাঁদটিকে নামিয়ে আনতে পারো—বসন্তক ?—এনেছো ? ছেডোনা ! আমি স্বস্বত্বতাকে ধরি, ধরি !—(উড়ে বাহুদয় উৎক্ষেপণ কবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ)

রাণী—(কঁদতে কঁদতে) কুমার, কুমার ! তুই আয় কুমার ! আমাব
 • প্রাসাদে চল ! তোর জন্তে বহুদিন থেকে প্রবালপালক পেতে রেখেছি—
 —রত্নখচিত তরবারি দেব—অথ দেব—তুই উত্তরাপথ জয় করবি—
 বন্দিনীকে মুক্ত ক'রে আনবি, কুমার ! (মুচ্ছ)

কাঞ্চন—(উদ্বিগ্ন) চাঁদ ডুবে গেছে—(সবিরের প্রতি) ওলো, মশাল জ্বালতে
 ব'লেদে ! মশাল জ্বালতে ব'লেদে !

সপ্তম দৃশ্য

(অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্ভারণ বিজ্ঞানমক্ক, সমুদ্রের দেওয়ালে
 বৃহদাকার একটি কালেগারে বর্ষচক্র আঁকা : রম্ভা দক্ষিণের একটি আবাম
 কুসীতে বহু চিন্তামগ্ন, হাতে এই নাটকখানি, প্রিয়দমক প্রবেশ করে পার্শ্বের
 একটি সোফার (Sofa) বসে পড়ল : সিগারেট মুখে দিয়ে জ্বালবার জন্ত
 দিয়াশলাই সন্ধান করতে হাতের বইটি টেবিলে নামিয়ে রম্ভা ড্রয়ার হ'তে
 দিয়াশলাই বের করে জ্বলে তোর সিগারেট ধবিয়ে দিল—তুজনের মধ্যে
 কেউই পূর্ব অঙ্কের সজ্জা বদলয় নি)

প্রি—ধন্যবাদ ।

র—উঃ, কী কই !

প্রি—কীসের ? তোমার সেই বুকের ব্যাখাটার নাকি ?

র—না, না, না, সেটা সেরে গেছে । বলছিলাম কি, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর পোষাক
 প'রে রম্ভার অভিনয় ক'রতে আমার যেন দম আটকে আসছিল ।

প্রি—স্বস্বত্বতার ঘাঘরা প'রে পা দুটো উলঙ্গ করতে ভাল লেগেছে, কি বল ?
 স্বভাব, রম্ভা, স্বভাব । মিস্ মার্গারেট মেয়ার ওরকে মায়ী দেবী,
 ছুমি যে ঐ পেনবাকে অভ্যস্ত ! কিন্তু টেকটাতো ক্রীতুল ষ্ট্রীট নয় । তা

বাক, (তার ধোলা পায়ের দিকে চেয়ে) কিন্তু সাপের পেটের মত
হৃদয় পা দুটো তোমার !

মায়ী—সত্যিই ঝাচলাম ।

প্রি—এখন ওড়নাটাও ছুঁড়ে ফেলে দাও না ! ওর ভারটা বইছ কেন ?

মায়ী—(কোমলকণ্ঠে) তুমি যে সামনে রয়েছো ভাস্করনা !

ভা—আচ্ছা, আমি না হয় চোখ বুজে সিগারেট টানছি ।

মায়ী—আচ্ছা, ভাস্করনা, এইমাত্র ভালবাসার দারুণ অভিনয় ক'রে এলে,
তোমার মনে তার কোন রেশ নেই ?

ভা—বুজুকি ! ভাবার বুজুকি ! ছিঁচকাঁহুনে ছোঁড়া আর ছুঁড়ীগুলোকে
ভোলাতে হবে ত ? পরসা হবে কেন ? লোকে যে রসের চাইতে
রসের কেনা ভালবাসে—ভাস্কর বোসের পাঁচশ টাকা ওঠা চাইতো !

মায়ী—আমার কানে কিন্তু সেই ভাবার স্বাক্ষর এখনও বাজছে ভাস্করনা—এই
মাত্র ব'সে ব'সে ভাবছিলাম এ কেন সত্যি হ'ল না ?

ভা—জীবনের সঙ্গে অভিনয়ের তফাৎ রাখে না ব'লে তোমরা, মেয়েরা
মরো !

মায়ী—তবু মনে হ'চ্ছে সত্যি ! কেমন যেন চোখে মোহ চেপে এল—মনে
হ'ল জানালা দিয়ে সত্যিই তোমাকে দেখলাম—কত কাছে !

ভা—আমাকে ? সত্যিকারের ভাস্কর বোসকে ?

মায়ী—হা ।

ভা—মাই গড্ ।

মায়ী—চেয়ারটা টেনে এনে তোমার আরো কাছে বসব ?

ভা—এ আবার জিগ্যেস করছ কি ?

মায়ী—ভয় করে ভাস্করনা, কেমন জানি তোমার কাছে ভয় করে । বুক ছুর
ছুর করে ।

ভা—তুমি ঘুরিয়ে প্রেম নিবেদন ক'রছ মায়া ?

মায়ী—না, না, না……আর, তা পারলাম কই ! গত জন্মে তুমিতু' নন্দিতার
নাগুর ছিলে ?

ভা—“গতজন্মে” ?

মায়ী—খুঁড়ি, গত জন্মে !—সেইভ' প্রেম নিবেদন ক'রেছিল ? আশ্চর্য্য এই
নন্দিতাদি । রোহিনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে না ক'রেও কতকাল কাটিয়ে

দিলে—বুকে ক'রে পাঁচ পাঁচটা সজ্জান মাল্লব ক'রলে—আজও যখন .

ষ্টেজে নেমে ভালবেসে কাঁদল, তখন মনে হ'ল ওর সন্তো আর অভিনয়ে
কোনো তফাৎ নাই। ও তোমাকে ভালবাসে ভাস্করনা !

তা—ভাস্করদার পেটিকোট আর বডিসের ধ্যানে বসবার বয়স নেই মায়া।

মা—সত্যিই ও তোমাকে খু—ব পছন্দ করে ভাস্করনা, আজ ষ্টেজে ও সত্যি
সত্যি কঁদেছিল—ষ্টেজের বাইরেতে কাঁদতে পারে না—তাই ষ্টেজে
কঁদে নিলে ! আমি মেয়ে, আমি ওর মনটা বুঝি।

তা—তোমার মনটা কে বোঝে মায়া ?

মা—কেন, তুমি ? তুমি বোঝনা ভাস্করনা ?

(হৃসজতা গত অঙ্কের পরিচ্ছদে প্রবেশ করে)

বোঝে গো বোঝে ! মায়া, তুই এত ছাংলা কেন বল দেখি ! তাইত'
নাটকে তোকে শিশূল তুলোর রোল দেওয়া হ'য়েছে।

মা—সে কি নন্দিতাদি ?

ন—যৌবন-চৈত্রেয় তপ্ত হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্চিস।

মা—তুলোর গুটির কোণে যে বীজটা আছে সেটা বুঝি নজরে পড়েনি ?

ন—কিন্তু, (ভাস্করের দিকে নির্দেশ করে) ও বড শক্ত মাটি মায়া। গন্ধা
গন্ধা চোখের জলের সেচ দিয়ে ভেজালেও ভেজে না।

তা—ভেজে গো ভেজে। তবে গন্ধোক্তরীর গন্ধা হওয়া উই, যেখানে তার
শাখা বেরোয়নি ! তুমিত' শাখাপ্রশাখাশালিনী বাংলার গন্ধা। থাক
সে কথা। তা' কেমন আছে, কলস্বনা ?...রমণী রত্নিনীর জাঁত !
রক্তটা কেমন লাগছে ?

ন—ব্যঙ্গ ক'রছেন ? সন্তানবতী ব'লে বুঝি আমার নিবেদনে মন
উঠল না ?

তা—গত অঙ্কের রক্তলীলাটা তোমার পক্ষে ব্যঙ্গই নন্দিতা দেবী ! হৃসজতার
নাচনীর পোষাক, হাটু পর্যন্ত খালি পা !—নাঃ !

মা—দেখ, ৬মখ ভাস্করনা, নন্দিতাদির চোখের জল এখনো শুকোয়নি !

তা—(কৃত্রিম বিষ্ময়ে) তাইতো ! মায়া, মুছিয়ে দাও !

ন—(চটে) কেন, আপনি দেন না ! এবার ষ্টেজে একখানা পুরো মাপের
আয়না টাঙিয়ে রাখব—নিজের রক্তের ব্যঙ্গটাও চোখে পড়বে !

(ভাস্করের উচ্ছ্বাস)

মা—ভারী অভূত দৃশ্য ! ভাস্করদা প্রেমে উন্মাদ !

(ভাস্করের পুনরায় উচ্চহাস্য)

তুমি এই চেয়ারে ব'সো, নন্দিতাদি, আমি এঁথারে তোমার সোফাটার বসি।

ম—না, তুই বসে থাক। (চোখ মুছে) আচ্ছা নাটক লিখেছে, যাই হোক।

এই জন্মের ভালবাসায় মানুষের বিশ্বাস নেই, তায় আবার জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা।

ভা—কবি নয়তো, উন্মাদ !

বসন্তক—কেমন মায়াদেবী ! কেমন নন্দিতা ভাই ! কেমন বই হয়েছে বলতো।

মা—সুন্দর ! মনে হয় সত্যি বুঝি ! আমারও কখনও কখনও মনে হ'ত মানুষ বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায়—ধরুন, আমাদের এই ঝাঁক !—জন্মজন্মান্তর ধরে—

ভা—(উচ্চহাস্য) চমৎকার ! “ঝাঁকে ঝাঁকে” ! ফাইন !

ম—আপনি এত জোরে হাসছেন কেন ? আমার মাথাটা দিপ দিপ ক'রছে।

ভা—আই সী ! আই কীপ মাম ! এ্যানাদার সিগারেট ম্যানেজার।

(বসন্তক ভাস্করকে সিগারেট দিয়ে নিজেই ধরিয়ে দিল)

ব—এই বয় ! চা নিয়ে আয়। একটু তাড়াতাড়ি করুন আপনাক্স। বেলী দেবী করবেন না। দেবী হ'লে নাটকটার ইন্টারেস্ট চ'লে যেতে পারে। (ম্যানেজারের প্রস্থান)

(বয় চায়ের ট্রে নিয়ে এল ও নাখিয়ে রেখে চলে গেল।)

ভাস্কর কয়েক কাপ চা তৈরী করে)

ভা—নাও, নন্দিতা দেবী ।

ম—না।

ভা—তুমি নাও মায়া।

মা—(নন্দিতার দিকে আড়ুঁচোখে চেয়ে) থাক থাক, আমি তৈরী ক'রে নিচ্ছি। তোমায় এক কাপ তৈরী ক'রে দেব নন্দা দি' ?

ম—দে।

ভা—হায়। চায়ের সঙ্গে যদি বুকখানাকে গুলে দিতে পারতাম ! কিচ্ছ

সে রসায়ন বিজ্ঞে যে জানা নেই। (নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে শুরু করল)—বাইদি বাই, আমাদের ধর্মমহামাত্য গুরুকে রোহিণী বাবু কই ? ও—ভদ্রলোক এখনো মরেন নি বুঝি ! আচ্ছা শক্তপ্রাণ !

(রোহিণী বাবুর ধর্মমহামাত্যের বেশে প্রবেশ)

—ওয়েল কাম, গুড্ ফেলো। এই স্বর্গ তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছে, ওল্ড বয়। জন্মটা কেমন লাগল ?

রো—স্বপার ফাইন ! জীবনের চেয়ে অভিনয় মিষ্টি হে ! বিশেষ ক'র্থে—
তা—বিশেষ ক'রে দরজায় খিল এঁটে আপনাব প্রেম নিবেদনটা মারাত্মক
রকম ফাইন !

মা—ভদ্রলোক যে জোরে আমাকে টিপে ধ'রেছিলেন।

রো—(ধমক দিয়ে) এ্যাও।

ম—চুপ ক'রে চা খা মায়া। তুমি এখান থেকে যাও তো। (বোচিগীর
'প্রস্থান)

মা—(লজ্জিত) না, এমনিই বলছিলাম।—

ম্যা—(প্রবেশ করে) আপনারা তাড়াতাড়ি সাজ বদলিয়ে নিন—নন্দিতাদেবী,
মায়াদেবী, তোমরাও দেরি ক'রো না !

ম—আমার রোলটা মায়াকে দেন, ম্যানেনজার বাবু, আমার মাথাটি কী রকম
দিপদিপ করছে।

ম্যা—তাই কি হয়, নন্দিতা দেবী? একএকজন এক একটা রোলের জগ্গাই
যেন জন্মায় !

তা—ওয়েল সেড, ম্যানেনজাব !

(ম্যানেনজার হেসে একটু ছোট নড্ করে বের হ'য়ে গেল)

ম—(ভাস্করের দিকে) কিন্তু এর পুরে কি ক'রে আমি আমার রোলে পাট
ক'রব, ভাস্কর বাবু ?

তা—(গভীর) কেন ?

ম—আপনার কুটিল ব্যক্তটা বাকি খোঁচার মত বুকে বিধে রয়েছে—সহজ হব
কি ক'রে ?

তা—জীবনের সঙ্গে অভিনয় মিশিওনা, নন্দিতা। অভিনয়ের সময় নিজেকে
আত্মসমর্পণ 'ফুলের মত খুঁটে বেঁধে নিতে হয়, নন্দিতা দেবী, তা না
হ'লে অভিনয়ের সময় 'আপন'টা হাতে পায়ে ক'র্থে জড়িয়ে বাবে—

অভিনয় জমবেনা—“আশীর্ব্বাক্ত” বললাম এই জন্তে যে অভিনয়ের সময় নিজের মাস্টিক স্প্রেটিকুও চাই!—চলো—আমার ব্যক্তিগত রক্তের অঙ্ক, নন্দিতা!

ন—কিন্তু, ভাস্করদা, এরকম জয়েজয়ে হারিয়ে থোঁজা, আর খুঁজে হারানো নেই?

ভা—বড় কঠিন সমস্যা। কিন্তু কই এ প্রশ্ন তো এর আগে কোনদিন জিজ্ঞাসা করনি নন্দিতা।

ন—গত জন্মে—

ভা—গত অঙ্কে—

ন—হাঁ, গত অঙ্কে অভিনয় করার পর হঠাৎ যেন ম’নে হ’ল মাহুঘের কতকি হতে পারে!

ভা—চলো, দেবী ক’রো না।

মা—বাঃ, আপনিত’ আগে যাবেন।

ভা—ও, সরি, ভুলে গিয়েছিলাম।

মা—ভাস্করদার তা হ’লে ভুল হ’ল একটা?

ভা—কত ভুল হবে মায়া—এইত সবে শুরু! পরের অঙ্কে নেমে হয়ত নতুন আর পুরানো নামেই গুলিয়ে যাবে।

(ম্যানেজারের নৃতন পোষাকে পুনঃ প্রবেশ)

ম্যা—হ্যাঁ, নতুন নামগুলো মনে রাখবেন যেন। আচ্ছা, দাঁড়ান’ একবার সকলের নতুন নামে রোল কল ক’রে দি। চম্পা?

মা—এই যে আমি এখানে।

ম্যা—শুভবর্দ্ধন?

ভা—আমি এখানে।

ম্যা—সুচরিতা?

ন—এখানে।

মা—ম্যানেজার বাবু, আপনি কে?

ম্যা—আমি উদয়দেব, শুভবর্দ্ধনের সখা।

মাস্তা—কবি বুঝি?

ম্যা—দেখছনা পোষাক? কিন্তু মহামন্ত্রী কই? রোহিণী বাবু, রোহিণী?

রো—(আড়াল হ’তে) যাচ্ছি, একটু দেবী হবে—গেলাসটা শেষ করে যাচ্ছি।

ম্যা—নীলগীর আহন।

রো—(আড়াল হ'তে) আচ্ছা : যাই। (গ্লাস হাতে প্রবেশ)...চলো ভাই, তোমরা চলো। আমাকে বাদ দিলেই ত' পারতে। আই কান্ট এক্সকুজ। ফের নন্দিতাকে ডান্ডরের পার্টনার ক'রে দিয়েছো? আবার নন্দিতা হাপুসনয়নে কান্দবে—হয়ত সত্যি সত্যি কান্দবে—আর মিহিমিছি ঐ কচি মেয়েটাকে (মায়ায় দিকে নির্দেশ করে) নিয়ে ষ্টেজে বীভৎস রসের অবতারণা ক'রতে হবে আমাকে। অসহ! রোল পাণ্টাও ম্যানেন্সার।

ম্যা—এক এক রোলে প্লে করবার জন্তে এক এক জনের জন্ম! একি আমরা ঠিক ক'রতে পারি ভাই?—এ যেন নেসেসিটি।

রো—ড্যাম নেসেসিটি। (বসে পড়ল)

ম্যা—(রোহিণীর হাত হ'তে গ্লাসটি কেড়ে নিয়ে) উঠুন, রোহিণীবাবু, সাজ ক'রে নিন।

ম্যা—এবার আবহ-সঙ্গীত শুরু হোক, তা'হলে?

অষ্টম দৃশ্য

রক্তমঞ্চের আলো গাঢ় নীল। ধীরে ধীরে বর্ষচক্র ফুট হ'তে ফুটতর হ'তে লাগল। ধীর গম্ভীর স্বর বাক্যর বেজে উঠল : সন্ধে সন্ধে ঋতু বামক ও ঋতু বালিকারা একে একে নিজ নিজ স্থান হ'তে নেমে এসে পৃথক পৃথক নৃত্যের পর একত্রে নৃত্য আরম্ভ করল। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের দেবীদ্বয় হাতের তালু রেখে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার দ্বারা চলতি স্বর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—ইন্দ্র হেসে মুখ ফিরিয়ে নৃত্যরত ঋতুদের প্রতি চেয়ে রইলেন। নৃত্য ও সঙ্গীত চলতে লাগল।

ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্‌গমতা ও রক্তমঞ্চের আলো কমে আসতে লাগল, অবশেষে রক্তমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল ও নৃত্যসঙ্গীত অক্ষুট হয়ে গেল।

(নেপাথ্যে) (কেহ উচ্চৈঃস্বরে) রাজপুত্র উত্তরাপণ্ডের বৌদ্ধ রাজ্য জয় ক'রে কিংবে এসেছেন! উৎসবের আয়োজন কর! উৎসবের আয়োজন কর!

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদশিখরে রাজপুত্র শুভবর্দ্ধন ও মহামন্ত্রী—সময় রাজি—দূরে নগরী
আলোক সজ্জায় ভূষিতা—আরও দূরে অন্ধকার বিঘাট একটা স্তূপ—
আলোকবিহীন স্তূপের দিকে শুভবর্দ্ধন চেয়ে আছেন। তাঁর পাশে মন্ত্রী
দণ্ডায়মান। প্রাসাদশিখর রত্নদীপে আলোকিত।

ম—দেশ আজ অন্ধকার থেকে আলোতে উপনীত হ'ল রাজশ্রী! আপনার
তরবারি সমগ্র উত্তরাপথের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আশ্রয়স্থলকে বন্ধ্যীক
স্তূপের মত ধ্বংস ক'রে দিয়েছে! ((নিজের মনেই হেসে) বন্ধ্যীক স্তূপ ।।
দংশন সামর্থ্যহীন লক্ষ লক্ষ, বিবর্ণ, বর্ণহীন পিপীলিকা! সৃষ্টির মিষ্ট পদার্থে
বিরাগী! কিন্তু পৃথিবীর এত বড় নিরীহ শত্রুর জাতি আর নেই!
বেদকে নিঃশব্দে জীর্ণ ক'বেছে এরা! বৌদ্ধস্তূপ নয়তো—বন্ধ্যীক স্তূপ!
(উচ্চহাস্য).....

আপনি অন্তমনস্ক রাজশ্রী? (পুনরায়) আপনি অন্তমনস্ক রাজশ্রী?

ম—কী বলছিলেন মহামাত্য? আমার তরবারির উপাখ্যান? উদ্‌ঘা-
থ্যানটা কেউ কোনদিন আমাকে খুলে বললে না। কিন্তু আজ ঐ ক্ষুরের
প্রাচীন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ স্তূপের দিকে চোখ পড়তে মনে একটা চেনা
আলোর চমক লাগল! মনে হল উপাখ্যানটা জানি, জানি, আমিও
জানি! সহসা মনের রঙ ফিরে গেল

ম—ঐ কালো টিপিটা? আগেই বুঝেছি। রাজশ্রী—ওটা একটা স্তূপাকৃতি
আলো অন্তর্ভ—দেবী নেই, দেবী নেই, আজকার উৎসব আলোকে ওর
নির্দোষ প্রাপ্তির দেবী নেই।

ম—আমি শুভ অন্তর্ভের কথা বলছি না, মহামাত্য! তরলাঙ্ককার আকাশে
রাহগ্রন্থ চাঁদের অর্ধাংশের মত দিগন্তে ঐ স্তূপের ক্লীর্ণকন বসায় দৈবে
মর্মে হ'ল 'দিগন্তের নীচে ওর অপরাধ উজল'। আর সেই প্রহর
অপরাধের জ্যোৎস্নায় আমার অন্তর সমুদ্র উবেল।

ম—রাজশ্রীর সব বিচিত্র—বিচিত্র আপনার এই বর্তমান অহুভূতি!

ম—মহামাত্যের সকল অহুভূতিই কি বিচিত্রহীন?

(প্রাসাদ শিখরে উঠবার সোপানে নুগুব ধ্বনি—কেউ চঞ্চল পদে উঠে আসছে : সেই নুগুবধ্বনি প্রাসাদের মধ্যে কন্‌ কন্‌ কবছে)

ম—(অশ্রুতদ্বরে) সব অল্পভূতিই নিতান্ত দৈনন্দিন নয় বাজ্ঞী! আছে— কারণহীন, দুর্বোধ—এই দিনরাত্রি, এই দেহের শৃঙ্খলার বাইবেও অল্পভূতি আছে—সামান্য সঙ্কেতে মনের কোনো গুপ্ত বাতায়ন সহসা খুলে যায় আব সেই বাতায়ন পথে ভেসে আসে নামহীন, গোজ্ঞহীন, শূন্যতার শিজিত।

(ক্রতপদে রাজনর্ভকী চম্পাব প্রবেশ)

চম্পা—রাজন, রাজন, রাজ্ঞী!

ম—কী সংবাদ চম্পা?

চ—এই যে, আপনি অক্ষতদেহে বিরাজ কবছেন বাজ্ঞী? (উদ্দেশে 'নমস্কাব করে') চক্রপানি, তুমি মঙ্গলময়।

ম—কী ব্যাপার চম্পাবতি?

চ—নতাসভায় আপনার অপেক্ষা করছিলাম, মৃদঙ্গে প্রথম আঘাত পড়তেই নগর শিবিরে সে কী কোলাহল।—ছুটে পথে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম—

ম—কী দেখলে চম্পা?

চ—দেখলাম অশ্বাবোহী সৈন্তেরা, রাজপথে পাতা উৎসব আসরগুলোকে ভেঙে, বিহ্বল নাগরিক নাগরিকাদেব মথিত ক'রে, ছুটে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে গেল। বীণা, মৃদঙ্গ অশ্বথুরের আঘাতে ভেঙে চূবমার হ'ল রাজ্ঞী।—এই যে, আপনিও এখানে মহামাত্য। আমি ভেবেছিলাম—

ম—তুমি বুঝি ভেবেছিলে মহামাত্য কাল্পনিক ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত?

চ—আমাকে কোন কিছু বলতে বাধ্য ক'ববেন না মহামাত্য।

ম—নর্ভকী, তুমি মহারাজের বহুপোষ্যার মধ্যে একজন। রাজ্ঞীর জন্তে এতটা উষ্ণ হবার অধিকার তোমার নেই, নর্ভকী। তুমি কি রাজ্ঞীর?—

চ—থাক, মহামাত্য, ও আমার প্রিয়পাত্রী। কিন্তু কী ব্যাপার, মহামাত্য?

ম—(দূরে অন্ধকার গুপটির দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে) স্মৃতি লঘু ব্যাপার বাজ্ঞী। ('সোল্লাসে') হ'য়েছে! হ'য়েছে। অন্ধকার থেকে আলোতে! অন্ধকার থেকে আলোতে! দেখুন রাজ্ঞী, জলছে! শুক বেতস শুপেব মত জলছে! সমস্ত আকাশটা হাসছে মহারাজ! আজকার

আলোকসজ্জা সম্পূর্ণ হ'ল।

(নেপথ্যে) জয় মহারাজ শুভবর্দ্ধনের জয়! জয় মহারাজের জয়!

সু—জয়ধ্বনি বন্ধ করিতে আদেশ করুন, মহামাত্য। আপনি ভুল ক'রেছেন।

এ উত্তম অগ্নিশিখা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন চেটে নিচ্ছে! এ উত্তরাকাশের মত আমার অন্তরাকাশ ঝলসে গেল!

চ—বিজ্ঞান কক্ষে চলুন, রাজত্নী।

সু—চলো চম্পাবতি। (অমাত্যের দিকে) আজকার কোনো রাজকাণ্ড অসমাপ্ত আছে মহামাত্য?

সু—না, রাজত্নী।

সু—প্রাসাদ ত্যাগ ক'রবার আগে উদয়দেবকে আমার বিজ্ঞান কক্ষে পাঠিয়ে দেবেন।

সু—যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(প্রস্থান)

সু—দেখতো চম্পা, এই স্তুপটার দাহ শেষ হল কি না? আমি দেখতে পারছি না। তাই মুখ ফিরিয়ে আছি—মনে হচ্ছে না এখান পর্য্যাপ্ত উত্তাপ আসছে?

চ—দাউ দাউ ক'রে এখনো জ্বলছে। উত্তাপ কি এখান পর্য্যাপ্ত আসে রাজত্নী? প্রায় অর্ধ যোজন দূর। আর, আজকার রাজত্নী স্পর্শশীতল—পায়ের নীচে মন্দ্ররথগুগুলি শিশিররাজে চন্দনজব্যোর মত হিম। উত্তাপ? কোথাও উত্তাপ নেই, রাজত্নী!

সু—আমার হৃদয়ের চতুর্দিকে চিতার উত্তাপ, চম্পা।

চ—চক্রপানি, রক্ষা করুন!

সু—চলো, চম্পাবতি। চলো, এই উত্তাপ থেকে স'রে যাই চলো।

(নাববার সোপানের সম্মুখের রত্নদীপাধারে উজ্জ্বল প্রদীপ, নাববার মুখে চম্পা হুঁ দিয়ে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল)

চ—এই দীপটার জ্বলাই হয়ত রাজত্নীকে ব্যথিত করছিল—

সু—অন্ধকারের কোনো ব্যথা নেই, চম্পাবতি! অন্ধকারের নিয়গামী সোপানের মত স্বপ্নমণ্ড কিছ নেই!

চ—এই দিক দিয়ে রাজত্নী! এই দিক দিয়ে!...আমার হাত ধরুন!

সু—তোমার হাত কী শীতল চম্পা!

চ—(অফুটস্বরে) এই সোপান জেগীর যেন শেষ না হয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ষ্টেজ অঙ্ককাব)

—“অঙ্ককারে ডুবে ব’সে আছো কেন, সখা ?”

—“উদয়ের প্রতীক্ষায় বন্ধু !”

—“প্রতিহারি দীপ নিয়ে এসো !”

(প্রতিহারি বহুদীপ সজলিত বৃহৎ দীপাধার এনে কক্ষ মধ্যে স্থাপিত করে চলে গেল—কক্ষ আলোকিত হ’লে দেখা গেল শুভবৰ্দ্ধন শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট—শয্যাধারের একপাশে চম্পাবতী আনতমুখী হ’য়ে উপবিষ্টা—স্বাবে উদয়দেব দাঁড়িয়ে)

উদয়—আশ্চর্য্য এই দীপ, বন্ধু ! আবির্ভাবেই একটা অভিনব সংস্থান প্রকট
ক’রে দিল ! (প্রবেশ কবে)

চম্পা—আমার সংস্থান, উদয়দেব ? সেটাই কি অভিনব ? তুল আপনাব
উদয়দেব ! আমাব অধিষ্ঠান চিরদিনই প্রত্যস্তে—হুর্গের অভ্যন্তবে
আমার প্রবেশ নেই ! আমাব বিচরণক্ষেত্র হুর্গেব বাইরে—হুর্গচ্ছায়াব
প্রান্তে প্রান্তে (রাজকীর বক্ষের দিকে ইঙ্গিত কবে) ঐ হুর্গ গবাক্ষের
যে কুপোতী সে এখনো অনাবিকৃত আকাশে অদৃশ্য—আমি এসেছিলাম
বাজকীর অস্থস্থ ছিলেন বলে !

উ—(কোমল কণ্ঠে) থাক, চম্পা, থাক ! আর একদিন তোমার এই কথার
সম্পূর্ণ অর্থ বোঝবার প্রয়াস ক’রব—আজ থাক (শুভবৰ্দ্ধনের দিকে
ফিরে) কিন্তু, অস্থস্থ কেন ?

চ—সেই ‘কেন’টা ‘তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বলেই এই অসময়ে তোমাকে
ডেকেছি, বন্ধু । সেই ‘কেন’ টা নিজে জানলেম’ বৈথকে ডাকতাম ।

উ—সেইজন্তে চম্পাকেও ডেকেছিলে ?

চ—হাঁ, এই জন্তে চম্পাকেও ডেকেছিলাম । তুমি আসার আগে নিশ্চিন্দীপ
অঙ্ককারে চম্পাকে সমস্ত বলেছি—চম্পাকে জিজ্ঞাসা করো উদয়দেব ।

উ—তুমিই বল চম্পা, রাজকীর অস্থস্থতার কারণ বল ।

চ—অদ্রুত কাহিনী, উদয়দেব ! বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার পর
এক পুর্ণিমা রাত্রে রাজকীর স্বপ্নে দেখলেন নগরীর বাইরে বুদ্ধতুপে—কী
বলব রাজকীর ?

৩—যে নামে অভিহিত করবে তাই সত্য হবে !

চ—দেখলেন, নগরীর বাইরের বৌদ্ধ স্তূপে তাঁর জন্মজন্মান্তরের অন্তর
সহচরীকে—স্বপ্নের প্রদোষে—নিজ্ঞা আর জাগরণের সন্ধিতে তাঁকে
চিনতে পারলেন না—কিন্তু অতি পরিচয়ের একটা আভাস তাঁর মনকে
সেই রাজি থেকে বিধুর ক'রে ছিল—ঠিক বলা হ'ল রাজশ্রী—?

৩—ঠিকই হ'ল চম্পা।

উ—তারপর ?

চ—তারপর আজ রাত্রে মহামাত্যের আদেশে সেই স্তূপের দাহ—স্তূপ যত
পুড়ে লাগল রাজশ্রী বললেন তাঁর অন্তর তত পুড়ে যেতে লাগল ! এখন
তিনি কোনো আলোক সহ করতে পারছেন না—তাই অন্ধকারে তাঁর
নিজের কুণ্ডল বিচ্ছুরিত কিরণকে মাত্র সম্বল ক'রে আপনার অপেক্ষায়
বসেছিলেন।

৩—তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম, উদয়। এই বিকার থেকে আমাকে উদ্ধার
কর, বন্ধু ! এ এক সাংঘাতিক বিকার উদয়দেব—যে বিকারের কেন্দ্রো
ইন্দ্রিয়গোচর উপলক্ষ্য নেই সে বড় সাংঘাতিক বিকার—আমার এই
উপলক্ষ্যহীন বিকার নষ্ট কি ক'রে হবে উদয়দেব ? চোখ মুদলে দেখতে
পাই—সেই স্তূপ দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, আর সেই বহিঃসম্প্রদায়-
কুণ্ডলীর মধ্যে—

উ—(বাধা দিয়ে) তার তপ্ত কাঞ্চন তত্ত্বর অংশে অংশে তান্ত্রবর্ণের কলঙ্কের
উদয় হ'চ্ছে ! সহসা একটা স্পর্শবিহ্বল অগ্নিশিখার চূষনে তার চোখ
ছুটো অন্ধ হ'য়ে গেল ! এই ত ! *আমি তাকে চিনি ভুববন্ধন—সে
অন্ধ হ'লেও এখনও জীবিত।

চ—রাজশ্রীর স্বপ্নমূর্ত্তি সত্য ?

উ—রাজশ্রীর স্বপ্ন কি ব্যর্থ যায় চম্পাবতী ?

৩—সে কোথায় ? সে কোথায় উদয়দেব ?

উ—আমার আলয়ে, ভুববন্ধন ; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

৩—(ধীরে ধীরে) অন্ধ হ'য়ে গেল ?

উ—(হেসে) হাঁ, তোমাকে দেখবার আগে অন্ধ হ'য়ে গেল সে ? তা না
হ'লে নাটকের এই খানেই যে ছেদ পড়ে, বন্ধু !

চ—কি নাম তার, উদয়দেব ? খুব রূপবতী ?

উ—নাম, হুচরিতা ; কচ্ছ সাধনার পাণ্ডুর তার বর্ণ—ইমানীং আবার অন্ধও ।
 হেথা হোথা পাণ্ডুর দেহে দাহের কত চিহ্ন—তার, ভাই, প্রদোষের রূপ !
 যেমন তোমার মধ্যাহ্নের ! আমি তার নূতন নাম দিয়েছি ; প্রদোষবতী ।
 (ভুববর্জনের দিকে) তাকে দেখতে চাও ? —দ্বিধিকরী বীর, তাকে
 জয় করা সহজ হবে না—যে ইন্দ্রিয়পথে তোমার কল্পপের মত রূপ তার
 হৃদয়ে প্রতিফলিত হ'ত সে পথ অদৃষ্ট বন্ধ ক'রে দিয়েছে—আর,
 'লোকাচার এক দুস্তর ব্যবধানের খাম কেটে দিয়েছে তোমার আর তার
 মাঝখানে—সে শুধু বোদ্ধ নয়, সে জাতিতে শবরী ।

চ—শবরী ? তুমি আশ্রয় দিলে উদয়দেব ? ব্রাহ্মণরা জানলে তোমাকে
 পতিত ক'রবেন, উদয়দেব !

উ—চম্পাবতি, পতিত ক'রলে মাটিতেই পড়ব, উর্ধ্বে কিছুই চিরকাল থাকে
 না।—বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি পাতা পড়ছে ; এই মাটিতে—কত ফুল,
 কত ফল পড়ছে, কত শত বারিবিন্দু পড়ছে, আর কত লক্ষ উকা !
 আমি ত মাটিতেই প'ড়ে আছি চম্পা ।

চ—তুমি নগরীর মধ্যস্থল থেকে বহিষ্কৃত হবে, বিষ্ণু মন্দিরের ছায়ায় বাইরে
 বিতাড়িত হবে ।

উ—এতদিন প্রাসাদের কাণাচে ছিলাম, এইবার তা হ'লে মুক্তি পাবো ।

চ—উদয়দেব ! নাঃ, থাক !

উ—কী বল ? তুমি রাজা, তোমার স্বিধা কেন ?

চ—তুমি যদি এই শবরীর প্রতি অহুত হ'য়ে পড়ো, উদয় দেব ? একজ বাস
 যে অহুরাগের প্রথম অধ্যায় ।

উ—(হেসে) অহুরাগ ! অহুরাগই হবে । ফটিক কুকের মত আমার মন ;
 সন্নিহিত বর্ণের রাগে রঞ্জিত হয় সে । তোমারও তাই হয়, তুমি বুঝতে
 পারো না। —যে প্রেমের সমাধানের ব্যাকুলতায় আমার সহায়তা
 চেয়েছিলে সেই প্রেমের উত্তর দিয়ে যাই ।

—আচরিতে জয়জয়ান্তরের আকাশ থেকে ঝলিত যে কিরণ তোমার
 মনের ফটিক কক্ষে ধরা প'ড়ে গেছে, সে মিথ্যে নয়—তাকে অবিশ্বাস
 ক'রো না । সন্নিহিতের রাগে রঞ্জিত তোমার মনে সহসা দুরাগত
 হুসির যে আভা প'ড়ে হারিয়ে গেল না, মিলিয়ে গেল না, সে রশ্মির কেন্দ্র

তোমার অনন্ত জীবন আবারের কোথাও না কোথাও নিহিত—তাকে
অবিশ্বাস করো না।

৩—অবিশ্বাস করবো না ?

উ—না। অদ্ভুত আন্তরী কাঁচ এই মাহুঘের মন—কাল কালান্তরের নষ্ট
পরিচয়, পথিভ্রষ্ট কিরণকে সংহরণ করে সে দীপ্তিমান—মনে হয়, মাত্র
• সন্নিধানের বর্ষ সমাবেশই সত্য, কিন্তু এ মনে হওয়া মিথ্যে—

চ—(স্বগতঃ) সন্নিধানের বর্ষ ? আমি কি তবে মাত্র সন্নিহিত বর্ষ ?

উ—(রাজার প্রতি) কাঁচে কাঁচে পার্থক্য আছে ভাই, মনে মনেও ; কোনো
• মন ধরে কল্পান্তের রশ্মি—কোনো মনে গৃহকোণের প্রদীপের আলো
ছাড়া দূরতর কোনো আলোই ধরা পড়ে না।

(রাজত্বী নির্ঝাঁক)

উ—আজ আসি ভাই। সূচরিতা একা আছে—অন্ধত্ব তার এখনও স'য়ে
যায় নি। মাহুঘের কথায় কথায় বিশ্বের বর্ষ সে চিনতে শিখছে।
আসি ভাই—প্রয়োজন হ'লে ডেকে। আমি তোমার চির আজ্ঞাবহ,
রাজত্বী। (প্রস্থান)

চ—(দৃঢ়স্বরে) মিথ্যে, মিথ্যে, কবিকল্পনা ! স্বপ্ন, রেশমের ফাঁস—যত সে
• ফাঁস নিয়ে টানাটানি করি ততই জড়িয়ে যায়—আমারও মন এমন
একটা রেশমী ফাঁসে জড়িয়ে গেছে, কত টানাটানি করছি, মনকে খুলে
নিতে, পারছি না ! তা না হ'লে এমনি করে—(পাটস্বরে) এমনি
ক'রে—?

৩—তাই হবে চম্পা—তাই হবে ! মিথ্যেই হবে ! [মিথ্যে না হ'লে,
উদয়দেবের—(নির্ঝাঁক)

চ—(স্বগতঃ) হয়ত সত্যি ! তা না হ'লে এমনি করে কিরণ-পথে-পরমাণুর
মতো তোমার দৃষ্টিপথে আমার মন নাচে কেন ?—কী নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক
নির্দয় অদৃষ্ট তোমার সঙ্গে আমাকে এক গ্রহীতে বেঁধে দিয়েছে !—কিন্তু,
তুমি রাজা, আমি নর্তকী ; তুমি প্রশ্ন, আমি উত্তর—কিন্তু তোমার
প্রশ্নের উত্তর নেই !]

৩—মিথ্যেই হবে চম্পা ! তা হোক—তুমি, একবার সূচরিতার কাছে
যাবে ?

চ—আমি যাব কেন ? আপনার দূতী হ'য়ে ?—

(সহসা নীচ হয়ে পায়ের নুপুর জোড়া খুলে রাজশ্রীর পদপ্রান্তে রেখে)
আমার প্রতি আপনার প্রসাদ প্রত্যাশাব করুন, বাজ্রশ্রী।—আমি পেবে
উঠছি না।

৩—(চম্পার হাত ধরে তাকে উঠালেন) চম্পাবতি। আমাকে ভুল বুঝো
না। মনোবিকাবে আমি এখনও অধীব হইনি।

চ—আমাকে ক্ষমা ক'ববেন রাজশ্রী, আমার এইটুকুই যথেষ্ট। এই এক
নিমেষের কোমল আশ্রয়। আমার অদৃষ্টে নিমেষেব মধু—অন্তকাব
ভাগ্যে গ্রহব-প্রবাস্তরের নিববন্ধিত প্রসাদ, তা নিয়ে আর ভাবব না।
ক্ষমা করুন বাজ্রশ্রী।

৩—ক্ষমা ক'বলাম, চম্পাবতি।

চ—আমি যাবো, তাব কাছেই যাবো। আপনার দৃষ্টী হ'য়ে যাবো। কি
'বলব বাজ্রশ্রী।...“তোমার স্তূপ আমার কাছে যুক্তিকাব মণ্ড নয়, সে
যেন কল্পলোক থেকে আমার জয়জয়ন্তবেব বৃহৎ ভাগ্যফলের মত ভেসে
এসে আমার বাজ্র-সীমায় ঠেকেছিল।”—এই বলব? আব, বাজ্রশ্রী,
বলব কোন ভঙ্গীতে? আমার গুড়নাটা মাথায় জড়িয়ে নতজান্ন
হ'য়ে?

৩—(ঈষৎ অধীব) সব কথা ত' শুনেছ? অন্ধকারে ব'সে ব'সে সব কথাই
'তো ব'লেছি তোমাকে? যা'সতি, তাই বলবে! না, না, তাই ব'লে
ভেবোনা, আমি কাবো প্রণয়াকান্নী! (কৃত্রিম উৎসাহের সাথে)
উদয়দেবের মনকে সবস'প্নে পবভোজী লতাব মত অন্ধাব প্রণয় যেন
'উদয়দেব'কে না, বৈধে ফেলে।—তুমি, আমার হ'য়ে আমার প্রণয়ের
আলোয়া জ্বলে রাখবে তাব সম্মুখে, যেন কোনোদিন উদয়দেবের প্রতি
তাব অহুবাগ না জন্মে—বুঝলে চম্পা? —উদয়দেব আমার সখা! তার
অনিষ্ট হ'তে দিতে পাবিনে। বুঝলে, চম্পা?

৩—(ঈষৎ ব্যথিত) (স্মিতহাস্তে) বুঝলাম, বাজ্রশ্রী। আজ অধীনাকে চ'লে
যেতে আদেশ করুন।*

৩—আজ্ঞা। এখন যাও চম্পা। কাল অপরাহ্নে সূচরিতাব কাছে যেক।
(চম্পার প্রস্থান)

৩—(যেতে যেতে) কে নট নয়? কে নটী নয়?

তৃতীয় দৃশ্য

ভিক্ষুণীর বেশে সজ্জিতা সূচরিতা, কিন্তু আলুলায়িত কেশদাম অক্ষুন্ন, দুই চক্ষু বজ্রখণ্ডে বঁধা; প্রথমে বসেছিল, উঠে ধীরে ধীরে হাত্‌ড়িয়ে বাতায়নে দাড়াল (বাতায়ন পথে বাজপ্রাসাদের চুড়া দেখা যাচ্ছে) এমন সময় পদলয় নুপুরের শব্দ যথাসম্ভব সংঘত করে ধীর পদে চম্পাবতীর প্রবেশ।

চ—(বিস্ময়ে স্বগতঃ) এই শব্দবী? এই ত' রাজকুমারী ছেদহীন প্রহর-প্রহরাস্তবের অধিশ্বরী। সার্থক বাজকুমারী! সার্থক তাঁর অলংকার যাক্কা।

সু—(নুপুরের শব্দে চকিত) কাকে নিয়ে এলে, উদয়দেব?

চ—একজন একলাই এসেছে, সূচরিতা, উদয়দেবের অপেক্ষা রাখে নি! ক'জনের পদধ্বনি শুনলে? না, উদয়দেবের পদশব্দ সর্বক্ষণ কানে বাজছে?

সু—(স্মিতহাস্যে) তিনি প্রায়ই নিঃশব্দচরণে আসেন। সব সময় বুঝতে পারিনে কখন এলেন আর কখন চ'লে গেলেন।

চ—তাঁর চরণনিয়ত' কপোতকর্ণের মত কোমল নয় ভাই?—তুমি বোধহয় দিনরাত্রি আনমনা থাকো।

(সূচরিতা ইতিমধ্যে ঘরে ইতস্ততঃ হাত্‌ড়িয়ে খঁজে একখানি আসন হাতে নিয়ে)

সু—চোখে দেখতে পাইনে, আপনার আসন কোথায় পাতব?

চ—(সূচরিতাকে টেনে বুকের কাছে ধরে, তার বুকে একখানি হাত্‌ড়িয়ে রেখে) এইখানে পাতো ভাই!

সু—(চম্পার চোখমুখবুকে হাতের স্পর্শে অস্থির হয়ে) তুমি ভারী স্নেহুর!

(আর একবার হাতের স্পর্শে অস্থির করে)

তুমি আমার আপনজন! আমার আঙ্গুল বলছে তোমাকে চিনি; চিনি—তোমার নাম কি ভাই?

চ—চম্পা, রাজার নর্তকী!

সু—(পিছু হটে) রাজার নর্তকী?

চ—হাঁ, মহারাজ শুভবর্ধনের নর্তকী, যে রাজা—

সু—থাক, থাক, সে প্রসঙ্গে কাজ নেই!

চ—যে রাজা তোমার চোখে আলো নেই ব'লে নিজের চোখকে আঁধারে মগ্ন ক'রে রেখেছে ! যে রাজা তোমার আশ্রয়কে পুড়িয়ে নিজের হৃদয়কে নিরাশ্রয় ক'রে তোমার হৃদয় দেহলীতে ভিক্ষুকের মত দাড়িয়েছে—
আমি সেই রাজার নর্তকী !

সু—কী বললে, রাজনর্তকী ? “আমার হৃদয় দেহলীতে ভিক্ষুকের মত ?”
(ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল)

তুমি কাকে কী বলছ নর্তকী ? তোমারত' চোখ আছে। দেখছ'না,
আমি বুকের দাসী !

চ—দেখছি ভাই। আরো দেখছি, তোমার দুর্বীর কপালে কুন্তলচূর্ণ, দেখছি পূর্বজন্মের লোভের মত কালো তোমার কেশদাম ! সপিল অসংখ্য টেশারা ! এত' ভিক্ষুণীর বেশ নয়, ভাই ?
(স্ফুরিতা লজ্জিতা)

‘লজ্জা পেলে ? লজ্জা কীসের ভাই ?

সু—এই কালো কেশদাম কেন কেটে ফেলে দিতে পারিনি তা আমি নিজেই
বুঝিনি ভাই !

চ—তোমার মাথার ঐ বিধিহীন অজস্র আশীর্বাদকে উপেক্ষা ক'রে লাভ হ'ত
না !

সু—আমি পারিনি—নিজেকে একেবারে শীতরিক্ততরুর মত বিরাগী সাজাতে
‘কেন পারলাম না তাও জানি না !

চ—ভাল ক'রেছো ! রূপের একটা পল্লব এখনও ধ'রে রেখেছো !

সু—ভাল ক'রেছি কি মন্দ, ক'রেছি জানিনে !—তবে এ আমার ইচ্ছা-
অনিচ্ছা দুয়েরই বাইরে—

চ—স্ফুরিতা, একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে ভাই ?

সু—বুঝলে নিশ্চয়ই, যদি উত্তরটা আমার জানা থাকে !

চ—বিহ্বাদের মধ্যে তোমার কক্ষ থেকে রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ত ?

সু—হ্যাঁ ।

চ—এই রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র ক'রে কোনদিন কোন দিব্যধ্বনি রচিত হয়নি
তোমার মনে ?

সু—বহুদিন হ'য়েছে ।

চ—সেই দিব্যধ্বনি কীসের অথ, স্ফুরিতা ?

সু—এটুকু আমার নিজস্ব ভাই, কেড়ে নিওনা। আমার মধ্যে নিভতে এইটুকু, বাকী সব জানাজানি আসরের আলাপের মত !

চ—তবে শোনো, বলি—তুমি যেমন প্রাসাদকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা ক'রেছো আমি তেমনি তোমার স্তূপ নিয়ে স্বপ্ন রচনা ক'রেছিলাম—একই ইন্দ্রজাল দৃশ্যকে স্বপ্ন দেখিয়েছে—তোমার স্তূপ আমার কাছে বৃত্তিকার মণ্ড নয়—সে যেন কল্পলোক থেকে আমার জন্মজন্মান্তরের বৃহৎ ভাগ্য-কলের মত ভেসে এসে আমার রাজ্যসীমায় ঠেকেছিল, চিরসৌভাগ্যের স্বপ্নগোলক—যেদিন সেই স্তূপে আগুন জ্বলল—সেদিন তার দুর্বাগত তাপে আমার চিত্ত যেন চিতাগ্নিতে ঝলসে গেল—অজ্ঞাতকুলশীল তুমি, অদেখা তুমি, তোমাকে চেয়েছি—না দেখে চেয়েছি—ইন্দ্রিয় তোমাকে স্পর্শ ক'রবার আগে তুমি ইন্দ্রিয়ের আড়াল দিয়ে হৃদয়কে অধিকার ক'রেছো—আমার দিগ্বিজয়ের বিপুল গৌরব তোমার হৃদয়রাজ্যের সীমানায় প্রতিহত হ'য়ে খান খান হ'য়ে গেল ! অদৃষ্ট বিক্রম ; তা না হ'লে তুমি অন্ধ হবে কেন ? তোমার ইন্দ্রিয় আমার প্রতি পরাধীন হবে কেন ? তবু জানি, তোমার ইন্দ্রিয় স্বচ্ছায় পরাধীন হয় নি—কোনো অদৃশ্য, কুটিল, মাহুকের স্বখে অসহিষ্ণু, সৃষ্টির আনন্দে পরাধীন হুরিতের দেবতা তোমার ইন্দ্রিয়কে অন্ধকারে পথভ্রষ্ট ক'রে দিতে চেয়েছে ! আমিত' ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমাকে চাইনি, সূচরিতা, আমি ইন্দ্রিয়ের আড়াল দিয়ে তোমার হাতের কাছে হাত বাড়িয়েছি, আমাকে ফিরিয়ে না ! (বলে চম্পা উঠে সূচরিতাকে জড়িয়ে ধরল)

সু—তোমাকে ফিরোব কেন ভাই ? কিন্তু, এ কার কথা তুমি আবৃত্তি ক'রে গেলে ?

চ—আমি তাঁর ছায়া, সূচরিতা ! আমি তাঁর হাতের পুতুল, তুমি তাঁর হৃদয়েশ্বরী—সর্বকণ তাঁর চোখের উপর থেকেও আমি তাঁর কয়েকটি নিমেষমাত্র অধিকার ক'রতে পেরেছি, আর দেখা না দিয়ে তুমি তাঁর জীবনের গ্রহরের পর গ্রহর অধিকার ক'রেছো ! আমি তাঁর দৃতী ! তিনি বসন্ত, তুমি ফুল, আমি ভ্রমর !—বসন্তের ভ্রমরের মত জন্মজন্মান্তরে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন ক'রে ফিরেছি—কিন্তু সে আমার হয়নি—তাঁর হৃদয় পাজের সমগ্র সোহাগ একটি ফুলের কূপে উজ্জ্বর ক'রে ঢেলে দিয়েছেন ! —তিনি রাজা, তিনি আমার রাজা, তিনি তোমার হৃদয়ের রাজা !

সু—রাজা? তাঁর সৈন্ত, তাঁর সেনানী, আমার—

চ—তাঁর অজ্ঞাতে এ তাঁর মহামাত্যের কীৰ্ত্তি, বোন! তিনি নিরপরাধ—এ তাঁর অদৃষ্টের শত্রুতা!

সু—তিনি বৌদ্ধধর্মী, চম্পাবতি।

চ—নিজের অজ্ঞাতে তিনি ভারতের বৌদ্ধ বিহারে বিহারে তাঁর বিরহিনীকে সন্ধান ক'রেছিলেন—কোথাও সন্ধান পাননি, তাই ধৈর্যাহীন কোন্ডে পাথরের স্তূপ ক'টাকে চূর্ণ ক'বে দিয়েছেন—যেন সেই পাথরেরই অপবাদ! তাঁকে ভুল বুঝো না, স্মরিতা!

সু—এই সেদিনের দারুণ দুর্ঘটনা? সে কি অদৃষ্টের অভিনয়? সেই অভিনয় মুখোসের আড়ালে অদৃষ্টের নয়নে এত প্রসন্নতা, এত আশীর্বাদ?—হয়ত পরিহাস!

চ—পরিহাস? এ প্রশ্ন আমাকে ক'রছ কেন, বোন? নিজেকে এই প্রশ্ন করো। (অদূরে নানা বাস্তবত্বের বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট আওয়াজ)

সু—উদয়দেব আসছেন। ঐ তাঁর সঙ্কেত!

চ—অভূত সঙ্কেত!

সু—তিনি আসবার সময় তাঁর হাতের সামনে যে বাস্তবত্ব পড়ে তা'তেই ঐ ঐক্য আঘাত ক'রে আসেন। তিনি আমার ঘরেই আসবেন বোধ হয়!—সন্ধ্যা হ'য়েছে চম্পা?

চ—(সহসা বাস্তবত্ব পথে চেষ্টে) তাই ত! কখন দিনের আলো ফুরিয়েছে বুঝতে পারিনি।

সু—এই সময় উদয়দেব আ'সুন—এই সময়টা তিনি আমার পাঠের জন্ত নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন! আমি তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করি।

চ—আচ্ছা, আমি আসি, স্মরিতা—আবার কাল আসব।

সু—(প্রণাম কবে) ভুলে যাবেন না যেন।

চ—ভুললে যে চলবে না, সখি!

(প্রস্থান)

(বাইরে)

উ—এই যে, চম্পাবতি? তপনের কিরণ, তুমি বুঝি সন্ধ্যাবেলায় কমলিনীর কাছ থেকে বিদায় নিলে?

চ—(চলতে চলতে) কিন্তু, কুমুদপতি, তুমি কমলিনী সকাশে কেন ? তোমার কুমুদিনী এখনও অসম্ভবের সরসীপক্ষে !—অসম্ভবতঃ কল্লারের সঙ্গ নাও !

উ—(হেসে) নেব কল্লার, ঘোদন প্রয়োজন হবে সেদিন তোমার সঙ্গই নেব !
(প্রস্থান)

চ—(চলতে চলতে) কল্লার ? অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞাও জানে ! আমি কমলিনীও নই, কুমুদিনীও নই ! অসম্ভবের চপল বায়ুতে সংসারসরসী-
নীরে অবিচ্ছিন্ন নৃত্য ! এই ভালো !
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাত্রি—প্রাসাদ অভ্যন্তরের অঙ্গন—রাজার বিশ্রাম কক্ষ হ'তে চম্পা
বেরিয়ে এল।

চ—ক্লান্তি ! ক্লান্তি ! ক্লান্তি ! অজস্র ক্লান্তি ! শুধু পরিচর্যা ! স্বর্গে
বাতে নৃত্যে উত্তেজিত স্নায়ু কশাঘাত ক'রে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তার
দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; কিন্তু তার আমার মাঝখানে আছে স্বচ্ছ কাচের
প্রাচীরের মত ব্যবধান, সেই প্রাচীরে স্বেচ্ছা খেয়ে নিদারুণ ব্যথায়
ইন্দ্রিয়েরা ফিরে আসে। কী যন্ত্রণা ! চক্রপাণি, এ যন্ত্রণা আমি সহিতে
পারিনে। আমাকে মুক্তি দাও !...তোর মন নিরন্তর হয় না কেন, চম্পা ?
পারিনে, নিরন্তর করতে পারিনে ! সেই স্বচ্ছতার ওপাশে তার মনোহরণ
রূপ কেবল আমাকে আকর্ষণ করে। অজস্র ক্ষুদ্র সাপের মত স্নায়ুরা
দংশনে দংশনে আমাকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছে ! আর পারিনে ! কেবল
পরিচর্যা ! মিথ্যাচার ! কেবল মিথ্যাচার ! সমস্ত স্নায়ু যার জন্তে উঠে-
স্বর্গে কীদে তারই দেহের কিনারে সম্ভরণে সঞ্চরণ ! এ আমি পারিনে
ঈশ্বর ! আর পারিনে ! আমাকে মৃত্যু দাও ! মৃত্যু দাও ! (একটি
জন্তুর উপর পড়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন)

(মহামাত্যের প্রবেশ)

ম—(স্বগতঃ) নর্তকী স্বপ্নায় বিবশ। (বাইরে) এত ভালো নয়.
নর্তকী।

চ—(হেসে) আপনারও এ ভাল নয়, মহামাত্য। মধ্যরাত্রিতে মহারাজের
বিশ্রাম কক্ষের আশে পাশে আপনার সঞ্চরণ, এও ভালো নয়।

ম—(বিরক্ত) উঃ (সংযত) নাচবার অধিকার তোমার পা'এর, তেঁমার জিহ্বার নয়! স্থির হও, শোন, তারপর লসম্মানে উত্তর দাও।

চ—পতীর রাজিতে নারীসক মহামাত্যের এত প্রিয় ?

ম—(সংযত হয়ে) শোনো চম্পা, রাজকুমারী শুধু রাজা নন, তিনি ধর্ম্মরক্ষক, তিনি বেদের বাহু, তাঁকে কলুষিত ক'রো না। প্রজাসাধারণ ধর্ম্মধ্বংসের ভয়ে বিনিদ্র! দেখছ না, আমি বিনিদ্র! প্রজাসাধারণ স্বাধীনতা পেলে প্রকৃত রাজপথে তোমার দেহকে পিষ্টকের মত খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে শকুনদাঁকে বিলিয়ে দেবে—তুমি নূপুর রেখে দাও—নয় পদে কোথাও দাসীবৃত্তি বরণ ক'রে আত্মরক্ষা করো গে—প্রাসাদের ছায়া ছুঁয়ো না।

চ—নিজের বক্তৃতাকে এত দীর্ঘ করবেন না, মহামন্ত্রী—অদৃশ্য দেবতাদের কর্ণপীড়া জন্মাবে—আমার বক্তব্যটাও শুধুন—কলুষিত? কলুষ তুমি চেননা ব্রাহ্মণ, চিনলে নিজের মনের বালাই নিয়ে আত্মহত্যা ক'রতে! ধর্ম্ম তুমি চেননা, ধর্ম্ম তোমার ভোগের পর আচমনের কমগুন নয়! বেদ তুমি চেননা, বেদ তোমার মস্তকের শিখা নয়!—আর বলছ “বিনিদ্র”। পেচকের নিদ্রা নেই, নিদ্রা নেই সাপের—নিদ্রা নেই লালসার—তাই তুমি বিনিদ্র—পিষ্টকের মত খণ্ড খণ্ড ক'রে বিলিয়ে দেবে? মিথ্যে!—তুমি এত বলাচ'নও, মহামাত্য, যে ইচ্ছার স্বাধীনতা ধ্বংসে তুমি আমার এই দেহকে খণ্ডিত হ'তে দেবে। পারলে, গুপ্ত অঙ্ককারে বুড়ু কুকুরের ক্ষুধায়—আমার এই দেহকে পৌষের একটা অখণ্ড পিষ্টকের মত একাকী আশ্বাদন করতে! সে আমি জানি!—নয়পদে দাসীবৃত্তি? কেন? কোনোদিন দেখেছো মহামাত্য, রূপসী দাসীবৃত্তি নেয়?—স'রে যাও, পথ ছাড়ো! স'রে যাও—

(মহামাত্য চকিতে অস্ত্র বের করে সোজা চম্পার বুকের উপর স্থাপন করলেন, তারপর কী মনে করে অস্ত্র সরিয়ে নিলেন।)

ম—না, এদেশে তোমাকে বধ ক'রব না। তোমার শব্দ স্পর্শ করলে কামুকতার আমার দেশের পশু নিদ্রা ভুলে যাবে—পক্ষীকুল কলরব ভুলে যাবে। তোমার ভ্রম এই মাটিতে মিশলে—এই মাটিতে মাছুষ জন্মাবেনা, অনন্তকাল ধ'রে শুধু ছাগ জন্মাবে। তোমাকে বধ ক'রব দেশের সীমানার বাইরে মহাশাগরের ব্যবধানে—যেন মহাশাগরের বান্ধিরামির বাধায় প্রতিহত হ'য়ে তোমার কামুকতার আগুন এই সনাতন বৃত্তিকাকে

স্পর্শ না করে—তোমাকে সমুদ্রপারে পাঠাবো—সেখানে কোনো ঘুবনু নগরীর সমাধিক্ষেত্রের পাশে বধ ক’রব—কিংবা সৈকেন্দরের সৈন্তদের উত্তর পুরুষদের মধ্যে তোমাকে বিলিয়ে দেবো—পাপ! পাপ! পাপ! মহাপাপ! এত বড় পাপ, এই নারী!

(চম্পা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করিতে)

পালিয়ে যাবে? চঞ্চল হ’ছে কেন?

চ—(দাঁড়িয়ে) না। পালাবো কেন? চম্পা ইতিপূর্বে বহুবার ম’রেছে—এজন্মের শেষটা কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হ’বে না? চঞ্চল হ’চ্ছি কেনো জানো, ব্রাহ্মণ? মনে হ’ছে তোমার কুৎসিত কথাগুলো কালো কালো সাপের মত চতুর্দিকে কিলবিল ক’রে বেড়াচ্ছে—অঙ্গে যেন সাপের গায়ের স্পর্শ লাগছে—তাই ইতস্ততঃ স’রে দাঁড়াচ্ছি। কী তোমার মুখ, ব্রাহ্মণ, যেন সাপুড়ের ঝাঁপি। (রক্তমঞ্চের ছায়াঙ্ককারে কয়েকটি বীতৎসভাব মাছুষের আবির্ভাব, চম্পা হ’হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিম্নস্বরে) রাজশ্রী স্থধনিজায়, স্থচরিতার স্বপ্নে বিভোর! বসন্তকে ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ভ্রমর উড়ে যায় যদি, আক্ষেপ ক’রবে কে?

অ—এসো, নর্তকী। পালাবার চেষ্টা ক’রোনা, সঙ্গে সঙ্গে এসো।

চ—না, ব্রাহ্মণ, আমি যাবোনা—কোথা যাবো? রাজশ্রী একলা থাকলেন!

অ—(তীব্র চাপাহাসি) আশা মেটে নি এখনো?

চ—না। এ আশা মিটবেনা—নিমেষের তৃপ্তি পরবর্তী নিমেষে গ্রাস ক’রে নেয়—প্রহরের পর প্রহরের প্রসাদ আমার ভাগ্যে মেই—ছায়া যে, তার কি অল্পসরণ ফুরায়? কোকিলের আশা মেটেনা—কন্দর্পতীরাগ্রমুখ আশ্রয়কুলের আশা মেটেনা—তার অনন্ত কাল ধ’রে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে!

অ—চোখের কোলে কত বিনীত রজনী গাঢ় হ’য়ে জ’মে গেছে! তবু বলছ আশা মেটেনি?

চ—প্রবৃত্তির ফাঁদের কিনারায় কিনারায় তোমার মন ঘুরছে ব্রাহ্মণ, কেন বুধা ধর্মের অদৃশ্য ধ্বজার আফালন করছ? তোমার মনে পচনের কেন্দ্র কাজ করছে, বুধাই ধর্মের পুষ্পসার দিয়ে তাকে আবৃত ক’রছ—ধর্ম তোমার দ্বাভাবিক নয়—ধর্ম তোমার স্বভাবের অজুহাত—নিজেকে তুমি কেবলই আপনাত্মক পক্ষে হারিয়ে কেলছ—তাই প্রাণপণে শূন্য হৃত ধর্মের ধ্বজাদণ্ডী

আঁকড়ে আছে—তোমার মনের পশুটা হৃদয়চ্ছায়ায় গর্জন করছে, তুমি সেই গর্জনকে শাস্ত্রের ধ্বনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ! এই তোমার শান্তি, মহামন্ত্রী! পশুর মত ভোগের তোমার সাহস নেই—ভয় পাচ্ছ নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দিতে! তা না হ'লে তোমার কল্পনার আড়ালে পশু প্রবৃত্তির এই গাঢ়চ্ছায়াটা ঘুরছে কেন? তোমার কথা এত কুৎসিত কেন? তোমার মুখভঙ্গী বিকৃত কেন?

ম—স্বপ্নায়, নর্ভকী, স্বপ্নায়!

চ—(আলস্য) স্বপ্নায়? কেন? আমার জীবন কি এতই মলিন? আমার দেহ কি এতই জীর্ণ?—স্বপ্না কেন?

ম—স্বপ্না! স্বপ্না! তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এতে আমার দেহের কোবে কোবে স্বপ্না উপচে পড়ছে! নিজের উপর যেন স্বপ্না জন্মে গেল!

চ—আমাকে যে অপরাধে অপরাধিনী ভেবেছো, তার সত্যাসত্য নির্ণয় ক'রেছো ত?

ম—(হেসে) সত্যাসত্য? অসত্য বলবি তুই?

চ—ভয় হও, মহামাত্য! তুমি যে উন্নাদ হ'য়ে গেলে।—আচ্ছা, তাই হ'ল, সত্যই হ'ল। এতো অম্মার জয়, মহামন্ত্রী! অন্ততঃ তোমরা জানলে আমার জয়। যে বিজয়ের সম্পূর্ণতা কল্পনা ক'রে তোমরা বিদ্বিষ্ট আর আমি তৃপ্ত! তোমার কল্পনায় ঈর্ষা, আমার কল্পনায় পরিতৃপ্তি। যা বললে তাই সত্য ব'লে মেনে নিলাম—যেনে নেওয়ায় আমার কত তৃপ্তি তা তুমি জানবে কেমন করে? রাজশ্রী আমার? রাজশ্রী আমার যৌবনের রঙে বিভ্রান্ত, রসে আত্মহারা?—বলত, কত বড় সার্থকতা?

ম—পুংসলী!

চ—পুংসলী উর্ধ্বশী, পুংসলী মেগকা, রজ্জা। পুংসলী উর্ধ্বশী পুরুষবার মায়ায়গী—দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর অধিক! পুংসলী নামে বিতৃষ্ণা কেন? পুংসলী ব'লে স্বপ্না কেন? তুমি এত কদাকার যে তুমি পুংসলীরও পরিতৃপ্ত!

ম—বলী করো, বলী করো—

চ—আমি চীৎকার করতে পারতাম! আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে রাজশ্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। ব্রাহ্মণ, একটা চীৎকারে তোমার মহানিত্যার আয়োজন নষ্ট হয়। কিন্তু তা আমি করব না। আমি দেখব। ভাগ্য

কোথায় আমাকে ঢেউয়ে নিয়ে ফেলে! দেখব তোমার কোথায় শেষ! অনন্ত জীবনের পথ ত'প'ড়ে রইল! না হয় ছ'দিন তোমাদের পানশালার আতিথ্যই নিলাম! আমাকে অতিথি বলে মেনে নেবে জানি!—বধ ক'রতে পারবে না!

অ—না বধ ক'রবো না—ভান্ডা নৌকায় পশ্চিম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব—

চ—বেশ, তাই ভালো.....ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! এলো, কোথা নিয়ে যাবে চলো!

(মহামাত্যের ইঙ্গিতে ছায়ামুক্তিগুলো চম্পাকে নিয়ে চলে গেল)

অ—ওকে ঘণা ক'রেও তৃপ্তি! কিন্তু, একী অদ্ভুত তৃপ্তি? ওর সর্বনাশ ক'রে তৃপ্তি? কিন্তু সেও কি অদ্ভুত তৃপ্তি!

(প্রস্থানঃ)

পঞ্চম দৃশ্য

সুচরিতা আনমনে বসে বেগী রচনা করছে। উদয়দেবের প্রবেশ। উদয়দেবের আগমনের সংকেতে চকিতা সুচরিতা বেগী অর্ধসমাপ্ত রেখেই উঠে দাঁড়াল।)

সু—উদয়দেব?

উ—হ্যাঁ, সুচরিতা!... (সুচরিতার দিকে চেয়ে)...কিন্তু?

সু—আজ আমি পাঠাভ্যাস করিনি উদয়দেব! ব'সে ব'সে শুধু বেশভূষা ক'রেছি।—বসন্ত প'ড়েছে বুঝি?

উ—সবে গতকাল মাঘ শেষ হয়েছে, সুচরিতা! .

সু—তা'হলে আমার ত বোঝার ভুল হয়নি, উদয়দেব! ঠিক ঢের পেয়েছি।
[চোখে দেখতে পাইনে, কিন্তু মনে হ'ল আশে পাশে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটেছে—মনে হ'ল অগাধ আনন্দে আকাশ নীল—মনে হ'ল শাখায় শাখায় নবীন পাতার কোরকের দল অবাধ উল্লাসে ছুটে বেরিয়ে এসে আরক্ত মুখ—স্বর্গের সূন্দর্য বহন ক'রে বায়ু স্রব্ধগতি—ফুলদলে, নবীন কোরকে, মুকুলে মার্জিত হ'য়ে বায়ু রেশমের মত স্পর্শ—এক আকাশ আনন্দ, উদয়দেব! এক সমুদ্র আনন্দ আমাকে ঘিরে উচ্ছল! তাই বেশভূষা করলাম—কবরী বাঁধলাম—বহুবর্ষ পরে! সূন্দরের জন্তে যেন প্রতীক্ষা ক'রে আছি! কী হিলাম আর কী হ'য়েছি!

‘উ—হৃদয়ের জন্ত প্রতীক্ষা করছে সকলে।’ আকাশ, সৃষ্টিকা, প্রাণী। [কল্প-
কল্পান্তর এই প্রতীক্ষার প্রহর; যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তর এই প্রতীক্ষার
দণ্ড, অহুপল! এক প্রহরের শেষে অপর প্রহরে সৃষ্টি হৃদয়তরতে
উপনীত। এই বোবা মাটি কে জানে কত কল্প প্রতীক্ষার পর তোমাব
আমার ভাষা পেয়ে হৃদয়ের স্তব করতে শিখেছে।] জন্মজন্মান্তবে আমরা
হৃদয়ের দিকে চ’লেছি—এক একটা জন্ম এক একটা পদক্ষেপ—এক
একটা মৃত্যু প্রণাম! প্রণাম ক’রে ক’রে আমবা তাঁব রাজপীঠের দিকে
চ’লেছি!

জু—তাই বুকি আমার অঙ্কচোখের সীমাহীন অঙ্ককারেও নিজেকে একলা
মনে হ’লনা? [‘আমিত’ একলা নই, উদয়দেব। এই অঙ্ককাবে কে যেন
‘তায় পরম স্পর্শটি বুলিয়ে দিয়েছে। অনন্ত অদেখা আকাশ, অক্ষুট বিপুল
সমুদ্র অপূর্ণ সখিছে এই অঙ্ককাবে মিলে গেল।] এই অঙ্ককাবে সমস্ত
অহুভূতি একাকাব হ’য়ে গেল!

উ—তোমার মন রসসমুদ্রে নেমেছে সূচরিতা, ইন্দ্রিয়ের সকল অহুভব এই
সমুদ্রের বীচিবিক্ষেপ—এক অথুও বসাধার রূপবসগন্ধস্পর্শেব ভিন্ন ভিন্ন
কল্লোলে ‘তোমার আমার অস্তিত্বের ক্লগিক সৈকতখণ্ডগুলিকে বিচিত্র
‘ক’রে তুলেছে! সেই রসাধার সচ্চিদানন্দ। এই রসঅসীমে অস্তিত্ব
একা একাকী, কিন্তু একেলা নয়—সকলে মিলে একা! আমিই আকাশ
আর আকাশই আমি! আমারই উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি! আমার
পাশে এই প্রাণিত সৃষ্টি আমি, আব আমিই এই প্রাণিত সৃষ্টি! আমার
পাশে আমি! আমিই বৈশাখের কুঙ্কচূড়া, শ্রাবাতের কদম্ব, ফাল্গুনের
কোবিলার, আবার ওরাই আমি; আমি আমার দিকেই চেয়ে
আছি! আমি ভালবেসেছি, আবার আমিই ভালবাসা!]

(‘সূচরিতা উদয়দেবকে প্রণাম করল; উদয় দেব দণ্ডায়মান, শুভবর্দ্ধন
প্লেবেশ্ব কল্পে উদয়দেব ও সূচরিতাকে তদবস্থ দেখে ফিরে যেতে উজ্জত—
অসাবধানতা বশতঃ তাঁর কোষবদ্ধ তরবারি খাতব কবাটে আঘাত করতে
সকলে চকিত হয়ে উঠল ও শুভবর্দ্ধন ফিরলেন)

উ—এলো রাজপুত্রী এসে। মহারাজ শুভবর্দ্ধন তোমার সমুখে দাঁড়িয়ে
সূচরিতা।

(সূচরিতা মহারাজকে প্রণাম করল)

সু—আমি দেখতে পাচ্ছি, উদয়দেব। চোখ না থাকলে কি দেখা যায় না ?

উ—আমি কক্ষান্তরে রইলাম, রাজ্ঞী। (প্রস্থান)

সু—আপনি কি দেখছেন, দেবি ?

সু—(ভাবাবেশে) আপনার রূপের কি অভাব আছে, ভগবান ? আমার একটা ইন্দ্রিয় অক্ষম ব'লে, অল্প ইন্দ্রিয়ের পথে আপনার সন্ধান পাবো না ? (আত্মসংবরণ করে) ক্ষমা করবেন রাজ্ঞী, ভাবাবেশে ছিলাম ! কিন্তু, চম্পা কই, চম্পাবতী ? তার পায়ের স্তিমিত নুপুরের শব্দটি শ্রোণবীর । জগতে কতদিন থেকে কাণ পেতে আছি, সে কোথায়, রাজ্ঞী ?

সু—চম্পা নির্বাসিতা, দেবি ।

সু—নির্বাসিতা ?

সু—একথানা ভাড়া নৌকায় তাকে পশ্চিম সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি, দেবি ।

সু—ভাসিয়ে দিলেন ? সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন ?

সু—সে আমার খ্যাতিকে কলঙ্কের বস্ত্রায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, দেবি । রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত কুৎসার ঢেউ উঠেছিল ! সে আমাকে চাইত—আমি তা' বহুদিন থেকে জানতাম—কিন্তু নবীন কিশোরীর অনতিজ্ঞ যাঙ্কায় মত তার যাঙ্কাকে আমি স্নেহের চক্ষে দেখেছিলাম—[মায়ী বলতে পারো, করুণা বলতে পারো, কিন্তু সে প্রেম নয়—নবীন প্রজাপতির কোমলতা নিয়ে সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ ক'রেছিল—তার স্নিগ্ধতা অনেক তাপিত রাত্রিতে আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছে—মনে হ'ত তার মধ্যে লোলুপতা ছিল না—মাত্র একথানা সরল সুকোমল কুণ্ডিত যাঙ্কা প্রাশস্তি কপূপাতীর মত আমার অন্তর বলভীতে সঞ্চরণ করত ।] কিন্তু সে ধরা প'ড়ে গেল—তার আপাতঃ কুণ্ডিত যাঙ্কা মর্মে মর্মে গাঁট মলিনরূপে দেখা দিল—তার অন্তরউদ্ভূত ক্রোড়ে আমাকে নিঃসঙ্কোচে কলঙ্কিত করতে তার বাধল না । সেই ক্রোদ সে নির্বিকার ঔকতো আমার গায়ে নিক্ষেপ ক'রেছিল—কিন্তু কণ থেকে) এই অভিযোগে তাকে নির্বাসিত ক'রেছি—

সু—কার অভিযোগ ?

সু—মহামাত্যের অভিযোগ !

সু—মহামাত্যের ?

শু—এবার আমার ভুল হয় নি স্থচরিতা। ভূমিত' জানো, সে আমার কী অসম্ভব চিত্র তোমার মনে এঁকে দিয়ে গেছে! তাকে বিশ্বাস ক'রো না, স্থচরিতা!

শু—বিশ্বাস করবো না?

শু—না।

শু—সে যা ব'লেছিল, সমস্ত ভুল?

শু—হাঁ, সব ভুল! আমাকে ভুল বুঝো না, দেবি! আমি তোমার বিহার পুনর্নির্মিত ক'রে দেব—রাজ্যের বিস্তৃত পরিসর থেকে সম্ভান ক'রে মানব শিল্পী—বর্ণে আর চিত্রে সেই বিহারকে অলঙ্কৃত ক'রে দেব—প্রয়োজন হয় সংবৎসরের সমস্ত রাজস্ব ব্যয় করবো—এক বৎসরের রাজস্ব না কুলোয়, এক যুগের।

শু—আমি ধন্য! কিন্তু বিহারে আমার প্রয়োজন নেই, রাজশ্রী! আমার মন্দির আর স্ফটিকমন্দির প্রকোষ্ঠের অপেক্ষা রাখে না—কল্পনার অন্তহীন প্রান্তর তার চত্বর—আমার দেবতা তাঁর দীর্ঘ দেহে ধরিত্রী থেকে আকাশ পর্যন্ত অধিকার ক'রে আছেন—তাঁর স্বর্ণময় উষ্ণীষে ঠেকেছে পুণিমার চন্দ্র—তাঁর পদভারে পাহাড়ে পাহাড়ে কঠিন তরঙ্গ উঠেছে—তরঙ্গ উঠেছে সমুদ্রে—আপনি আমার উপকার ক'রেছেন মহারাজ, আমার বিহার ভাঙ্গসাৎ ক'রে আমার মন্দিরকে অব্যাহত ক'রেছেন, আর চকুকে বিনষ্ট ক'রে কল্পনাকে দৃষ্ট রূপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন! আপনি আমার উপকার ক'রেছেন, মহারাজ! /

শু—তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না, স্থচরিতা? চাও ত' ঐ মণিময় প্রাসাদও তোমার কাছে দিয়ে দিই। চাও ত' এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য একখণ্ড স্বর্ণমুদ্রার মত অবহেলায় তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে সন্ন্যাসী সাজতে পারি!

শু—ব'ই ধন্য আমি! কিন্তু, সাম্রাজ্য আর প্রাসাদে আমার প্রয়োজন নেই।

শু—তবে কী চাও, শবরী? তুমি তবে কী চাও?

শু—নিজের মনের পরিচ্ছন্ন পরিসরটুকু! আর কিছু না।

শু—তাই ব'লে তুমি আমার দ্বারা সাধিত ক্ষতিকে ক্ষতি ব'লে মানবে না? আমার দেওয়া হুংখকে হুংখ বলে মানবে না? এ যে আমার পরাজয়,

সুচরিতা? যদি চাও—তোমার চোখের বিনিময়ে চোখ দুটোও দিচ্ছি
পারি!

সু—(স্বিত, হেসে) আমার চোখে কি কাজ, রাজশ্রী? আমার চোখের
প্রয়োজন ফুরিয়েছে—আমি চোখ ছাড়াই দেখি ভাল।

(ধীরে ধীরে সুচরিতার প্রস্থান: শুভবৰ্দ্ধন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে
রইল। উদয়দেবের প্রবেশ)

উ—স্বপ্নের সঙ্গে মিলেছে, রাজশ্রী? সব কথা বলতে পেরেছো?

সু/স্বপ্নে দেখা মৃতি স্বপ্নই র'য়ে গেল, উদয়দেব—জাগ্রত 'দৈনন্দনতার
বাহ পাশে তাকে বাঁধতে পারলাম না/স্বপ্নোপ্তি কামনার মেধজ্ঞান
মনে নিয়ে যেন নিঃসঙ্গ তুষার শৃঙ্গে আছড়ে পড়লাম—বাসনার মেঘ
বিচলিত হ'য়ে তরল কলোচ্ছ্বাসে পরিণত হ'ল না। [স্বপ্ন হোল ছোট
ছোট কথার হিমশিলা—ইতস্ততঃ সেই হিমশিলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজেকে
রিক্ত ক'রে ফিরে এলাম—তার অন্তরকে আত্ম করতে পারলাম না।
কেমন ক'রেই বা পারব? —চৈত্র মধ্যাহ্নের নিভৃত্তে একক ভ্রমরের
মত আকাশস্থিত কুসুমের চারিভিতে গুঞ্জন ক'রে ফিরছিলাম, সহসা
শিলাপাতে হিম দূরগত বায়ুস্রোত আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে—কী-ই
বা বলব, উদয়দেব!

“স্বপ্ন কীরোদ উখিতা হৃদয়লক্ষ্মী, আমার হৃদয় তোমার প্রসাদপ্রার্থী”
একথা বলতে পারলাম না! বলতে পারলাম না, আমার জাগ্রত
জীবনের একমাত্র স্বপ্ন দিবসের আলোর অপরিচয় তুমি ভেঙে দাও;
স্বপ্নগোচরা তুমি জীবনগোচরা হও/অতীন্দ্রিয়ের ইন্দ্রাণী তুমি, ইন্দ্রিয়গোচরা
হও—কিছুই বলতে পারলাম না—তবু আমার মাঝখানে এই সূর্য্য-
গুঠা সূর্য্য-ভোবা দিন প্রতিবন্ধক হ'ল—প্রতিবন্ধক হ'ল এই আর্ষভাষা,
প্রতিবন্ধক হ'ল সহজ দৃষ্টি—প্রতিবন্ধক হ'ল রৌদ্রকরোজ্জ্বল তোমার
স্মটিক কঙ্ক—চোখ প্রতিবন্ধক হ'ল—মন প্রতিবন্ধক হ'ল—মনে বৃষুদে
বৃষুদে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা জাগল—কী হ'ল না।
শেষে মনে হ'ল—ওর মন লক্ষ্যান্তরে নিবিষ্ট—ওর হৃদয় অজ্ঞাত আকাশের
হংস—আমার মন তার মানস নয়—(হতাশ কণ্ঠ)—ছুটন্ত বাণের
পশ্চাত্তাপনে কী লাভ? অপর মানস যার লক্ষ্য সেই বস্ত্র হংসীর
অভিক্ষিপ্ত ছায়াকে অনুসরণ ক'রে কী লাভ? তাই ফিরে এলাম।

চললাম, উদয়দেব, অন্তরে অন্তরে গাঢ় সৌরভ ব্যাপ্ত ছিল—
ভেবেছিলাম অদৃশ্য পুষ্প বৃক্ষ আমারই হৃদয়বৃত্তে ফুটেছে—সন্ধান ক'রে
দেখি সে ফুটেছে হৃদয়ান্তরে। আমার অন্তরগত সৌরভ স্নেহসূত্র সম্পদের
মত! আজ আসি উদয়দেব-জাগরণ ও মোহের সন্ধিতে অলীকের
সঙ্গে এই সর্বক্ষয়ী দ্যাতকীড়া ত্যাগ ক'রব—অলীক? অলীক ব'লেই
এত উন্মাদনা! (প্রস্থান)

উ—বাগ্‌বটাই যে অলীক এ শিক্ষা তোমার মন এখনও পায়নি বন্ধু, তাই
পদে পদে ভ্রম। এক জন্মের ভ্রমের জন্মান্তরে সংশোধন! এই ক'রে
তোমার আত্মা পবিত্রাস্ত।

২ ষষ্ঠ দৃশ্য

(গৈরিক বাস ও উত্তরীয়ে সজ্জিত শুভবর্দ্ধন আপনার কক্ষে পায়চারী
করছেন)।

শু—অলীক! অলীক!

নেপথ্য—অলীক বৎস, সমস্ত অলীক! পুত্র, কলত্র, প্রাসাদ, রাজছত্র,
সব অলীক—অলীক রাগানুরাগ, অলীক ইন্দ্রিয়ভোগ, অলীক অহোরাত্র,
অলীক কৃতভবিষ্যৎ—অলীক হৃদয়াবেগ—আত্মাকে লঘু কর, বৎস—
কল্পিত মায়াভারে নতশির কেন? মাথা তোল! বলীবর্দ্ধ আত্মাকে সিংহে
রূপান্তরিত করো। বক্রিমান, হও বৎস—আত্মাকে বক্রিমান দাও—
বাসনাদূসব অন্তরঅন্তরীক্ষে নিচিহ্ন বর্ণের কুণ্ডলিকা সরাও—হিমালয়ের
মত এক উচ্চাসে উচ্চতম জ্যোতির্লোকে তোমার আত্মা উজ্জ্বল
হোক—মুহূর্ত্তমান মনতৃণখণ্ডকে আশ্রয় ক'রোনা বৎস—মন মায়া—
হৃদয় মায়া—ইন্দ্রিয়ভোগ মায়া—মায়া ক্রন্দন উল্লাস—মায়া ঋতু, মায়া
বর্ণগন্ধ—সত্য নিষ্ঠুর—একক, অনাদি, শাস্ত; সত্যনিষ্ঠ হও, বৎস!
কষ্ট হও!

শু—কষ্ট হও!—কিছু,

স্বপ্ন হু মায়া হু মতিভ্রমো হু!

স্বপ্ন হু মায়া হু মতিভ্রমো হু!

সপ্তম দৃশ্য

উদয়দেব—রাজ্য কঠিনের সাধনা করছেন, সূচরিতা!

সূচরিতা—তোমাকে আমাকে নগর থেকে বহিষ্কৃত ক'রে তাঁর সাধনার কোন আশু ফলোদয় হ'ল উদয়দেব?

উ—তোমাকে আমাকে বহিষ্কৃত ক'রেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্য তার প্রবাস হ'য়েছে, সূচরিতা! নিজের অন্তরকে স্বীয় দেহ থেকে বহিষ্কৃত ক'রেছেন সঙ্গে সঙ্গে! [এ হ'ল কঠিনের তপস্যা, নিজের উপর অভিমানে আত্মার বিবাসী বেশ! নিজের ওপর সংশয়!—রস-সমুজ্জের নীর ঘননীল সংশয়ময়—অহঙ্কার নিয়ে সে নীরে অবগাহন করার উপায় নেই—অহঙ্কারের বসনাগ্র হৃদয়ের চারিপাশে জড়িয়ে গিয়ে তার শাসকত্ব ক'রে দেবে...কিন্তু তাকে ফিরতে হবে, সূচরিতা! ফিরতে হবে!—সে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসবে!]

সু—(কিন্তু) তাঁর রাজ্যের কী অভূত পরিবর্তন হয়েছে, উদয়দেব! আমাদের হুটিরের পাশ দিয়ে নগর প্রবেশের পথ—এ পথ ছিল রসলোকের পথ—আর আজ? [আজ কবির কণ্ঠ স্তব্ধ, নর্তকী বোধ হয় নৃপুং খুলে অঞ্চলে লুকিয়ে নগরীর মধ্যে যায়—পসারিণী নেই পথে—প্রভাতে পক ফলের সৌগন্ধ আর সন্ধ্যায় পুষ্পমালিকার সৌরভ নেই—বণিক বুদ্ধিগত গন্ধদ্রব্য লৌহ পেটিকায় লুকিয়ে নিয়ে নগরে যায়! সৈন্ত বৃষ্টি পদব্রজে যায়—অবধূরের ঘাতে ঘাতে তালের বদলে শুধু অনামিকায় তুড়ি দেয়—একী হ'ল উদয়দেব? সেদিনের উজ্জ্বল আনন্দপ্রস্রাব, কোন্ অতল হৃৎস্পন্দে গললে ডুবে গেল?]

উ—তুমি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছে, সূচরিতা। রাজশ্রীর মন রসলোকের মৃদঙ্গ। কয়েকটা বানরহস্ত ধ্বংসই সেই মৃদঙ্গে স্বর তোলার প্রয়াস ক'রছে। রাজশ্রী মৃদঙ্গ, তুমি বীণা! তোমাদের হৃদয়ের ঐক্যতানে ঝংগুগাঙ্গুর স্বরমুখর।...ধৈর্য ধরো, সূচরিতা, সে আসবে, সমস্ত অভিমানকে পুথের ধুলিতে লুটিয়ে সে আসবে! ভ্রাবহ, সে রাজা? রাজত্ব তার বাধা হবে না—সূচরিতা! রাজত্ব তার বাধা হবে না!]

সু—(ধ্যানস্থের মত, হুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে) আমার দেবতাকে আমি পেয়েছি...আমার হৃদয়-সমুজ্জ-নিমজ্জিত-পাষণ্ড-তার মৈনাকে চরণ-রক্ত

ক'রেছেন তিনি ! তাঁরই নয়ন রশ্মিপাতে আমার অন্তর উদ্বেল, অন্তরের
চেউয়ে বিকৃত আমার বাসনার সহস্র সোনারতরী তাঁর পদমূলের
চারিভিতে জমেছে স্বর্ণকমলদলের মত ! সেই আমার দেবতা, উদয়দেব,
আমি তাঁরই পথ চেয়ে আছি ! ...মামেকং শরণং ব্রজ ! মামেকং শরণং
ব্রজ !

(বাইরে ঘোষকের দামামারশব্দ)

কীসের ঘোষণা উদয় দেব ?

উ—হুই, শুনে আসি ।

(প্রস্থান)

ব্র—(ধীরে ধীরে) মন্মনাভব, মন্তকো মদঘাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্ণলি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্য সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

উ—(প্রবেশ করে) যুদ্ধের আয়োজন হ'চ্ছে, সূচরিতা । রাজ্যসীমায়
বহিঃশত্রুর সমাবেশ হ'য়েছে ! আমি রাজশ্রীর কাছে চললাম—মনে
হ'ল রাজশ্রী আমাকে ডাকছেন—বাইরের ডাকের চেয়েও আকুল তার
মনের ডাক, সূচরিতা ! সাবধানে থেকো—ফিরতে হয়ত গভীর রাত্রি
হবে—ইয়ত কয়েক দিন দেরী হবে ! আমি তা হ'লে আসি সূচরিতা !

ব্র—(ধীরে ধীরে) এসো

(উদয়দেবের প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে) ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ

নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো

ন হস্ত্যে হস্ত্যমানে শরীরে ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্

কথং স পুরুষঃ পার্শ্ব কং ঘাতয়তি হস্তিকম্ ॥

বাসাংলি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরানি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা

শুদ্ধানি সংযাতি নবানি দেহী ।

(উদয়দেবের পুনঃ প্রবেশ)

সু—(উদয়দেবের পদশব্দ শুনে) ফিরে এলে উদয়দেব ?

উ—কবি কি শুধু হাতে উৎসবে যাবে, স্ফটিকিতা ? পরিবাদিনী বীণা সঙ্গে নেব—সম্প্রতি পরিবাদিনীতে নিখাদ থেকে পঞ্চম পর্য্যন্ত বাজবে—স্বরের অভাব হবে না ! (ঘরের কোণে রক্ষিত বীণাটি নিয়ে) তবে আসি, স্ফটিকিতা ! সাবধানে থেকে। দিবসভ্রমে, রাত্রিতে কোথাও বেরিয়ে না।

(‘প্রস্থান’)

সু—সাবধানে থাকব, উদয় দেব।

[(বীরে বীরে) যদুচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপার্বতম্।

অধিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।

অষ্টম দৃশ্য

(রাজ প্রাসাদের কক্ষ :

শুভবর্দ্ধন যোদ্ধাবেশে কক্ষের মধ্যে পায়চারী করছেন ; উদয়দেব প্রবেশ করতে সময়ে তাকে আলিঙ্গন করে)

শুভবর্দ্ধন—এসেছো, বন্ধু ? এসো ! মনে মনে তোমাকে ডাকছিলাম। একান্তে ডাকবো কি করে ? সে পথ নিজের হাতে রুদ্ধ করেছি ভাই ! এসো, বসো ! (নিজেই একখানি বহুমূল্য আসন টেনে আনলেন ও উদয়দেব বসলেন। উদয়দেব কিছু না বলে বীণাতে বিচ্ছিন্ন আলাপ শুরু করলেন) —কী মোহেই ছিলাম, উদয়দেব ! কী মোহেই না ছিলাম ! যুদ্ধের আশ্রয় এল—গৈরিকবাস খুলে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা শুষ্ক নিদাঘ অন্তর থেকে সরে গেল—নূতন অল্পভবের তৃণকিশলয়ে প্রাণ প্লবিত হ’ল—যেন চতুরঙ্গ ব্রতের পর ইন্দ্রপুজা। যুদ্ধের বিলীলস্বর সুধর অন্তরের নির্জনগুহায় অর্ধঅপহৃত জ্ঞানে মুচ্ছিত ছিলাম—সহসা যুদ্ধের আশ্রয় এল—অশ্বের হেঁচা, গজের বৃংহতি, সৈন্যদের বীরপাণের কলরবে নিদ্রিত মন জাগল—উন্নত ধ্বজার মত মন মুক্তবায়ুতে উদ্ভিত হ’ল—দিগন্তেশায়ী শৃঙ্গবান বহুশত কৃষ্ণসারের মত আমার রাজ্য প্রান্তের শৈলশ্রেণী আমাকে আবার দূর দূরান্তের ঈশারা ক’রল, মুক্তবায়ু মনের ভয়কে উড়িয়ে দিল—আমার যেন পুনর্জীবন লাভ হ’ল উদয়দেব ! হৃদয়ের

যে এককণা প্রেমের কুসুমকে ঢাকতে বাশি রাশি বৈরাগ্যের ছাই চাপা দিয়েছিলাম, আজ যখন ছাই উড়ে গেল তখন দেখি সেই কুসুমবাগে অন্তরের মূল পধ্যস্ত বাঙা। ব্রাহ্মণের সাজ আমার সট্রে কেন ভাই? যে প্রেমকে সঙ্কোচে চৌবল্লভ সম্পদেব মত অন্তরে লুকিয়ে নিয়ে ফিবেছি সেই প্রেম আজ হৃদয়ের কোষাগারে ধরে না। আজ আমি সকলকে ভালবাসতে পুবেছি উদয়দেব। এই শৈলমুখলা ধ্বজীকেও আমার মন বিলিয়ে দিয়েছি। এই উর্বরী, বাজবাজেশ্বরী, অনন্তবসা বহুমতী আমাব হৃদয় মন হরণ ক'বেছেন, উদয় দেব। আজ এই ভূমি বিদেশী তত্ত্বের উপক্রম—ধবণী আমার স্বপ্তিকে চুণ ক'বে ডাক দিলেন, 'গঠো, বহুমতীকে বক্ষা কবো।' আর আমি প্রাসাদে কিবব না। যুদ্ধে জয়লাভ ক'বে তোমার কুটিবে আশ্রয় ভিক্ষা কবব, দেবেত উদয়দেব?

উ—প্রাসাদপতি, কুটিরে লোভ কেন?

শু—জানো ত' উদয়দেব। তুমি দ্রষ্টা, তোমার ত' কিছু অজ্ঞাত নেই বন্ধু। যুদ্ধে সঙ্গে যাবে ত'?

উ—নিশ্চয়। সঙ্গে যাবো না? আমি যে তোমার জয়জয়ান্তরের বাধা চারণ, বাজত্রী।

শু—তবে চল, যাত্রাব প্রাক্কালে, একবার আয়োজনটা দেখে যাই। তোমার বীণা সঙ্গে নিয়েছো ত' উদয়দেব?

উ—নিয়েছি, বন্ধু, একতাবা নয়, পবিবাদিনী নিয়ে বেবিয়েছি।

শু—পবিবাদিনীতে কী স্বর শ্রাব্যবে-বন্ধু? বিশ্বের স্বরগ্রাহী তুমি, তুমি স্বরগ্রাহী বিশ্ব অহুভবের—আমার অন্তরে নিপাদে যে স্বর বাজিয়েছে। সেই স্বর ব্যুহ পঞ্চমে বাজাবে? আব বাধা দেব না, বন্ধু, তুমি পঞ্চমেই বাজিয়ে! চ'ল, দেবী হচ্ছে।

উদয়দেব সপ্ততন্ত্রীতে আঘাত করে বাজত্রীর সাথে প্রস্থান কবলেন।

নবম দৃশ্য

(রক্তকেশর আলো, লাল; পদ্মা নেমেছে, আকাশে চাঁদ উঠছে, বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কুটিরের বাইবে বসে উদয়দেব তন্ত্রীতে স্বর লহরী নিয়ে অগ—তার মুখে উদীয়মান চাঁদের আভা পড়ছে—পডন্ত

বৃষ্টিবিন্দুগুলিও সেই আলোকে দেখা যাচ্ছে—করণ সুরে চারিদিক করুণ চলে উঠছে।

সুচরিতা ধীরে ধীরে বাইরে এসে ডাকল, উদয়দেব। তিনবার উদয়দেব কণ্ঠে ডাকলেও উদয়দেব সাড়া দিলেন না। সুচরিতা অস্থির হয়ে অস্থির হয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে ছুঁবার জন্য হাত বাড়াতে বীণার তারে ঝাম্ করে তার হাত পড়ে গেল, সুর বন্ধ হয়ে গেল।)

উদয়দেব—(বীণা রেখে সম্মুখে) ভাল ছিলে, বোন ?

সুচরিতা—ভাল ছিলাম কি মন্দ ছিলাম বুঝিনি উদয়দেব। চোখে দেখি না, ক’টা রাত কেটে গেছে তার হিসাবও জানি না—তোমার চলে যাওয়ার পর থেকে মনে হ’য়েছে রাতটা পোহায়নি—এখন কি সকাল হ’য়েছে উদয়দেব ?

উ—সন্ধ্যা নেমেছে, সুচরিতা।

সু—চাঁদ উঠেছে, উদয়দেব !

উ—হাঁ, তৌল দাঁড়ির মত, মাটির দিকে হেলে পড়া এক ফালি চাঁদ ! মাটির পানে যেন ভারটা বেশী। এই মাটিতে সে ম’রেছে সুচরিতা !

(বীণাটি তুলে নিয়ে অশ্রুপূর্ণ মন দিলেন)

সু—(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর) ম’রেছে ! ...ম’রেছে ! ...তাই বুঝি বাতাস বইছে হু হু ; মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগল হাওয়ায় ! ...তাই বুঝি ভূমি ভিজে ভিজে ! তাঁর রক্তে ভিজে !—তাই বুঝি আমার পায়ে পায়ে ভিজে মাটি জড়িয়ে যাচ্ছে ! তার রক্ত আমাকে ডেকেছিল একদিন ! আজ তার রক্তে ভিজে মাটি তাই আমাকে টানছে ! কিন্তু তুমি যে ব’লেছিলে ‘আসবে’ ? ‘সে আসবে’ ? —এই বুঝি তার আসা ? এই বুঝি তার প্রেমে ভুবন ভিজিয়ে আসা ? সেদিন বুঝিনি সে-ই আমার দেবতা। কিন্তু, একী রূপে ফিরে এল সে ? উদয়দেব, তুমি কি এই ফিরে আসা ব’লেছিলে ? উদয়, সাড়া দাও, সাড়া দাও, সাড়া দাও উদয় !

(উদয়দেব সুরে মগ্ন)

সাড়া দাও, সাড়া দাও, উদয় ! তুমি কি আমাকে কেঁলে চ’লে গেলে ?
নেপথ্যে—এই রাজরাজেশ্বরী অনন্তরসা বহুমতী আমার হৃদয় মন আত্মা হরণ করেছেন !

সু—শুনছ উদয়, রাজপুত্রী কী বলছেন ?

(সুর অব্যাহত)

(সম্মুখে কাউকে অলুড়ব করে) এইষে তুমি এসেছো রাজকন্যা? এসো, এসো, ঘরে চলো। চল, আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল। (সুচরিতা হাত বাড়িয়ে স্থিৰপদে সহজে ঘরে প্রবেশ করল—যেন কেউ তার হাত ধরে যাবে নিয়ে গেল)

(কক্ষ মধ্যে সুচরিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাবও সাথে কথা বলছে—কক্ষ মধ্যে অপর কেউ নেই।)

কই, কাছে এসো, তোমাকে দেখি। চোখেব খুব কাছে দাঁড়াও। নাঃ পারলাম না। কাছে দাঁড়াও, হাতের স্পর্শে তোমাকে চিনে নি।

(নতজাহ্ন হয়ে প্রণাম)

এইত' চরণ দুখানি। এখনও ভিজ়ে! আমাব বক্ষ রক্তে দাড়িয়েছিলে? এই মাত্র বুঝি উঠে এলে?—দাঁড়াও মুছে দি। (কবরী খুলে কেশ দিয়ে মুছিয়ে দিল)

(বাইরে উদয়দেবের বীণায় সুর কাঁপছে)

(দাড়িয়ে) এইত' তোমার বক্ষ। এখনো আঘাতী বক্ষ্য অটুট। (হ'হাত বুলায়ে) এই ছুটি বুঝি নয়ন? এই বুঝি দুটি ক্র? এই বুঝি তোমাব ললাট? এই বুঝি উষ্ণীষ? কথা বল! কথা বলছ ত শব্দ কই? তুমি আব কিবে আসতে পারো না, রাজকন্যা? মুকিয়ী তোমাকে আকর্ষণ ক'বেছে বুঝি? আমাব প্রতি ধরিত্রীব এই সাপত্ত্য কেন? (নতজাহ্ন হয়ে পৃথিবীর প্রতি) দেবি, অনন্তবসা; শুভবর্দ্ধনকে ফিবিষে দাও! আমাব তপ্ত অন্তঃকরণ উত্তর দেবি। শুভবর্দ্ধনকে ফিবিষে দাও, দেবি। এ ক্ষতি তোমার সুহের অতীত নয়, সূৰ্য্যসহা। দেবি, আমার দয়িতকে দাও—আমার হৃদয় শূণ্য! আমার হৃদয় ভ'বে দাও, বিখস্তরা। বহুক্ষমা, বহুগতা, আমার রক্তকে ফিবিষে দাও!

(বাইবে সুর যেন বলছে, না, না)

না, না, না। শুভবর্দ্ধনের দেহভ্রম্মে তুমি কি আরো উর্ধ্বর হবে ধরনী? না, না, না। আমি হ'তে দেব না। শুভবর্দ্ধন, দাও তো দক্ষিণ পাণি। এই আমি দুই হাত দিয়ে তোমার দক্ষিণ পাণি ধারণ ক'রলাম, দেখি ধরিত্রী কি ক'রে কেড়ে নেয়? আমাকেও নিয়ে চলো, শুভবর্দ্ধন, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে সঙ্গে। যুদ্ধের আঘাতেও আমার মুষ্টি খুলবে না। (মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে যেন কিছু ধরে আছে) চল, চল, বন্ধু চল!—অন্ধকার থেকে

জ্যোতিতে নিয়ে চল! যেখানে চোখের চেয়ে সম্পূর্ণতর ইঞ্জির দিয়ে প্রাণ
ভরে তোমাকে দেখব! নিয়ে চল।

(ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সূচরিতা বাতায়ন লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে—
বাইরে বাতায়ন পথে পরিস্ফুট চাঁদ চোখে পড়ছে)

কী আলো, শুভবর্দ্ধন! আলোর পরিধি ভুবনের দিগন্ত থেকে দিগন্ত
পর্যন্ত টলমল ক'রছে যেন! আরও নিয়ে চল! একি সৌরভলোক
শুভবর্দ্ধন? দিগন্ত বলয়কে ছাপিয়ে বিরাট কোকনদ ফুটেছে! ভূঙ্গ!
কত ভূঙ্গ!

এক ভূঙ্গ বিধু, এক ভূঙ্গ বিবস্বান! শ্রীকৃষ্ণ ভূঙ্গ, ভূঙ্গ বাসব, ভূঙ্গ বজ্র, ভূঙ্গ
কৌস্তুভ! মহেশ্বর তিনিও এক ভূঙ্গ! চলো, চলো, এগিয়ে চলো!
(সহসা দ্রুতগতি—বাতায়নের কাঠে মাথায় আঘাত লাগতে পড়ে
গেল—বাইরে সূর খেমে গেল—সূচরিতার কপাল হতে একটি গভীর
রেখায় রক্ত ঝরছে : উদয়দেবের প্রবেশ)

উ—(দু'হাত একত্র করে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে)

.....তোমাদের দেহের উষ্ণতায় ধরিত্রীর জড়তা প্রাপিত হোক!

তোমাদের মধুমন্দের ধরিত্রী বহুফলা হোক! তোমাদের রক্তে পৃথিবীর
ওষধি মধুময় হোক! তোমাদের আত্মার স্পর্শে বিশ্বের জড়পিণ্ড প্রজ্ঞাবান
হোক! ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!

দশম দৃশ্য

অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ।

চম্পার পোষাকে মায়্যা টেবিলে মাথা রেখে নিদ্রিতবৎ—টেবিলের ওপর
ফ্যানের হাওয়ায় এই নাটকটির পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছে। বর্ষচক্র-
চিহ্নিত ক্যালেন্ডারটি যথাস্থানে আছে।

(ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর—(স্বগতঃ) মদের মাস চুঁয়ে যে আলো বেরোয় তাতেও মদের নেশা
থাকে নাকি? —অদ্ভুত! মাতলামি মেশানো থাকে এই ষ্টেজের আলোর!
অভিনেতা অভিনেত্রীর দেহ প্রকৃতির হাতে এক একটা মদের পাত্র। গত
অঙ্কে রোলার ভিতর দিয়ে নন্দিতা আমার উপর শোধ তুলে নিয়েছে।
সাধ্যসাধনা ক'রেছি আমি, সে গেছে আমাকে এড়িয়ে। যাক্গে!—কিন্তু

অদ্ভুত এই ফুট লাইটের আলো! বহু সন্তানবতী আগ্রোচা নন্দিতার দেহের কানায় কানায় নেশা ফেনিয়ে দিলে? এখন প্রথম রাজি—ঘুম আশার পূর্বকণ—ঘুমের সম্মুখ প্রকোষ্ঠ তন্ত্রার মলমলে ঢাকা! যে স্বপ্ন মাহুঘ ঘুমিয়ে দেখে সেই স্বপ্নকে ঘুম থেকে কেটে নিচ্ছে তীব্র আলোয় উজ্জ্বল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে নাট্যকার—এ স্বপ্নের শেকড় নেই, তাই এত গাঢ় নেশা!নেশা! পগী আর মাগুগোঁরা! মনটা যেন বডোডেন্ডনের একটা বিরাট বোকে! এই রকম আলোয় মাহুঘ সব পারে! —মন যেন কাণা ভোমরার মত বিকেলের সূর্যমুখী নন্দিতার সিঁথি লক্ষ্য ক'রে ঘুরঘুর ক'রে উডবে তাতে বৈচিত্র্য কি? ...হাঁ, বিকেলের সূর্যমুখী বটে! —নন্দিতা তবু যেন ...মাজামোটা একটা বেঁটে মদের গ্লাস! (মাঝাকে দেখে) মাজাটা যেন লাল মদে ভক্তি একটা সিরিজ! কী বিচিত্র প্রকৃতির খেলা! কোথাও প্রকৃতি যৌবনের নেশাকে দরবেশের মোটা খোঁলার ভাঁড়ে পুবে দিয়েছে। কোথাও পুবে দিয়েছে ব্যাবোমিটারের টিউবে। যৌবন, জল—যে পায়ে রাখবে তাবই রূপ গ্রহণ করবে সে। —বেড়ে বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, “যৌবনজলতবঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে, হবে মুরাবে।” —যৌবন? কিন্তু, যৌবনবে তুই কি রবি স্বেথ খাঁচাতে? —স্বেথের খাঁচা? —নন্দিতা মায়া, এবা সব স্বেথের খাঁচা। —স্বেথ? ধান্না! সাজানো অল্পভবেব একটা উপন্যাস। —কিঞ্চন। স্বেথ নেই! নেশাটাই বড। স্বেথের নেশাটাই বড! —দূর হোক চিন্তা। যতক্ষণ ষ্টেজে আছি, মাথার উপব ক্লাস-লাইট জলুক। চোখে যদি রঙ লাগে লাগুক, মনে যদি ভাবেব জুয়ো বসে, বহুক। সারেণ্ডার! ষ্টেজে সারেণ্ডার! মনকে আলুলায়িত করার আরাম। রসের আলবোলায় স্বেথটান! মন্দ কি? বেশ চ'লেছে, নাটকটা।

মাজা—(হঠাৎ উঠে) ‘বেশ চ'লেছে নাটকটা?’ ভাস্করনা? তোমার মনেও ‘নুর্শা ধরিয়েছে? সত্যিই বলেছো, ষ্টেজের আলোয় নেশা মিশে আছে! ঘুমের স্বপ্নটাকে জাগ্রত মনের রঙিন ফুলদানীতে বোকে ক'রে সাজিয়ে দেওয়া—মন্দ কি? তবে, আমার দোষ নিওনা, ভাস্কর না! তুমি কি মনে কর মাহুঘ বঙ্কিম প্রামোফোন? সে অল্পভূতি দিয়ে কথার পর কথা আউডে দাবে কিন্তু মনে রেখা পড়বেনা? —রেখা পড়বেই ভাস্কর না! “মরা মরা” বলতে বলতে বাঙ্গালীকি “রামে” পৌছে গেলেন, রাম বাম বললে

তার সাধনায় সিদ্ধি ক্রান্ত হ'ত। —তুমি তখনই ভুল ক'রেছিলে যখন এই নাটকে নায়কের রোলে নেমেছিলে। তোমাকে কোনো না কোনো ঘাট দিয়ে নেশায় নামতেই হবে! আমাকেও! বেশ ছিলাম যতক্ষণ এই নাটকে নামিনি। তুমি এলে বালীগঞ্জ থেকে, আমি শ্রামবাজার থেকে। দেখা হ'ল, নমস্কার করলুম। তুমি বললে গুড্ ইভনিং, আমি বললাম গুড্ ইভনিং।—মনে মনে তোমাকে নিয়ে খেলা ক'রতাম। সেটা খেলাই ছিল। হাতের কাছে কালি কলম থাকলে যেমন যে কেউ ভাঙাচোরা ছবি আঁকে। তেমনি সহজ। আমি যেন তোমার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম!—এই অজস্রবাণীর রেশমী কাঁসগুলো তোমাকে আমাকে একটা গাঁটে বেঁধে ফেলেছে। আর খোলা যাবেনা, হয়ত! ষ্টেজের বাইরের জগৎটিত আমাদের কাছে “মিথ্যে”। এই ষ্টেজের সম্পর্কগুলোই আমাদের সত্যাকারের সম্পর্ক যদি হয় তাতে ক্ষতি কি?

ভা—এটা ষ্টেজ নয় মায়া, এটা গ্রীণরুম।

মা—ষ্টেজের বাইরেটাও একটা বৃহত্তর ষ্টেজ ভাস্কর্য! জানী তুমি, তুমিও জানো—তুমি বলছিলে স্কথ ফিকশন্! আমার মনে হয় জীবনটাও তাই। এই ভালো-মন্দ, প্রেম-ভালোবাসা—এও ফিকশন্! আমরা সবাই ঔপন্যাসিক—নিজেকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করছি পলে পলে—সত্যাকারের আমি কেমন, তুমি কেমন, একি আমি জানি, না তুমি জানো? নিজেকে নিয়ে আমরা গল্প বানাচ্ছি—আমরা সেই গল্পের নায়ক বা নায়িকা—জেনে শুনেই আপন আপন গল্প সাজাচ্ছি। আমার সাজানো গল্পের নায়িকা আমি। ষ্টেজের আমিই আসল আমি, ভাস্কর্য না!

ভা—চমকে দিলে, চম্পাবতি! এ সত্য তুমি পেলো কোথায়?

মা—তবে স্বীকার ক'রে নাও।

ভা—কী স্বীকার ক'রবো মায়া?

মা—নিজেকে শুভবর্দ্ধন ভাবো, আমাকে চম্পা! ভাবতে ভাবতেই সত্যি হ'য়ে যাবে। ষ্টেজের সম্পর্ক অলীক ভাবছ কেন? এই অলীক যে সত্যি হ'য়েছে! আমি যে তোমাকে ছায়ায় মত অ্হুসরণ করছি!

ভা—বাঃ, চমৎকার! ষ্টেজে আর অভিনয়মি মিশিয়ে দেওয়া! নাটকের রোলটা বাইরেও বজায় ক'রে যাওয়া! নাটক আর জীবনে দৃষ্টি বৃষ্টি দেওয়া! চমৎকার! একটা জীবনে বহুজীবনের স্বাদ সংগ্রহ করা!

তা বেশ, তা বেশ! হাকা পাতলা জ'লো জীবনের সঙ্গে বেছে বেছে, আতর মেশানো? রঙ মেশানো? বাঃ, মল্ল বলনি মায়া। কিন্তু এই ফিকশন আমরা নিজেরা যে ইচ্ছামত গড়তে পারিনা, ডার্লিং। কোথায় অলক্ষ্যে কে ব'সে ভিয়েন ক'রছে বুঝতে পারিনা।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী—বেশ “ভিয়েন” চাপিয়েছো, দামা? জিলিপির পাক হ'চ্ছে—তুমি, বেসন, আমি সবেদা, চম্পা জাফ'রান্ আর নন্দিতা চিনির রস। নাট্যকার—বড় হালুইকর ভাস্কর। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তোমাদের দার্শনিক কোর্টশিপের টুকরো-টাকরাটা কানে এসে গেলো। তা' ঠেজ ব'য়ে বেড়াচ্ছে কেন? —হাঁ, দীপান্তরটা কেমন লাগল, চম্পা?

জা—“চম্পা”—তুমিও যে ঠেজ বয়ে বেড়াচ্ছে, রোহিণীদা! তোমারও নিস্তরঙ্গ ভরসায় সংশয়ের ঢেউ জেগেছে এই ছু'টো অক্ষের পর—নন্দিতার ওপর ভরসা বলছি।

রো—ঠিক ব'লেছো তাই।—বুঝছিনা—কেবল ভাবছি কখন এই নাটকটার অভিনয় শেষ হয়! এর মধ্যে আমরা যেন বদলে গেলাম! না জানি ব্যাপার কতদূর গড়াবে? এ জনলে কনট্রাক্ট ক'রতাম না, নন্দিতাকেও কনট্রাক্ট ক'রতে দিতাম না! কে জ্ঞান অভিনয় করতে এসে স্বাভাবিক জীবনটা হারিয়ে যাবে?

জা—যে স্বর আমাদের মনে অক্ষুট কুং টাং ক'রে বাজছিল—এই নাটকে সেই স্বর অর্কেষ্ট্রা হ'য়ে গেছে রোহিণী বাবু! তাই আমাদের স্বাভাবিক জীবনটা হারিয়ে গেল!

রো—(জোরে) কিন্তু, হারালে চলবেনা, হারালে চলবেনা!

(বলে ঘরের কোণে একটি আলাদা ছোট টেবিলের কাছে পাতা

একটি মাজ চেয়ারে বসল)

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যা—ওজ্-ইভনিং লেডিজ্ এণ্ড্ জেন্ট্‌ল্মেন। কেমন লাগছে?

জা—(ভাস্করের দিকে) ঐ উদয়দেবই ঠেজ ম্যানেজার।

ম্যা—ঠিকইত! একদল আত্মা নিয়ে যুগে যুগে সে ঠেজ ম্যানেজ ক'রে আসছে—মহাকালের ধ্বংস পরিবেশনের ভার ওর ওপর! নাটকের এইত স্পিরিট!

ভা—গ্রাণ্ড!—বুড়ো বেঁটে বিজ্ঞানধর! রক্তটা জমেছে ঠিকই, রস কোথায়
 ম্যানেজার?—তুমি, তুমি রসের যোগান দিচ্ছ। ভাস্করকে পাঁচশ',
 মায়াকে চারশ', রোহিণীকে চারশ'। নন্দিতাকে, তাইতো নন্দিতা কই?
 নন্দা—তাইতো, নন্দিতা কই? রাত হ'য়েছে, চট্ ক'রে কিছু খেয়ে নিলে
 হ'তনা?—কিন্তু নন্দিতা কই?

ম্ম—যাই, দেখে আসি।

(সকলে—রোহিণী ছাড়া—টেবিলের চারধারে বসে পড়ল ও ভৃত্য-আনীত
 চায়ে মনোনিবেশ করল)

ভা—(আবৃত্তি)—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
 নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি
 তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-
 -স্ত্রানি সংযাতি নবানী দেহী"

(ইতিমধ্যে মায়া একপ্রকার ভুলে ধরে নন্দিতাকে এনে হাজির করল)

ভা—তুমি কি চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না, নন্দিতা?

ন—চোখের মাথা যে খেয়েছি ভাস্করদা যেদিন তোমার বৈদগ্ধ্য দৃষ্ট মুখের
 দিকে চেয়েছি।

ভা—এইত কথা ফুটেছে! ললিতলবঙ্গলতা আঁচ পেয়ে যে কঞ্চি হ'য়ে গেল!
 তা ভাল! তুমিও অনেকটা বদলেছো, নন্দিতা! এখানে বোসো
 (কাছের চেয়ারে বসিয়ে)—আমিও। আজ রোহিণী বাবুর কান
 কোণে না থাকলে সকলের সম্মুখেই হয়ত তোমার কাছে প্রেম নিবেদন
 করে ফেলতাম।

(নন্দিতার কলহাস্ত)

ন—সিঁথির সিঁদুরটা অ্যচমুকা চোখে প'ড়ে তোমার বাক্ রোধ করে দিত।

ভা—তোমার ওটা ভেক বহিত নয়? আসল সিঁদুর হ'লে শোভায় গোটা
 মুখটা পূজ্য হয়ে উঠত।

রো—টকিং রাবিশ! তোমরা কি ঠেজে আর গ্রীণক্রমে কৌনো তফাৎ
 রাখবেনা নাকি? দিনকতক পরে জগৎবাবুর বাজারে পাঠ আউড়ে
 বেড়াবে দেখছি!

মা—অসম্ভব কিছু নয়, রোহিণীবাবু!

রো—শুনো আশুত হ'লাম! তা', নন্দিতা, কোথায় ছিলে?

ম—বাইরে হাওয়ায় ব'সে ছিলাম—ভাবছিলাম !

(রোহিণী ও ভাস্কর গলা বাঁড়িয়া লইল)

ম—কী ভাবছিলে নন্দিতা দি' ?

ম—ভাবছিলাম, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার...

(ভাস্করের উচ্চহাস্য)

...বাইরে ব্যালকনিতে বেরিয়ে যেতে খোলা আকাশের তলায় হঠাৎ
'মনটা বেড়ে গেল ! এই ষ্টেজটা কত ছোট ! আমাদের বাসাটি কত
ছোট ! ষ্টুডিওটা কত ছোট !

ম—আঁর, আমাদের চেনা সত্যগুলো কত ছোট ! মতগুলো কত ছোট !

সংস্কারগুলো কত ছোট ! তাই না ?

ম—ভালবাসা ছোট ? মানুষ কি এমনিই ছোট থেকে যাবে, ভাস্কর দা' ?

ম—মানুষ বাড়বে বই কি ! তবে ফিক্সন-গুলোকে বাড়াতে হবে,
বদলাতে হবে ! জীবনে বড় বড় ফিক্সন তৈরী ক'রতে হবে !—সাধারণ
জীবনেও একটি কোনো নাটকে নিজেকে ফেলতেই হয় ! নিজেকে
কেন্দ্র ক'রে নাটক যখন তৈরী ক'রতেই হবে তখন একটা বড় নাটকের
রোল নেওয়াই ভালো—এমনি ক'রে মানুষ বাড়বে ! নন্দিতা যদি সত্যি
সত্যি সূচরিতার রোলটাকে আপনান্ন জীবনের রোল ক'রে নেয় তা হ'লে
এই ছোট পরিবেশ থেকে ও মুক্ত হবে !

ম—তুমি বুঝি শুভবুদ্ধির পাট্টা নিয়ে বাঁচতে চাও, ভাস্কর দা' ? তাহ'লে
আমি কি চম্পার মত সারা জীবনটা চেয়ে যাবো. পাবো না ? তা হবে
না, ভাস্কর দা' !

ম—সংসারে চাতক নেই মায়া ? চাতক যদি হ'তে হয় ইউকালিপটাসের
উগায় বাসা বাঁধবে, কুঁড়ের ছাঁচায় বাসা বাঁধবে কেন ? চাইতে যদি হয়
'দুব' চাইবো ! 'পাওয়ার মত' চাইবো কেন ? ভুল ক'রব বড় ভুল !
ভুলের বারিষিতে ডুব—ডোবার ডুব কেন ?

(ম্যানেজারের ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ)

ম্য—সকলে তৈরী হ'ন, তৈরী হ'ন—আবহ সঙ্গীত শুরু হ'য়েছে—বৈষ্ণব
মুগে এসে গেলাম ! পীতাম্বর বনমালীর বংশী ধ্বনিতে অন্তর গোপাঙ্গনারা
কুল—ইন্দ্রিকুল ত্যাগ ক'রে গেল !

ম্য—আমার নামটা কি হ'ল ম্যানেজার ?

ম্যা—গোবামী।

রো—নামহীন, গোত্রহীন মেন গোবামী? কতকণ পাট আছে ম্যানেজার?

ম্যা—আঃ, বইখানি একবার প'ড়েও দেখবেন না! কিন্তু, শ্রীধন?

ভা—এখানে ম্যানেজার! ম্যানেজার তোমার নামটা যেন কি?

ম্যা—মুরলী। কুহ?

ম্যা—এই যে এখানে! আমার নামেই অমাবস্তা?

ম্যা—তা হোক! সপ্তলা কই?

ম—(উইংসের কানাচ হ'তে) এই যে এইখানে! বর্ষচক্র দেখছি!

(নেপথ্যে বাস্ত ও নৃত্য আরম্ভ)

একাদশ দৃশ্য

রক্তমঞ্চের আলোক গাঢ় নীল। ধীরে ধীরে বর্ষচক্র ফুট হ'তে ফুটতর হ'তে লাগল। ১ম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যের মত। ধীরে ধীরে বাস্ত ও নৃত্যের উদ্‌দামতা ও রক্তমঞ্চের আলো কমে আসতে লাগল। নেপথ্য হ'তে 'ভজনের' স্বর স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে লাগল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাইরে তুমুল ঝড় বইছে—মাঝে মাঝে মেঘ গর্জন শোনা যাচ্ছে, থেকে থেকে তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসচ্ছে—বাতায়ন ও দ্বারের কবাট কেঁপে কেঁপে উঠছে—স্বসজ্জিত কক্ষ—কেজ্রে একজন বৃদ্ধ গায়ক কোণে বীণা নিয়ে ভজন গাইছেন—তাকে ঘিরে ফুলদলের মত তরুণীরা বসে ভজনের ফাঁকে ফাঁকে সমতালে নাম গাইছে—“গিরিধারী, গিরিধারী, গিরিধারী!—চিদ্রবিহারী, বনবিহারী, গিরিধারী!”

তাদের কাছেই একটি স্বসজ্জিত উচ্চ আসনে যে তরুণী স্বেদাঙ্কুর বসে আছেন তাঁকেই লক্ষ্য করে ভজন পাওয়া হ'চ্ছে—সহসা সমতালে দরজায় কঁড়া ঝুলির আওয়াজ হ'তে গায়ক বীণা রেখে উঠে দাঁড়ালেন ও স্বরের মাধ্যম বললেন, “গিরিধারী, গিরিধারী, ঐ ঐ ঐ গিরিধারী!”

আলনোপাবষ্টা রমণী—মুরলীদা, দেখ, কে এল। গোস্বামী প্রভু ন'ন তোঁ !

গান্ধক—এ ছুঁধোগে পরম বৈষ্ণবও বেরোবে না সপ্তলা ! (উচ্চহাস্য)—এ
ছুঁধোগে রাধা যে অভিসারে বেরিয়েছেন !... তিনি নিয়নপথে প'ড়ে
যাবেন, ওই ভয়ে, গোস্বামী প্রভুরা দ্বার বন্ধ ক'রে শয্যার অশ্রয়
নিয়েছেন ! এ ঠিক গিরিধারী—গোবর্দ্ধনধারী ! (কণ্ঠ্যদের প্রতি
নির্দেশ করে)—দ্বারটা খুলে দেও, মুরলীময়ী !

(কুমারীরা পরস্পরের দিকে চাইছে)

(তাদের বিভ্রম লক্ষ্য করে) ও—মুরলীময়ী বুঝি তোদের কারো
নাম নয় ? তা, না হোক, তোরা যে কেউ খুলে দে ! [(বাইরে
অজুলির আঘাত থেকে বাইরের আহ্বায়কের অর্ধৈর্ষ বোঝা যায়)
দাঁড়াও গিরিধারী—এত' লতাবিতান নির্মিত কুঞ্জ দ্বার নয়, এ
রাজ্যেশ্বরীর আলাপন কক্ষের লৌহ কবাট—বেণু খণ্ডের চাপে হেলবে
না বংশীধারী ! অসি আনো, অসি আনো !]

(এক কণ্ঠা খুলতে উত্তত)

বাইরে একটু দাঁড়াক মুরলীধারী !... এখন খুলিস না !

সপ্তলা—মুরলীদা, ওকি ক'রছ ?

মুরলী—খুলিস না, আর একটু অধীর হোক—

(সপ্তলা নিজে উঠে খুলে দিল)

(যোজ্জ্বলশে শ্রীধনের প্রবেশ—উপানং কর্দ্ধমাক্ত)

মু—মুরলী পরিহার ক'রে তরবারিই ধরেছো দেখছি !

ল—স্বাগতম, ভদ্র—ওঁর কণ্ঠা ধরবেন না।

শ্রী—পাগল বুঝি ?

(সপ্তলা চুপ)

মু—উন্নত হ'তে হয়েছে, বনমালী !—অভিনয় !—অভিনয় ! যেমন
ভূমি অভিনয় ক'রে যাচ্ছে গিরিধারী ! কখনও বংশীবদন, কখনো
কৌরুমুক্ত তরবারি, তা চরণে কর্দ্ধম কেন, হরি ? এ যুগে বুঝি চন্দন
অঙ্কলেপের পুরিবর্জ্যে, কর্দ্ধমকে অঙ্কলেপ ক'রেছো ? পেয়েছো, অসীম
রক্ষক, নিরুপধি কাল, নটরাজ, ভূমিকার শেষ নেই তোমার !

শ্রী—আমি গিরিধারী নই, বনমালীও নই—আমি মেদপাত রাজ্যের
বর্জমান অধীশ্বর—নাম—

স—মহারাজ শ্রী শ্রীধন দেব! আপনি? আহ্নন, আসন গ্রহণ করুন।

(জনৈক দাসীর প্রতি) মুকুলবতি! মহারাজের উপানয়ন মূর্ত্ত ক'রে দে!

শ্রী—বড় হুঃসময় দেবি! আসন গ্রহণ ক'রে আপনার আতিথ্য উপভোগ

করার মত হুঃসময় নয়, সপ্তলা দেবি!

মু—সেকি চিত-চোর? হুঃসময় কি? এই ত' সময়! আকাশে ঘনঘটা—

ধূসর দিগ্‌বিদিক—অজস্র বর্ষণে জনশূন্য পথ—ধারাসম্পাতে প্রতিহত
দৃষ্টি—ভিবনে ভবনে বন্ধ বহির্দ্বার—ভবনশিখরে বিস্তৃত-কলাপ-শিগী যেন
ব্যজন ধারিণী বিলাসিনী! চতুর্দিক কাস্ত-কলরব! শুধু, বনমধ্যে মুখর
কেকা, মন মধ্যেও মুখর বর্ষণ! তোমার কুঞ্জদ্বারে শিরে মণি ধরে
দীপদণ্ডের মত দাঁড়িয়ে শঙ্খচূড়! তার মাথার মণি তোমার কুঞ্জদ্বারের
প্রদীপ!—এই ত' সময় চিতচোর!

স—চূপ করো, মুরলীদা।

মু—(অগ্ন্যস্ত্র তরুণীদের সোধোদন করে) আয় তোরা, মুরলীময়ীরা, কুঞ্জ থেকে
বেরিয়ে আয়—বাইরে আয়—আকাশ ভেঙে বর্ষণ নেমেছে, সেই ধারার
অন্তঃসার শীতল করবি আয়!

স—তোমরা এখন যাও, মুকুলবতি; দূরে যেও না—ডাকলে যেন সাড়া
পাই!

মু—আর, আমি থাকব দ্বারী! আমার পলিত কেশ ললিত যৌবনকে
পাহারা দেবে!

(সাথীদের ও মুরলীর প্রস্থান)

শ্রী—(ইতস্ততঃ করে) আমি এসেছি, সপ্তলা দেবী—

স—কেন, মহারাজ?

শ্রী—তোমার পাণিপ্রার্থনা ক'রতে!

স—(বিস্মিত) অদ্ভুত? কেন? আমার পাণির ক্ষুদ্র পালঙ্কের পুরিসর-
টুকুতে এই হুঃসময়টা নিজায় কাটাবেন নাকি, মহারাজ?

শ্রী—পরিহাস ক'রো না দেবি!

স—কিন্তু, একী অদ্ভুত “হুঃসময়” তোমার, রাজন, যে এক ছুঁবোঙ্গের রাজ্যে
সেই “হুঃসময়” প্রথম আলাপে এক অর্ধ-অপরিচিতার পাণি প্রার্থনা
ক'রতে তোমাকে বাধ্য ক'রেছে? আমি বুঝলাম না, রাজন! না,
এই কি তোমার রাজ্যের রীতি?

শ্রী—তোমার আমার রাজ্যের সাধারণ সীমান্তে বিদেশী শত্রু—এরা মন্দির লুণ্ঠন করে, নারী লুণ্ঠন করে আর সর্ব ধর্মের নীতিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে যায়! এদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তোমাকে আমাকে মিলিত হ'তে হবে!

মুরলী—(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) ছলনাময়, কত ছল তুমি জানো গিরিধারী! জ—ছলনা, শ্রীঘন দেব, এ তোমার ছলনা! আহি কি পথিক-বধু, রাজন, যে পথের একটা ইজিতে প্রহরের বধু করে নেবে?

শ্রী—তুমি আমার জয়জয়ান্তরের বধু, সপ্তলা—ছল বলছো?

(বাইরে ইতিমধ্যে মুরলী বীণা নিয়ে বসেছে ও বীণায় সুর তুলছে)

জ—অপমান ক'রোনা, শ্রীঘনদেব—কতবার আমাকে দেখেছো? যে—

শ্রী—বহুদিন তোমাকে দেখেছি, সপ্তলা, স্বপ্নে! বহু বয়ানে তোমার ঐ মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছি, সপ্তলা! কত মেঘছায়াঘন দিনে চকিতে চোখের সম্মুখে তোমার ছবি ভেসে উঠে বাদল হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! কত জ্যোৎস্না নিশীথে দিগ্‌বিদিক থেকে বিচ্ছুরিত তোমার অপাক দৃষ্টিতে মন আহত হ'য়েছে, সপ্তলা! [সেই অপাকের আধার, তোমার নয়ন, সন্ধান ক'রেছি মুক্তের মন্ত! সন্ধান পাইনি! কতদিন, পথে যেতে যেতে শুক-দ্বিপ্রহরের-চকিত-হাওয়ায়-কম্পমান আরক্ত নবীন অশ্বখ-মঞ্জরীতে তোমার ইশারারত অঙ্গুলির অগ্র দেখতে পেয়েছি। কত নর্ভকী, কত পথচারিণী, কত নটা, কত পাংশুলা, বৈরিণী, দূতী, বারমুখা, তোমার রূপের প্রতিভাসে আমার মনকে বিভ্রান্ত ক'রেছে, জীবনকে মিথ্যে জটিল ক'রেছে! তোমার প্রতিবিম্ব দেখেছি যেন শতধাখণ্ডে বিভক্তদর্পণে—কোনো কামিনীর নয়নের কোণে, কোনো পথচারিনীর গুহনিতম্বে, কোনো নর্ভকীর মুদ্রামুকুলিত অঙ্গুলিপ্রান্তে, কোনো বার-মুখ্যার রক্ত কণ্ঠস্বরে—যেন শতধাখণ্ড দর্পণে তোমাকেই দেখেছি! তাই জয়ে জয়ে ভুল ক'রেছি! তাই অন্তরে, নিরবধিকাল বিরহ জপেছে! তাই শুধু সন্ধানে সন্ধান, যুগযুগন্ধী প্রাণকে পরিভ্রান্ত ক'রেছি! তাই এতদিন এত জনকে পেয়েও তোমাকে পাইনি! (দূরগত স্তম্ভীর মেঘগর্জন)

মু. (বাইরে)—হরি! হরি!

জ—আমি এ প্রস্তাব বিচার ক'রবার সময় চাই, শ্রীঘনদেব!

শ্রী—বিচার? (সন্দেহে) তবে কি আমি আবার ভুল ক'রলাম?
 (দীর্ঘশ্বাস সংযত করে) কমা ক'রো দেবি,—মেঘালোকে, বর্ষার বর্ষণে
 মন মুগ্ধ ছিল, স্তম্ভাবিষ্ট ছিল—অসতর্ক স্তম্ভার অবসরে গোপন আশা
 যদি সহসা বাত্ময়ী হ'য়ে ওঠে, প্রলাপ ব'লে তোমার কানে বাজে, তা
 হ'লে আমারই ভুল! (বিস্ময়) আশ্চর্য! কী কাজে এসেছিলাম!
 আর, কী কাজ হোল না! এই বর্ষণ, এই মেঘস্বর, আজিকার রাজ্যের
 আর্দ্র কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিরহের রাগিণী আমাকে উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট ক'রেছে,
 সপ্তলা! সংসারের উডুপটিকে উড়িয়ে নিয়ে অসম্ভবের তটে কেনে
 দিয়েছে।]

শু—(বাইরে) জন্মস্থার কেশ পাশে জড়িয়ে প'ড়েছো, কেশব!

(সপ্তলা চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখের দিকে একবার চেয়ে :
 শ্রীঘনদেব দীর পদে বের হয়ে গেলেন—শ্রীঘনদেব বাইরে যেতে সপ্তলা
 কলকণ্ঠে হেসে উঠল—সখিরাও ভিতরে প্রবেশ করে তার সাথে হাসিতে
 যোগ দিল)

শু—(বাইরে) গোবর্দ্ধন ধারণ করো, গিরিধারি! রাসের লগ্ন এখনো
 আসে নি! (বাইরে বারংবার বিদ্যামঞ্চক'ও ভিতরে উচ্ছসিত হাস্ত
 কলরোল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আকাশ পরিষ্কার, রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধরণী, প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজার
 বিশ্রাম কক্ষের দ্বারে] “মাগধ” দ্বিপ্রহরের রাগের আলাপ করছে—দ্বারের
 দক্ষিণে স্বর্ণদণ্ডের উপর শুক স্তম্ভায় মগ্ন।

শ্রীঘনদেবের দ্বারে আবির্ভাব—কক্ষে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময়
 শুক হেসে উঠল—শুক হাসতেই শ্রীঘনদেব দ্বারে স্থাপুর মত দাঁড়িয়ে
 গেলেন ও পরমুহূর্তে শুককে শৃঙ্খল সমেত তুলে নিয়ে বিশ্রাম কক্ষের মধ্যে
 প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে বাতায়নে দাঁড়ালেন।

শ্রী—(হস্তস্থিত শুককে লক্ষ্য করে) হাসলি কেন, শুক?

(শুক আবার কলকণ্ঠে হেসে উঠল)

তবে যা—এই প্রাসাদ থেকে দূরে চ'লে যা! বনের বিহঙ্গমও ব্যাধে
 উচ্ছলকণ্ঠ! দূরে যা—দূরে যা শুক, দূরে যা!

(শিকল খুলে বাতায়ন পথ দিয়ে শুককে ছেড়ে দিলেন—ছেড়ে দিয়ে বাতায়ন পথে নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইলেন)

আগম্—(নেপথ্যে) রাজন্ জয়তু, শতং জয়তু ! বিদ্যাছায়াচ্ছদ বিরাট তোমার রাজ্য বিহঙ্গম, হে রাজন্, দস্যুর পিঙ্গরকে উপেক্ষা ক'র, অনন্তকাল ধ'রে, মর্ষর-মেখলা নর্ষদার নীরে জলপান করুক । এই ভূমির ধূলি চন্দন চূর্ণ হোক—ধূলিস্নানরত 'পক্ষিকুলের পক্ষে পক্ষে এই চন্দনধূলি দিগ্দিগন্তকে ধূসরিত করুক—আর, এই ভূমির 'অধীশ্বর' শ্রীশ্রীধনদেব, তোমার জয় হোক !

শ্রী—আশ্চর্য্য । আকাশের পাখীকে ছেড়ে দিলাম—ছাড়া পেয়ে সে আকাশে উড়ল না—পাখা ছড়িয়ে সে ধূলিতে লুটিয়ে পড়ল ; তারপর ধূলিস্নানে যেন স্নিগ্ধ হ'য়ে উড়ল আকাশে ! ঐ, তড়িৎপাখায় উড়ে চ'লে গেল ! ধূলির সঙ্গে তড়িৎ ছিল নাকি ? সেই তড়িতে কি ওর পাখার জড়তা ঘুচে গেল ?—দূরে, ঐ রাজপথের বাঁকে, শস্তক্ষেত্রে কৃষক হল চালনা করছে—সীতামুখে মুখে হিরন্ময় মাটি স্তরে স্তরে উপচে উপচে পড়ছে—মুঠো মুঠো আশীর্বাদ ! মেঘছায়ায় এই রুক্ষিণী ভূমির বর্ণ বদলাচ্ছে ! দিরা মুখ থেকে দিবসান্ত পর্য্যন্ত চপলবর্ণ সমুদ্রসমতলের মত ! মাটি, না, হিরণ্যগভের স্বপ্ন ? শস্তক্ষেত্রের ধারে গাছের ছায়ায় যুবতী হিরন্ময় কর্দ্ধমে প্রাচীর তৈরী করছে—হয়ত, তার 'ভাবী বাসর কক্ষের প্রাচীর ! ঐ দ্বাররুদ্ধ বাসর কক্ষে একদিন একটি মাত্র যুগপ্রদীপের আলো গাঢ়লোহিত বর্ণের একখানি মায়াজাল রচনা ক'রবে—সেও মাটির ইন্দ্রজাল । অরুণ হুরে মরু প্রান্তরের মুখে দিগন্তবিসর্পী ফণিগীর মত ধূলিমেঘমুখ আকাশকে বারংবার দংশনে গাঢ়লোহিত ক'রে দিয়েছে—এই ধূলি আমাদের আস্থান করছে—ঐ কর্দ্ধমকর্ষিতা শস্তপ্রাণা ভূমি আমাদের আকর্ষণ ক'রছে—এই ধূলিজাল আমার সনাতন ধ্বজা—এই ধূলি-মেঘজাল সনাতন—এই ভূভাগের লক্ষ কোটি মানুষের ষ্টম্ভযুগ্মান্তরের ভাগ্যের উপর সঞ্চারমান—

(অদূরে ভেদ্য-ধ্বনি—দেখতে দেখতে তাঁর সঙ্গুথ দিয়ে একদল সৈন্ত ধূলি উড়িয়ে চলে গেল)

সৈন্তেরা চ'লে গেল সীমান্ত প্রহরায়—উড়ন্ত ধূলি তাদের ললাটে মুহূর্তের অন্ত জয়টিকা একে দিল—

দ্বাগাধ—(নেপথ্যে) তোমার জয় হোক, অভ্যমিহ, তোমার রাজ্যের পবিত্র
রজঃ তোমার উক্ত বিজয় কেতনের কল্পনে কল্পনে শত্রুর নয়নে নিষ্কিপ্ত
হোক—তোমার জয় হোক, মহারাজ!

(মুরলীর প্রবেশ)

মু—জয় হোক, গিরিধারী!

শ্রী—মুরলী? এসো বন্ধু, এসো। কী সংবাদ? সংকল্প শুভ ত?

মু—চোখে ত' অন্তত দেখিনা গিরিধারী! এ চোখ নিয়ত তোমাকেই
দেখে! তবে মনে মনে গুম্বরে মরছি, পীতাম্বর! বংশীধারী, গোবর্দ্ধন
ধারণ করো; তা না হ'লে, গোপা যারা তারা বিনষ্ট হবে—গৌকুল
নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে—

শ্রী—মুরলী, পরিষ্কার ক'রে বলো। তোমার ইঙ্গিত আমি ঠিক বুঝতে
পারছি না মুরলী! তুমি কি আরাবল্লী রক্ষা বলছ? আরাবল্লী আমি
রক্ষা করব, মুরলী! ভারতবর্ষের কটিদেশের এই তরবারি স্থানচ্যুত
হবে না—এই তরবারির ফলকমূল ইন্দ্রপ্রস্থ, নন্দদাতীরের মর্ম্মর শৈল এর
মুষ্টি—এ তরবারি কখনও স্থানচ্যুত হবে না, মুরলী—যদি জয়জয়ান্তর
এ শৈলে প্রহরা দিতে হয় তাতেও শ্রীঘ্ন পশ্চাদ্দপদ নয়—

মু—ঠিক! ঠিক! গিরিধারী!—এ ত' গোবর্দ্ধন!

শ্রী—তুমি আমার নাম দিয়েছো, গিরিধারী—তাই হোক—তবে স্মেনে
রাখো মুরলী এ আমার গোবর্দ্ধন—এ আরাবল্লী! (মাটির দিকে
নির্দেশ করে) এই আমার যশোদা, মুরলী, এই মাটি। আর রাখা?

(সূর্যাস্ত সিন্দুর পশিম আকাশের দিকে চেয়ে)

এ অশোকবর্ণা সলজ্জ দিগন্তরেখা আমার রাখার অবগুণ্ঠন! আমার
রাখা চিরঅবগুণ্ঠনবর্তী—আমার অভিসার পথ রক্তচিহ্নিত—এজন্মে
যতদূর এই অভিসারে অগ্রসর হব ততদূর পথ তরবারিচ্ছিন্ন দেহবস্ত্রের
চিহ্নে চিহ্নিত ক'রে যাবো, পরজন্মে সেই শেষ রক্ত বিন্দু থেকে জ্বাবার
আমার অভিসার যাত্রা শুরু হবে। কেমন? ঠিক নয়, মুরলী?

মু—মুরলী ফেলে'দিয়ে অসি ধ'রেছো, গিরিধারী—মুরলী কি বলবে? মুরলী
চাম গোবর্দ্ধন ধারণ শেষ হ'লে তুমি বৃন্দাবনে ফিরে যেও—

শ্রী—দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে হিমাচল—সবটা আমার বৃন্দাবন—

মু—বুন্ডাবনের খবর জানে বুন্ডা! বুন্ডা আসবে—বুন্ডা তোমার পথ চেয়ে ঘারে পাড়িয়ে আছে!

শ্রী—সে কে মুরলী? সেও এক নারী নাকি?

মু—(হেসে) সেও এক নারী, গিরিধারী! বহুজন্মপূর্বে তোমার শ্রীচরণের সঙ্গে এক ফাঁসে তার প্রাণকে জড়িয়েছে! আসবে বৈকি? মুরলী এলো, আর বুন্ডা আসবে না? (শিলাধ্বনি) তোমার ডাক পড়েছে, তুমি যাও গিরিধারী! আবার সময় হ'লে দেখা হবে!

শ্রী—হ্যাঁ, মুরলী, ডাক প'ড়েছে! ঐ তড়িতমন্ত বিম্বপ্রাণীর চলৎশক্তির আশ্রয়, ঐ হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন, ঐ বর্ণঘন ধূলি আমাকে ডাকছে, মুরলী!—মনে হোল।

[ঐ করিতাতুমি উদ্ভিন্ন হৃদয়ে আমাকে আহ্বান ক'রছে—মনে হল দিগন্ত বলয়ের উড্ডীন ধূলিকেতন মীনকেতনের মত মনকে মোহাবিষ্ট ক'রেছে—মনে হ'ল সূর্যোদয়কালের রাত্রিতে প্রদীপের আলোকে মৃৎকঙ্কের গাঢ় রক্তাভা—এরা আমাকে আকুল ক'রেছে—আজ মাটি আমাকে ডেকেছে মুরলী—এসো যাবার আগে আমাকে একটা টিকা পরিয়ে দাও—এই অমর যুক্তিকার টিকা! যেন এই দেশের যুক্তিকার সঙ্গে আমি অমর হই।

(ভেরী ধ্বনি) (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(নদীতীর—সময় দুই প্রহর রাত্রি—রাত্রি জ্যোৎস্নামত্তা—নদীতীরে গোক্ষমী প্রভু ও সপ্তলা। দূরে সপ্তলার প্রাসাদ জ্বলেছে—সপ্তলা সেই জ্বলন্ত প্রাসাদের দিকে চেয়ে আছেন—গোক্ষমী প্রভু নদীতীরে পায়চারি করছেন। গোক্ষমী—আজ সন্ধ্যার সহস্র মুদ্রা দিয়ে নৌকা ঠিক ক'রেছি—ঠিক মধ্যরাত্রিতে পার ক'রে দেবার কথা, এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই!

সপ্তলা—যখন মুরলী চ'লে গেল তখনই বুঝেছিলাম অন্তত আসতে দেবী নেই—কিন্তু এত সহসা যে আসবে তা অনুমান করতে পারি নি—

গো—মধ্যরাত্রি ত' প্রায় পার হোল—নৌকা কই?—ঐ নয়?—নাঃ, ও পারের তাপসভকর ছায়া! ঐ বুঝি এলোমেলো হাণ্ডিয়ার নৌকোর পাল পত পত করছে। ঝঃ, বান বাড়ছে তারই শব্দ—

মু—আমার অক্লপূর মন্দিরের গিরিধারী বোধহয় চূর্ণ-বিচূর্ণ—

গো—ঐ বুঝি দাঁড়ের শব্দ? নাঃ—বানের জল বাড়তে বাড়তে বুঝি জলবেড়সের বনে ঘুমন্ত কারওব বা টিটিডের পিট ছাপিয়ে গেল—
আর, পাশ্চী, অলস পাখার ঝাপটে বান এড়িয়ে তীরের দিকে সরে গেল—নাঃ—ও শব্দ দাঁড়ের নয়!—বাসুদেব, বাসুদেব, বনমালী!—

সেদিন কেন জানি হাসি পেল। এতই কি অসম্ভব? দুর্ভাগ্য সহসা আসতে পারে আর, সৌভাগ্য সহসা আসতে পারে না? সেদিনের চপল অবহেলা বুঝি চিরতরে সৌভাগ্যের বুক ভেঙ্গে দিলে! আরুতি, তুমি আসতে পারো না? সেদিন এসেছিলে মেঘগর্জনকে মাধ্যম করে আমার মত সামান্যতাকে যাক্ষা করতে, আর, আজ তাকে পার করতে তোমার তরবারিখানা সম্মুখে ধরতে পারো না? সেই অসির বক্রধার সংক্রমে আমার আত্মা এই কলঙ্ক কালিন্দী পার হবে। আর একবার তুমি আসতে পারো না, শ্রীঘনদেব?

গো—গান গেয়ে এক মাঝি আসছে। কিন্তু হুরটি বিদেশী—শত্রুর নৌকা নয়ত?

(দূর হ'তে অক্ষুট গানের রেশ ভেসে আসছে)

স—মুরলী ঠিক ব'লেছিল, তুমিই গিরিধারী—গিরিধারী—মুরলীকে সঙ্গে নিয়ে তুমি চ'লে গেছি—আনমনা ছিলাম—আসা যাওয়া টের পাইনি, পীতাম্বর!—আজ ব্যাকুলখাসে কম্পিতবুকে, হস্তর কলঙ্ক যমুনা পার কর লীলানাবিক—এই জীবন যমুনা পার কর। আশার পসরা নয়নের জলে ভারী, শ্রাম—দূরে কুঞ্জে বহি, তোমার রোষ হৃষিকেশ।
পার কর—পার কর! ঐ তোমার নৌকা ন্যাবিক, ঐ বুঝি বংশীরব?

(নৌকা যত কাছে আসতে লাগল গান তত স্পষ্টতর হয়ে উঠল, নারীকণ্ঠের পারসীক গজল। নৌকা কাছে এলে দেখা গেল এক নারী হাল ধরে বসে আছে। তীরের কাছে এসে গান থামল)

নাবিকনারী—সারাটা নদীপথ গজল গেয়ে এসেছি, পোখামী—তা না হ'লে ধরা প'ড়ে যেতাম। দেখছো, পোখাটাকাও পরেছি তুঁকি—এই পোখাকে আমি এতকাল অভ্যস্ত ছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আমাকে যে পোখাকে দেখেছো সেটা আমার পেশার পোখাক—আমার, রূপক পোখাক, তোমার দেশের বাঘরা আর কাঁচুলি।—পেশায় আমি কী, জানত? পোখামীর গা রি রি করছে নাকি? যাক, উঠে এটো—সময় হ'য়েছে,

পার করতে সারাটা রাত লাগবে; তার উপর বান প'ড়েছে—

তা ওট কে গোস্বামী? একরাশি লজ্জাকে পোষাক পরিয়ে এনেছো নাকি? লজ্জা তোমার সঙ্গিনী, গোস্বামী! যাক, ওঠো, বানের ভোড়ে নৌকা ঘাটে রাখা দায়! তুমিও ওঠো গো, [উঠ তিবুকের সরম!] (দুইজনে নৌকায় ওঠার পর) গোস্বামী, বলত', তোমাদের ভাষাটা কেমন শিখেছি? [এইত' কদিন মাত্র তোমাদের দেশে এসেছি, এর মধ্যে কেমন শিখে ফেলেছি দেখছো? শিখতে মোটেই কষ্ট হয় নি—ভাষাটা খুব চেনা চেনা মনে হ'য়েছে, বিশ বছরবেব আগের স্মৃতির মতো—পোষাকটাকেও ভালবেসেছি, এর সঙ্গে যেন পূর্বজন্ম থেকে সই পাতানো ছিল। আমরাত' পূর্বজন্ম মানিনে, গোস্বামী। মানলে বলতাম, আমি পূর্বজন্মে এই দেশেরই ছিলাম]

জ—তোমার দেশ কোথায়, মেয়ে?

নারিক—ঠিক জানিনা, শোনা কথা, লোকে বলে বস্রা, আমাব মনে হয়, বৃন্দলগুণ্ড, অন্তরটি মরুভূমির মত প্রকাণ্ড আর শুকনো।

জ—এদেশে কোথায় থাকতে?

নারি—তোমাব রাজধানীতে, রাণী।

জ—কোনো দিনও তোমাকে দেখিনি।

নারি—(হেসে উঠল) তোমার কথা শুনে আমাব যমুনায় ডুবে মরতে ইচ্ছে করছে বাণী। পুরুষ হ'ল দেখতে! গোস্বামী দেখেছে, কতদিন—থুড়ি—কতরাত।—জিগোস করনা! ওকেও পায়ে ঘুঙুব পরিয়ে নাচিয়েছি। একদিন নৃত্যের পর প্রভু বললে, ওর নাকি বাধিকা ভাব এসেছিল। একদিন এক পিয়ালা সরাব দিলাম—বললে কি জানো? বললে রাধাচরণঅলঙ্ক!—চঞ্চল কেন, গোসাই? নৌকা যে চ'লছে! যমুনায় ঝাঁপ দেবে নাকি? 'ঝাঁপ দিয়োনা' গোসাই, পায়ে পড়ি তব, 'ঝাঁপ দিয়ো না গোসাই।'—হ'লত? স্বরে স্বর মিলল ত?

গো—(চুত্ৰকণ্ঠে) হুহ!

হুহু—আপনি ধরা দিলে গোসাই! আমার নামটা ব'লে নিজের ধরা দিলে!

জ—গিরিধারী! 'দ্বিরিধারী! একি শাস্তি দিলে, গিরিধারী?

(সমস্ত লোজা হয়ে দাঁড়াল ও ধীরে ধীরে নৌকার এক কিনারায় গেল। হুহ, মুহূর্তের মধ্যে উঠে তাঁকে বকে জড়িয়ে টেনে নৌকার মধ্যে এনে ফেলল)

কু—ও হ'তে দেব না, রাণী ! আমি এপার থেকে ওপারে পার ক'রে দেবো !

ওপারে পৌছে পাহাড়ে পাহাড়ে মাথা কুটে মরো, বাধা দেব না !

সেই পারসীক গজলখানি পুনরায় ধরল : তাকে শুধু টেনে এনে হালের কাছে বসাল)

এর কি মানে জানো, রাণী ? মানে, আমার দেহ সরাবের পিয়ালা, প্রিয়ের হাতে এই পিয়ালার কানায় কানায় লাল খুনের মত সরাব টলমল করে, অস্ত্র সবার হাতে এ পিয়ালায় সরাব ভরা থাকে না, অদৃষ্ট চিড় দিয়ে বেরিয়ে যায়। এমন যেন মসলীন, যার মনের উপর মিলেছি সে টের পায় না, তাইত' হুঃখ। পিরীত যেন বুকে লুকোনো খোলা দামাঞ্চ তরবারি ! বসতে দেয় না, শুতে দেয় না, ঘুমতে দেয় না। যেন ঘানের জল—কলরব করে, ঢুকল ভাজে, কিন্তু পথ চেনে না ! প্রথম কলির মানে এই। দ্বিতীয় কলিতে বলছে, প্রেমিকের ঘুম রাতকামা, রাতে আসে নু, ছাঁচের নীচে ঘুরঘুর করে—প্রেমিকের হুঃখ লগ হারানোয় ; তুমি লগ হারিয়েছো, তাই না, রাণী ? আমি বুঝেছি।]

স—আমাকে ফিরতি খেঁয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যেও কুহ। আমি ওপারে নামব না—অচেনা পারে নামিয়ে দিও না, সে আমাকে খুঁজে পাবে না !

কু—তোমাকে কেমন ক'রে ভরসা দেব, রাণী ? এপার যে নিরাপদ নয়—(হেসে) ভুল যে গৌড়াতে ক'রেছো রাণী, 'লগ হারিয়েছো, আজ মনে মনে উড়ন্ত পালিয়ে বাওয়া লগের পিছু পিছু ছুটছ ! যে ঢেউ নদীতে জেগে পাড়ে নিঃশেষে ভাঙ্গল, তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায় ? তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কি ক'রব ? কোথায় রাখব ? আমার জীবনের কি কিছু ঠিক আছে দেবি ? [আজ দেখছো বুলবুলের মত পারসীক গজল গাইতে, কাল হয়তো শুনবে, হাসতে হাসতে আমার মাথায় খুন চেপে গেছে, আর, আমি আরাবস্ত্রীর চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে মরেছি ! আমার জীবন বেনোজলে ঘুলী—কখন কোন্ চড়ায় ঘুরি তার ঠিকানা জানা নেই]—তার উপর তোমার জীবনত' আমার বেগীর মত একটুখানি নয়, রাণী, যে, শুটিয়ে মাথার খোঁপায় তোমাকে লুকিয়ে রাখব ; তোমার জীবন বাদশার পাগড়ীর কোশজোড়া মসলীন—দিগবিদিকের সম্মানী সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য আশুয়ারের মত তোমাকে পারে পারে অতুলন করছে। আমি পারবনা—আমি পারবনা। তুমি লগ খুঁজেছো, এই

খোয়া-লয়ের প্রেত তোমাকে অহুসরণ করছে— আমি তাকে কি ঠেকাতে পারি? আর ঠেকাবোই বা কেন? যে লয় তোমার মাথার উপর দিয়ে ব্যর্থ ব'য়ে গেল—সেই হয়তো আমার ত্যাগের মকদ্দমির উপর আপনাকে নিঃশেষ করে দেবে।

ল—শ্রীঘনদেবের হৃদয় আকাজকা কর কুহু?

কু—এ আকাজকা বল কি? আবার একটা আলোয়া পাবো—তার পিছনে

• ছুটে ছুটে জীবন কেটে যাবে—আমার মন যে দাঁড়াতে পারে না!

• তাকে ছুটেই হবে।

ল—তবে আমি মরবনা কুহু!

কু—পারতো বেঁচে থাকো!

(বলে নৌকা হ'তে ঝাঁপ দিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষে পড়ে গেল)

(নৌকা ডুবে গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

(মেঘগর্জন সম্বলিত ঘন অন্ধকার রাত্রি—নগরীর পরিত্যক্ত এক পথে একটি মশাল হাতে পরিপূর্ণ যোদ্ধাবেশে শ্রীঘনদেব ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন—কোন প্রাসাদে দীপ জ্বলেনি—নগরী সম্পূর্ণ নিশ্চন্দ্রদীপ, মাঝে মাঝে ক্লান্ত মুখের মানুষের আন্তনাদ শোনা যাচ্ছে—দূরে কোথাও কোথাও দুই একটি ধূম কুণ্ডলীর মধ্যে অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে—মাঝে মাঝে শৃগাল কিংবা কুকুর পথকে সচকিত করে ছুটে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে):

শ্রীঘনদেব—এইত মানুষ! কত ভীত, কত সশঙ্ক!—পিতৃপিতামহের গৃহ আর একটি দেহ—পিতৃপিতামহের মৃত্তিকা শাশ্বত শরীর—মানুষ দেহত্যাগকে ভয় করে—গৃহত্যাগকে ভয় করেনা, ভূমি-ত্যাগকে ভয় করে না—একটি জন্মের আশ্রয় এই স্বকে আবরিত দেহ—পিতৃপিতামহের গৃহ বহু জন্মের! এই ভূমি-জন্ম-জন্মকালের! তবু, এই ভূমি ত্যাগ করতে, কারো মায়া হোলনা—স্বকের দেহখানা নিয়ে অপরিচিত বিবরের সন্ধানে চ'লে গেল! ভীত, কাণ্ডব! পাপের পঙ্কিত কলশে মধ্যে দশনহীন কীটের মত লক্ষ্যবস্তুই এদের সাহস; তবু, ওরা না, আমি হতভাগ্য! একটা মানুষ নেই, বাকি আত্মা ক'রে

বলব—“দাঁড়াও, এই ভূমি এই গৃহকে রক্ষা করতে স্বকের আশ্রয়টিকে চূর্ণ ক’রে দাও—দেহত্যাগের চেয়ে গৃহত্যাগ গুরুতর মৃত্যু, দেশত্যাগ গরিষ্ঠ মৃত্যু ; ক্ষুদ্র মৃত্যুই বিনিময়ে বৃহৎ মৃত্যুর প্রতিরোধ কর ! কোথাও কেউ নেই, কোনো প্রাসাদে একটা প্রদীপ নেই—পরিত্যক্ত গৃহের উন্মুক্তদ্বার, অপঘাত মৃতের মুখ ব্যাদানের মত বীভৎস ! পরিত্যক্ত নগরী যেন প্রেতলোক—দূরে ধূমের সঙ্গে দুই একটা শিখা ! চিত্তা যেন নির্দোষের মুখে ! উচ্ছ্বল বাতাস জলন্ত চিতার চতুষ্পার্শ্বের উপজ্বল-বাতাসের মত ! হয়তো আগামী প্রভাতে দেখব, আরাবল্লীর অরণ্য থেকে কোটি কোটি বিল্লী এই নগরীতে নেমে এসেছে—দেখব, এই ভূমি ধ্যানে ব’সেছে মহাকাঙ্ক্ষার মত ! আবার যে বীর ভালবেসে এই কান্ডারকে জনপদে রূপান্তরিত ক’রবে তারই হুঃসহ উত্তপ্ত অপেক্ষায় ! এই পূজবতী ভূমির বক্ষ্যাবেদনা আবার কবে প্রজাপতির প্রসন্নতা পাবে কে জানে ?

(চলতে চলতে সহসা একটি শবে পা ঠেকে গেল)

ভূমি বুঝি পালাতে পারোনি ! কিংবা এই লক্ষ্যজনের হৃদয়গগরন্ত মাটিকে ভালবেসে আপন হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু এই মাটিতে ঢেলে দিয়েছে ?

(সহসা মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎচমক)

*কিন্তু, তুমি কই ?

নেপথ্যে—কে কই ?

শ্রী—এই যে ছায়ার মত সামনে সামনে এতদূর এলে, তুমি কই ? যে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে সেই আশ্রয়ে তুমি ফিরে এসেছো—বুঝি ? কই দেখি, কে তুমি ? (মশাল শবের মুখের কাছে ধরে) তোমাকে চিনতে পারলাম না । তুমি যেই হও আমাকে ডেকে আনলে কেন ?

নে—ভুল ! শ্রীঘনদেব, তোমার নিজের মনের বাসনা পথপ্রদর্শকের মত তোমাকে টেনে এনেছে !

শ্রী—কীসের বাসনা ?

নে—সপ্তকাক্ষে দেখার বাসনা ।

শ্রী—জানি, সপ্তকাক্ষ নেই, অপছন্দতা সীতার মত অপহরণ পথেপথে স্বর্গালঙ্কার খুলতে খুলতে যায়নি—সে একেবারে চিহ্ন বিলুপ্ত ক’রে চ’লে গেছে—

নে—তবু এসেছিলে ?—ভেবেছিলে—

শ্রী—না, না, আমি কিছু ভাবিনি—পা ছুটো বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে।

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠের উচ্চহাস্য)

(দম্কা হাওয়ার শ্রীধনদেবের মশালটি নিভে গেল—দেখা গেল নিকটে একটি ঘারে প্রদীপ হাতে করে একটি যুবতী দাঁড়িয়ে দীপালোকিত মুখে মুহূ হাসছে)

যুবতী—পা ছুটো বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে? বেশত! সারা শরীরটাই যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষতি কি সেনানী?

শ্রী—কে তুমি?

যু—আমি কুহু কিংবা কুহু—একটি গ্রহরের বাসন্তীস্পর্শের জন্ত সারারাত্টি এই শব্দজার পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি—অবাক হ'য়ে গেছো। কেন? শিশির শেষে ঝরাপাতার ধারে বসন্তের অপেক্ষায় কোকিলাবে দেখনি? দেখো—(নিজের মুখের কাছে প্রদীপটি তুলে ধরল)

শ্রী—'বৃন্দাবনের খবর জানে বৃন্দা, বৃন্দা তোমার পথ চেয়ে ঘারে দাঁড়িয়ে আছে'—মনে হ'চ্ছে, চেনা চেনা—গোণা সংখ্যার মত—স্বহস্তে বোন জালের মত—তোমাকে দেখে সহসা আমার সমুদ্রকে মনে প'ড়ে গেল—মনের মধ্যে ভেসে উঠল সমুদ্র আমার সমুদ্রে পরিত্যক্ত খুব প্রাচীন একখান পোতের ছবি! তুমি কি বিদেশিনী?

কু—কোনো উন্মাদ সৈনিক! পোতের ছবি?—কুহুয়ের পরিচয় কি উদ্ভাটনের নামে, সেনানী? জানতে চাও, পরে বলছি, স'রে এসো। মশাল নিভে গেছে, জালবে না?

শ্রী—তাইভ, জেলে দাঁও! (মশাল জলে উঠল)

কু—(শ্রীধনদেবকে মশালের আলোকে স্থম্পষ্ট দেখে) সেইইত!

শ্রী—কে? কে সেই?

কু—তুমি তার লটলয়ের নক্ষত্র—

শ্রী—কার?

কু—(অভিভূতা) সেই থাকে মধ্যরাতে 'পার' ক'রে দিয়ে এলাম—সেই সে—নাম মনে পড়ছে না—নবমল্লিকার মত মিষ্ট একটা নাম—অকুল জ্যোৎস্নার বানের জলে দিক্‌হারা পাখীর মত ভেসে চ'লে গেল!—আমি ভাসিয়ে দিলাম! তুমি কি তার লটলয়ের নক্ষত্র? তুমি আমার ক্ষেত্রে দাঁড়াও—আমার ভাগ্যের মার্গশীর্ষে—তুমি বললে "চেনা

‘চেনা’—আমার মনে হ’ল কখন’ কোনো যাত্রার জানালা দিয়ে তোমাকে দেখেছি—হয়ত জগজগৎ খজনার মত তোমার দৃষ্টিক্ষেত্রের অন্ধনে নেচে বেড়িয়েছি।—মর্দন হ’ল, তুল দিক দিয়ে তোমার হৃদয় বন্দরে ভিড়েছি—তবু, তুমি আমার লগ্নের অধীশ্বর—আমার জগজগতের মঙ্গল—দাঁড়িয়ে আছো পঞ্চমে—আমার জীবনটাই পঞ্চমে বাধা—ধৈর্যতে নিখাদে নামে না! আমায় কোথায় দেখেছো, বলত’?

শ্রী—মনে পড়েছে না—মাথায় কি হঠাৎ আঘাত লাগল? (মাথায় হাত দিল) না, কোথায় রক্ত? অশরীরী নই ত? এই ত’ সশরীরে দাঁড়িয়ে আছি—এই ত’ পাশে ছায়া? মনে হ’ল কে যেন অন্ধকারে আমাকে খুঁজে ফিরছে—এই ত’ রয়েছে!

কু—ও কিছু না। এক উৎসব গৃহস্থের একটা মার্জার প্রভুপত্নীকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে, তারই পায়ের শব্দ—

শ্রী—মায়া? প্রেহলিকা? যতিভ্রম? কিংবা স্বপ্ন? কিন্তু মনটা টনটন ক’রছে—যেন পুরোনো স্মৃতির পুনরুদগমের বেদনায়—
(পায়ের কাছে মার্জারটির করুণ শব্দ)

(উচ্চহাস)

কু—(চমকে) অমন ক’রে হাসছো কেন?

শ্রী—স্বপ্ন হ’লে হাসিতে ভেঙে যাবে।

কু—ভেঙে গেল?

শ্রী—এখনো না। রাত্রি অনেকদূর গড়িয়েছে—গভীর অবসাদে শরীর তন্দ্রায় অভিভূত—মনটাই একা ভেগে র’য়েছে—মনের তুলু শুধুই দেবার জগে ইঞ্জিরের প্রহরা নেই—তন্দ্রার মূর্ধে অর্ধনীমিলিত চোখে শিয়রের উপাধানটাও কখন কখন সমুদ্রক্ষেণার বিলম্ব সৃষ্টি করে—গৃহপালিত সাদা মার্জারের মুণ্ডটাকেও শশাঙ্ক মনে হয়—

কু—তবে যে বললে পুরাণো স্মৃতির পুনরুদগমের বেদনা?

শ্রী—হা, বেদনা—অস্তরের চতুর্দিকেই বেদনা, না রোগের না নীবাগেন্দ্র—
দেখি, তোমার মুখখানায় ভাল ক’রে দেখি!—মনে পড়েছে—

কু—কী মনে পড়েছে?

শ্রী—ধরতে পারছি না—তবু যেন মনে পড়েছে—তোমাকে ‘কোথাও দেখে থাকব—পথের ধারে কিংবা নদীর ঘাটে—বিপদিতে কোকু, পুশরায়

পাশে, কিংবা কোনো সঙ্গীতের আসরে—সেদিন দারুণ দুর্ভোগ—কোনো
ভক্তনের বাসরে ছিলে কি ?

কু—না।

শ্রী—তবে কি একদিন বিব্রাহরের প্রথর রৌদ্রে প্রবালের মত রাঙা মাটি নিয়ে
নিজের কক্ষের দেওয়াল গাঁথছিলে ? মাথায় অবশুষ্ঠণ ছিল না, কপালে,
গণ্ডে ঘামে অলক ব'সে গিয়েছিল !

কু—না।

শ্রী—তবে কোথায় দেখলাম, স্বপ্নে না কাব্যে ? কাব্যেই হবে—ইন্দ্রিয়
ভোমাকে চেনেনা—শুধু মন চেনে, তুমি মনে মনে গড়া !

সেপাধ্য—হায় মাহুকের মন ! বৃদ্ধে বন্দী তরল বায়ু ! সেই বৃদ্ধদের গায়ে
কত খণ্ড খণ্ড ইজ্ঞখন্ড ! আর, কত ছন্নছাড়া রসচ্ছবি ! বৃদ্ধ কাটে
যখন সে কল্লোল ছেড়ে কূলে ঠেকে—মন ভেঙে চুরমার হয় যখন স্বপ্ন
প্রবাহ ছেড়ে সে বাস্তবের বালিতে ঠেকে—হায় মন !

শ্রী—মনে মনে গড়া তুমি !

(অদূরে বজ্রপাতের শব্দ, দু'জনেরই মোহ ভেঙে গেল। শ্রীঘনদেব
পূর্বের মত হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কুহু প্রদীপ হাতে করে
পূর্বের মত নিশ্চল হয়ে ঘারে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন ইতিমধ্যে তাদের
মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় নি। শ্রীঘনদেব চলতে শুরু করলেন।
'কুহু খিল খিল করে হেসে উঠল)

শ্রী—(চমকে) কে ? কে তুমি ?

কু—স'রে এসে দেখ স্য, সেনানী ! আমি ত' তুর্কী যোদ্ধা নই ?

শ্রী—(সরে এসে) শূণ্যলী, পেচকীর জাত ! বিশ্ব ম'রে গেলেও এরা
বেঁচে থাকে ! বিশ্ব আঁধার হ'লেও এরা শিকার দেখতে পায় !

কু—তোমরা ত' এখনো মরোনি, সেনানী ! তাই' আমরা বেঁচে আছি—
বিশ্ব ধ্বংস হ'লেও আমরা হুজাত বেঁচে থাকবো—এসো, রক্তপাত্রে হৃগন্ধি
কাজ লাজানো আছে, দুষ্কফেননিভ শয্যা পাতা আছে ; লজ্জা কি সখা ?
সব সন্ধানী নয়ন মুদে গেছে !

(দূরে ঘন ঘন মেঘ গর্জনে .

শ্রী—শ্রীহরি ! শ্রীহরি ! (চলে যেতে উদ্ভত)

কু—কেমনা, তুমি যেওনা ! আমি সোনার অশ্বার ঘারে দাঁড়িয়ে প্রদীপ

ধ'রে প্রহরের পর প্রহর গগিনি!—আমি মাল্লবের অস্ত্রে অপেক্ষা করছিলাম—এখন বুঝেছি কার জন্ত প্রবাগকে বশেষ ক'রেছি! আমি তোমারই জন্ত বরবশিতা, আমাকে যুগা ক'রো না! তুমি মৃত্যু, তোমার জন্ত পক্ষকে আশ্রয় করে আমি পক্ষজিনী!

শ্রী—শ্রীহরি! শ্রীহরি! (চলে যাচ্ছেন)

কু—চলে যাচ্ছে? কোথা যাবে তপন? যুগ যুগান্তর ধ'রে কুহেলী উত্তরীয়কে সরাতে পেরেছো, কি তেজস্বী? অনন্তকাল ধ'রে জলে' জলে' আপন বক্ষের কলককে পোড়াতে পেরেছো কি? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো—চিরন্তনী কুহেলিকার মত, শাশ্বত কলকের মত! —যাবে, যাও! আজ থেকে তোমার যা ধর্ম তাই আমারও ধর্ম হ'ল— তোমার যা প্রিয় তাই আমারও প্রিয় হ'ল—তুমি যে কর্মে দুর্ন্দা, যে প্রেমে আত্মহারা, যে যুদ্ধে কায়মনো-বাক্যে মগ্ন, সেই কর্মপ্রেম-সংগ্রামে আমি তোমার সাথী—অল্পকরণে দুর্ন্দা! যাবে, যাও!

শ্রী—শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি—(চলে গেল)

(কুহু সহসা কান্নায় ভেঙে পড়ল)

পঞ্চম দৃশ্য

(শ্রীধনদেব শিবিরে ধুমন্ত—নেপথ্যে বহুবাত্তসম্বলিত নৃত্য—শিবিরের কক্ষে একটিমাত্র প্রদীপ জলছে ও বাতাসে আন্দোলিত শিখার নীচে ছাঁরী নাচছে—এই নেপথ্য-নৃত্য কখনও যুদ্ধ কখনও উদ্দাম হয়ে উঠছে)

(শ্রীধনদেব ধীরে ধীরে শয্যা হতে উঠে দাঁড়ালেন)

শ্রী—(উঠে) চন্দনদাস, চন্দনদাস!

(নায়কের আবির্ভাব)

না—মহারাজ!

শ্রী—আমার বিনামূল্যে শিবিরের মধ্যে এই গভীর রাত্রিতে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করলে কে? আমার সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে কোনো পরিচালিকা আসে নি—কিন্তু, গান-গুনে মনে হ'চ্ছে নারীকণ্ঠ! হয়ত কোন গুপ্তচরী সৈন্তদের বিভ্রান্ত করবার জন্ত শিবিরে এসেছে—হয়ত গানের ছলে নিকটের শত্রুকে ইঙ্গিত দিচ্ছে—কার আদেশে এই নৃত্যগীত?

না—(বিস্মিত)—নৃত্যগীত? নারীকণ্ঠ?

শ্রী—কেন, কখনে পাচ্ছে না ?

না—না, মহারাজ, শিবির ত' নিশ্চয়—ঘোড়াগুলো ছাড়া আছে—তাদের হু' একটি জ্যোৎস্না গেয়ে এদিক ওদিক চ'রে বেড়াচ্ছে—তাদের খুঁরের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই (নেপথ্যে ঠক ঠক করে হু' একটি আওয়াজ)

শ্রী—তুমি এইখানে দাঁড়াও—আমি বেরিয়ে দেখে আসছি—কই, মশালটি দাও ! (মশাল নিয়ে প্রস্থান)

না—মহারাজের শরীর ক্রমশঃ খারাপ হ'চ্ছে—যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন—বিরাটের অবসর পাচ্ছেন না—বহুদিনের মধ্যে নিশ্চিন্ত ঘুমের সুযোগ পাননি, মহারাজের ঘুম অর্ধজাগরণ—জাগ্রত অবস্থায় স্নায়ুপ্রখরতা নিজাতেও নষ্ট হয় না—বরং নিজায় যেন মহারাজের ইন্দ্রিয় প্রখরতর হ'য়ে ওঠে—কিন্তু কই ? আজ ত' নাচগানের কোনো শব্দই কোনো দিকে নেই ! চারিপাশের চারি কোণের মধ্যে নেই ! বাতাস নেই, গাছের পাতা পর্যন্ত নড়েনি, শিবিরের পতাকা পর্যন্ত নড়েনি, যে পাতার মর্মর বা পতাকার পতপত শব্দ থেকে গুর প্রখর ইন্দ্রিয় স্বয়ং নৃত্যগীত রচনা ক'রবে ! কোথাও কোনো শব্দই নেই—

(শ্রীঘনদেবের নির্ভীকচিত মশালহাতে পুনঃপ্রবেশ)

শ্রী—না, আমারই বিভ্রম ! 'কোথাও কোনো গানের লেশমাত্র নেই—গাছের পাতাটি পর্যন্ত স্থির, ছন্দের লেশ নেই, সব যেন কল্পবাস—সব যেন সাময়িক পক্ষাঘাতে নিশ্চল !

না—বোধহয় স্বপ্ন—

শ্রী—স্বপ্ন কি এত সত্য হয় নাথক ? জানি, তজ্জায় মাহুকের মন একটা বিন্দু দিয়ে ত্রক্ষাণ্ড নির্ভীককরতে পারে, তজ্জায় মধ্যে রূপরসগন্ধস্পর্শের মাত্র একটা ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করে অল্পভূতির এক একটি ভুবন তৈরী হতে পারে—কিন্তু কোন ইঙ্গিতই ছিল না—বরং বিরুদ্ধ ইঙ্গিত ছিল—ঘোড়ার খুঁরের ছোট ছোট আঘাত, তাই দিয়ে কি এই নৃত্যগীতের ভুবন তৈরী হ'ল ? বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ঘন নীল আকাশের পশ্চিমে একখণ্ড নীল কাচের মত এক টুকরো নীল চাঁদ—আকাশের রঙ চাঁদেও ধ'রেছে নেশার মত্ততা—জগৎটি ঠিক পার্থিব জগৎ বলে মনে হ'ল না—এই জানাজানো জগতের আনাচে কানাচে যেন অপার্থিব এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু, কেন ?

মা—আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন—সত্য স্বপ্ন দেখা চোখে তাই সব অপার্থিব বলে মনে হ'ল—

শ্রী—স্বপ্ন ? কিন্তু স্বপ্নেতে সত্যেতে পার্থক্য বুঝতে পারলাম না যে ! মনে হ'ল স্বপ্নটি সত্য—সত্যটি স্বপ্ন ! হাঁ, নায়ক ?

মা—মহারাজ ?

শ্রী—আমি কে ?

মা—মহারাজ শ্রীশ্রীধনদেব—মেদগাতের অধীশ্বর—

শ্রী—আর তুমি ?

মা—নায়ক চন্দনদাস, আপনার প্রসাদপুষ্ট দাসাচন্দন !

শ্রী—না। মহারাজ শ্রীধনদেব আমার এ জন্মের ছদ্মবেশ, নায়ক চন্দনদাস। এ জন্মে তোমার ছদ্মবেশ ! এই ছদ্মবেশের অভিমান যদি তুমি ক্ষণিকের জন্ত ভুলে যেতে পারো, চন্দন !

মা—তা হ'লে কী হ'ত, মহারাজ ?

শ্রী—তা হ'লে তোমার কাছে আমার মনোভার নামাতে পারতাম !

মা—আপনার মনে কোন্ ভার চেপে আছে, মহারাজ ?

শ্রী—সে চাপের পাষণ অদৃষ্ট চন্দনদাস ! সে চাপের পরিমাণ তৌলের বাইরে—মনে হ'চ্ছে, নীল আকাশখানার মত চেপে আছে, ওষধিসারের মত রক্তের উপর চেপে আছে—অবিচ্ছিন্ন স্নেহের মত মনের উপর চেপে আছে—একটা প্রকাণ্ড অলীক আমার বাস্তবকে ঘিরে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে গেছে, চন্দন ! পাহাড়ী অজগরের মত মধ্যগত অস্তিত্বকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিচ্ছে—কবে স্যাসকক হরিণ শিকার মত, আমার বাস্তব অস্তিত্বকে গ্রাস ক'রবে জানি নী !

মা—বুঝতে পারছি না, মহারাজ। তবে, কবে থেকে এমন হোল ?

শ্রী—যে রাজ্যে পথে ফুহুর'সঙ্গে দেখা হ'ল সেই রাজি থেকে !

মা—মহারাজ !

শ্রী—ইতস্ততঃ করছ কেন ? বস !

মা—তিনি কে আগমন ?

শ্রী—অপরিস্ফুট চন্দনদাস, এ জন্মে পূর্বে তাকে দেখিনি—কিন্তু যাতাল যেমন মদ দেখে' মনে মনে নেশার ঘোঁ অহুমান ক'রে নেয়, আমার মন তেমনি তাকে দেখে কী জানি কী অহুয়ানে চিনে কেলায় ! সেই চেনার

কী যে ভিত্তি, কী যে ইজিত, কিছুই বুঝলাম না! চেনাটা অচেনা হ'য়ে,
রইল—আজ যদি মুরলী থাকত জিজ্ঞাসা ক'রতাম, এ কেন হয়?

না—সে কে মহারাজ?

ক্রী—সে একটা ছয়ছাড়া সত্য!

না—তাকে ডেকে আনব, মহারাজ? সে কোথায় থাকে?

ক্রী—যদি জিজ্ঞাসা করতে সত্য কোথায় থাকে, তা হয়ত বলতে পারতাম,
কিন্তু সে কোথায় থাকে বলতে পারবো না—এক জায়গায় ছিল জানতাম;
সে-রাজে তাকে সেখানে খুঁজে পাইনি। বরং লুপ্ত স্মৃতিকে উদ্ধার করা
সহজ।

না—আমি তাকে মনে মনে ডাকব মহারাজ?

ক্রী—মনে হ'চ্ছে সে আসবে। পার্থিব যখন অপার্থিব হয়, তখনই সে আসে
—দেখি আজ রাজে সে আসে কিনা—

(অদূরে বীণার কঙ্কার)

ঐ বৃষ্টি! এস! ওর বাক্যের এমনি, সঙ্গে সঙ্গে চিনিয়ে দেয়—

না—ক্বাইরে দেখব? ডাকব?

ক্রী—ডাকতে হবে না, দেখতেও হবে না, প্রয়োজন বুঝলে মুরলী আপনা-
হ'তেই আসবে। বরং এই শিবির কঙ্কের দ্বারের আচ্ছন্ননটা সরিয়ে
দাও—

(মুরলীর প্রবেশ)

মু—(হাস্য)

ক্রী—হাসছ কেন, মুরলী?

মু—খুসীতে, গিরিধারী, খুসীতে!

ক্রী—খুসী?

মু—হ্যাঁ, বনমালী ব্রজাঙ্গনাদের বস্ত্র হরণ ক'রেছেন!

ক্রী—সে কি, কোথায়?

মু—(হেসে) এখানে!

ক্রী—এইখানে?

মু—হ্যাঁ, তাইত জোয়ার মনের ওপর থেকে এই জয়ের ডানটা খ'সে গেল!
জয়জয়ন্তের বাতাস লাগল!

ক্রী—জয়জয়ন্তের

মু—হ্যাঁ, এইত ঐজবরভের বজ্রহরণ! আর একদিন তিনি বজ্রহরণ ক'রেছিলেন—

শ্রী—সেদিন কুহুয় সকে দেখা?

মু—হ্যাঁ।

শ্রী—তাই বুঝি চিনিনা চিনিনা ক'রেও চেনা হ'য়েছিল?

মু—বুঝ ত গিরিধারী, বেচারা মুরলীকে সাক্ষী মানছ কেন? কিন্তু, কই! গোবর্দ্ধন-ধারণ সফল হোল?

শ্রী—না।

মু—কেন পারলে না, গিরিধারী? বৃন্দা বাদ সেধেছে বুঝি? এ যুগে হ'ল না, বনমালী! আমি তখনই বুঝেছিলাম—রাধা যখন হাসলে! রাধা বললে, “পারবে না”! এ যুগে হ'ল না। তোমার মনে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি, গিরিধারী! বৃন্দাবনের গোপীচন্দ্রসৈ তোমার তৃষ্ণা মেটেনি বংশীধারী! আগে তৃষ্ণা মেটাও—বৃন্দা, রসের পূর্ণকুন্ত—ভাগ্যের প্রবাহে ঠিকই তোমার অধর-ঘাটে ভেসে এসেছে—পান ক'রে এ জন্মটা তৃপ্ত হও বনমালী—গোবর্দ্ধন-ধারণ না, হয় পরজন্মে হবে! হু'জনে ধারণ ক'রবে! রাধার দেবী আছে। রসের কেনাবেচায় অভিমান ফের! তার অভিমান ঘূলে পর রাস! রাসের দেবী আছে—কিন্তু এই গোবর্দ্ধনের কী হবে গিরিধারী? এই গিরির চূড়া থেকে আসন পর্য্যন্ত জলছে যে! সেই আশুনে গিরি ভেঙে যাচ্ছে! গিরি টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল, গিরিধারী!

না—কোন্ গিরি মুরলী?

মু—ভারতবর্ষ, বন্ধু। দেখছ না? আশুনের তীপে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেল! জোড়া লাগবে কবে? জোড়া লাগাবে কে? রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে টুকরোর সঙ্গে টুকরো জুড়তে হবে! কত যুগ কেটে যাবে!... ততদিন আমি কি ক'রব, গিরিধারী? (সোৎসাহে) আমাকে তরবারি ক'রে দিও—তরবারি হ'য়ে এই মরুভূমির বুকে আড়ষ্ট হ'য়ে যুগ যুগ ধরে পুড়ে থাকবে—যেদিন তোমার বৃন্দাবনের কৃপা মিটবে, আমাকে তুলে নিও—ততদিন সেই আড়ষ্ট অদৃষ্ট তরবারি গুপ্ত আততায়ীর পদে পদে আঘাত দেবে—(শিবিরের কক্ষের বাইরে চলে) ঐ তরবারির কোষ ঐ আরাবলী—ঐ কোষের মধ্যে মুকলী যুগ

আড়ষ্ট তরবারি হ'য়ে প'ড়ে থাকবে—বাও, গিরিধারী, বাও—বুলা রসকুন্ত
নিরে পথে দাঁড়িয়ে আছে—আমি আজ চলি; আবার যুগান্তর পরে দেখা
হবে, তখন তরবারিখানা তুলে নিও—পুরাণের এই পক্ষিচ্ছেদে পূর্ণগ্রাস!
তাই দিগ্বিদিকে কেবল কাঠের মৃদঙ্গ আর কান্ডের করতাল!
—কোনো হাতে অগ্নি নেই! তোমার খেয়াল গিরিধারী—মুরলী করবে
কি?—মুরলীকে অসম্ভব ক'রে দাও। আজ বাই, গিরিধারী!

শ্রী—ব'লে বাও—

মু—কী বলব, গিরিধারী? নিজের মন থেকে তত্ত্ব বার'ক'রে তাতেই
জড়িয়ে প'ড়েছো পীতাম্বর! আমি কি ক'রব? (যেতে উত্তত)

শ্রী—শোন, শোন মুরলী। আমি চেষ্টা ক'রেছি, পেরে উঠছি না—সময়
যেন শক্রতা ক'রছে—দেশের মাটি যেন দুরন্ত ঘোড়ার মত পিঠ থেকে
আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি এই মাটিকে ভালবেসেছি,
মুরলী। মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে মাটিতে ব'সেছি—বারংবার এই মাটির
ডাক শুনেছি জনয়ের বন্দরে-বন্দরে প্রতিধ্বনিত হ'তে, তবু মাটি
যেন আমাকে ক্ষেপা ঘোড়ার মত পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।
কেন?

মু—বৃহদ্ধরার সপত্নী সহ হয় না, গিরিধারী! বহুমতী এখন খণ্ডিতা
নায়িকা! যেদিন তুমি জনয় বিলাস ছেড়ে দেবে, সেইদিন ঐ খণ্ডিতা
ধরা দেবে!...খণ্ডিতা নায়িকা! বুঝলে না?

শ্রী—বুঝলাম। কিন্তু উপায় কি মুরলী? জীবনটা যেন বিপর্যস্ত হ'য়ে
গেছে—থাকে থাকে, সহসা পায়ের মাটি যেন মিলিয়ে যায়—জগৎ যেন
বায়ব হ'য়ে স্বপ্নরূপ ধরে—

মু—যুগ; গিরিধারী, যুগ। আচ্ছা, আসি, পরের যুগে দেখা হবে। (প্রস্থান)
না—পাগল।

শ্রী—কে পাগল? আমি?

না—ঐ মুরলী। যুদ্ধে আমরা জিতব, মহারাজ—ভারতবর্ষ বিদেশীর হাতে
প'ড়ে কলঙ্কিত হবে না।

শ্রী—তুল ক'রোনই, নায়ক, ভারতবর্ষ স্তম্ভকমণি, কোনো জনের হাতেই
তাকে কলঙ্ক স্পর্শ করে না।

(নেপথ্যে পাখীর রব)

না—প্রভাত হ'ল মহারাজ !

শ্রী—প্রস্তুত হওগে, নায়ক । এই প্রত্যুষেই আক্রমণ ক'রতে হবে—যেন দিনের মধ্য ভাগে অন্ন নিশ্চিত হয় । অপরাহ্নে আমার মন হয়ত বিকল হ'য়ে পড়বে ।

না—আপনার কোন রোগ হ'য়ে থাকবে, মহারাজ ! এই যুদ্ধের পর বৈজ্ঞকে দেখাতে হবে ।

শ্রী—তাই দেখাবো, নায়ক ! যাও, প্রস্তুত হওগে !

ষষ্ঠ দৃশ্য

নেপথ্যে ভেরী—

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যন্ত, শ্রীঘনদেব দাঁড়িয়ে আছেন—তার দেহ হতে রক্তস্রাব হচ্ছে—তরবারির অগ্রভাগ মাটিতে পুঁতে মৃষ্টির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—সম্মুখে সূর্য্য অন্ত যাচ্ছে—অস্তায়মান সূর্য্যের দুই একটি কিরণ এসে শ্রীঘনদেবের কেশদামে পড়েছে—পাশে নায়ক দাঁড়িয়ে আছে—নায়ক শ্রীঘনদেবকে ধরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে

শ্রীঘনদেব—থাকতে দাও, চন্দনদাস, এইখানে থাকতে দাও—

না—হু'পা গেলেই সপ্তপর্বার ছায়া—অহুমতি দেন আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যাই—!

শ্রী—(বিস্মিত) ছায়া ?...তমালের ছায়ায়-বেগুবাদন ! তুমি কি ক'রে পুছো, নায়ক ? হৃদয়তমালের ছায়ায় হেলান দিয়ে উৎকর্ষ বাসনার বংশীধ্বনিতে ইন্দ্রিয় গোধানকে দূরে অদূরে চারণ ক'রতে ক'রতে ক্ষুরংখাসে সেই গোধূলি কামিনী দেহকুলবধুর অপেক্ষায় কাটাটোবো ? নায়ক, হোক না আলো পড়ন্ত, তবু আলো ! ঐ পড়ন্ত আলো আমার পড়ন্ত জীবনের নিরুৎসাহে বেদনাময়—

না—নিরুৎসাহ, মহারাজ ? আমাদের জয় হবে—আপনার জয় হবে—

শ্রী—(সহসা চকিত) সামনে দিয়ে একজন তুর্কী নাচওয়ালী গেল না ?

না—না, মহারাজ কোন পাখী হয়ত উড়ে গিয়ে থাকবে !

শ্রী—তাই হবে—কিন্তু আমার মনে হ'ল সেই তুর্কী নাচওয়ালীই হবে—তা যাক—কী বলছিলে, জয় হবে ? হবে, তবে এখন নয়, আজ নয় ! জয় হবে, এখানেই হবে—তাই বলছি আমাকে এখানে থাকতে দাও, সরিয়োনা—প্রয়োজন হয়ত অনন্তকাল এইখানে আমার আয়া জয়ের

অপেক্ষা ক'রবে—অদৃষ্টে আমি শত্রুর সঙ্গে লড়ব—আমার বায়বদেহ ওদের তরবারিঘাতে অকর্ষণ্য হবে না; আমার মূল্য মন কোনো বাসনার টানে টনটন ক'রবে না—দেহহীন, কামনাহীন অমর তরবারির মত আমার আত্মা হিন্দুস্থানের এই দিগন্তচ্ছেদ রক্ষা ক'রবে! 'সামনে চেয়ে' আবার সেই তুকী নাচওয়ালাটা সামনে দিয়ে ছুটে চ'লে গেল! ও কেন আশে পাশে ঘুর ঘুর ক'রছে, নায়ক? ওকে চ'লে যেতে বলো। যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে সহসা সামনে ওর পলারমান ঘাঘরার সোনার ঝালের রৌদ্রে ঝলমল ক'রে উঠেছে, অমনি তরবারি ঝুটির মধ্যে থমকে গেছে—শত্রুর আঘাত অমনি বুকে বেজেছে—তাইত' শ্রীধনদেবের গায়ে এত কত চিহ্ন!

শ্রী—এ আপনার রাস্তা চোখের ভ্রম, মহারাজ?

শ্রী—মৃগতৃষ্ণিকা বলছ? বোধ হয় তাই! কিন্তু, ভয় হয় নায়ক—মঞ্চস্থলে নিহিত এই তুম্বার বীজ আগামী জন্মে কোন রূপে অঙ্কুরিত হবে তাই ভেবে ভয় হয়—আমি চেয়েছিলাম.....ঐ, ঐ আবার চ'লে গেল—ওডনাটা আর একটু হলে আমার গায়ে ঠেকেছিল!—যাক, আমি চেয়েছিলাম এই একখণ্ড বাসনার শুক্তিকে দেশপ্রেমের বারিধির বারিস্তরের নীচে লুকিয়ে রাখতে—পারলাম কই? এই শুক্তি জীবন্ত, লুকিয়ে থাকে না—একটা খাটরক্ত জীবন্ত শব্দশাবকের মত উপরে ভেসে ওঠে—আর, নাবিককে অশ্রমনস্ত ক'রে দিয়ে দিগ্ভ্রম জন্মায়—হুঁত্যাগ্য, মহানায়ক, আমার হুঁত্যাগ্য! যত বড়ই তরী হোক; আর, তার একদিকের গুণের রশি যত পোক্তই হোক অপরদিকে এক খেই রেশম দিয়ে টানলে তার গতিপথ টুটে' যায়—এই মাটির সঙ্গে আমার প্রাণের নোকাথানা খুব শক্ত গুণের দড়ি দিয়ে বাঁধা—কিন্তু অপর দিকের রেশমী সূতো দিয়ে টান প'ড়ছে—সেই সূতো আবার বিগত বহুজন্ম বিধে বিধে এসেছে—মালার ভিতরের সূতোর মত—গতিপথ তাই পদে পদে টুটে'যাচ্ছে, নায়ক! এ জন্মে হবেনা—

(মেণ্ডে বজ্রার জলের শব্দের মত কলকল শব্দ)

ঐ জন্মছ, নায়ক, কালস্রোত ব্যথার ছম্ফে ছম্ফে তার ভর ক'রে এই দেবকুমির উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে—কত ঝড়ার, কত হাসিকান্নার অগুণ্ণমাখুড় শুকন—

না—যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে, মহারাজ, শত্রুসৈন্তবাহিনী শ্রোতের মত আমাদের উপর ছুটে আসছে—চলুন আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই—

শ্রী—না, ছুটন্ত কালের শ্রোতধ্বনি, নায়ক, এই কালশ্রোত আগামী যুগে যুগে হিন্দুস্থানকে ধুয়ে মুছে নির্মল ক'রে দেবে!

শ্রী—শত্রুসৈন্তেরা আপনাকে ঘিরে ফেলবে, রাজন, অহমতি করুন আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই!

শ্রী—তুমি যাও, নায়ক! এই মাটি আমার সকল আপদের আশ্রয়—অস্ত্র উদ্ভিন্ন হৃদয়ের মত গাঢ় লোহিত এই মৃত্তিকা সকল লজ্জার স্মরণ। তুমি যাও, নায়ক!—নিঃসঙ্গ? নিঃসঙ্গ কেন বলছো? (বুহু হেসে) মহাকালের অনন্ত সমুদ্রে একমাত্র সুদৃঢ় তরণীতল এই হিন্দুস্থানের মাটি—এই তরী তলে আমি দাঁড়িয়ে আছি—জন্মজন্মান্তর প্রবাহ পথের গাঢ় তমিস্রার মধ্যে দিগ্‌নির্ঘণ ক'রবে হিন্দুস্থানের গোষ্ঠীরাডানো গোপুলির সূর্য আর বুদ্ধ পুণিয়ার চাঁদ! অন্তায়মান সূর্যের কিরণযুগ্মকে বৈঠা ক'রে পাড়ি দেব—ভয় কি? সঙ্গে যাবে হিন্দুস্থানের স্মৃতি। তার ক্রোশব্যাপী শত্রুক্ষেত্রের গোধুমপঙ্ক, তার অটুটবলয় দিগন্তের হরিৎ অলঙ্কার, পাথরের কুমুদ, কোরকের মত তার সহস্র মন্দির চূড়া, তার শঙ্খঘটা মৃদঙ্গ করতালের রব, বৃন্দাবনের বেগুবাংশীধ্বনি—সঙ্গে যাবে নাগকেশরের কেশরিত সৌরভ, কৃষ্ণচূড়ার গাঢ়রক্ত বর্ণের আকাশব্যাপী আহ্বান, সঙ্গে যাবে সমুদ্র মাতানো জ্যোৎস্না, কবরীবন্ধ চিকুর অভ্যস্তরের মত গাঢ় কৃষ্ণ কুহুমামিনী—কুহুমামিনী!—কুহু! ...আবার সেই তুর্কী নাচওয়ালী সামনে দিয়ে ছুটে গেলে—মেথতে পেলে চন্দন

না—না, মহারাজ, শত্রুসৈন্তের কলরোল ক্রমাগত নিকটে আসছে—

শ্রী—আসতে দাও—

(শ্রীধনদেব ধীরে ধীরে শয়ন করলেন, কিছুক্ষণ সমস্ত কোলাহল শুক হয়ে গেল; সন্ধ্যা নেমেছে, বীজি-রবে বনভূমি ধ্বনিত হচ্ছে—সন্দনদাস কোষযুক্ত তরবারি হস্তে অদূরে পায়চারী করছে। বাম হাতে বশার্ণ ও ডান হাতে তরবারি নিয়ে তুর্কী নর্তকীর বেশে কুহুর এবেশন)

চ—তুর্কী নাচওয়ালী? তুমি, তুর্কী নাচওয়ালী?

শ্রী—(অন্ত টঙ্করে) আবার এসেছে, বকি? যেতে দিওনা, আমায়ক যরতে

দিয়েনা। প্রাণের প্রান্তটি ধ'রে আছে—তার আকাশউষ্মি পাখার

. প্রান্তটি ধ'রে আছে—ধ'রে রাখো, চন্দন, ধ'রে রাখো।

মা—রাজশ্রীর জীবনাবলানের অমাবস্তা। কিন্তু নর্ভকী, হাতে তরবারি
... কেন?

কু—এটা তরবারি নয়, শ্রীঘনদেবের তরবারির ছায়া।

মা—হাতে মশাল কেন?

কু—কুহু কি চোর? যে, অন্ধকারে চুপি চুপি আসবে?—তুমি স'রে যাও,
অঁড়ালে দাঁড়াও গে—সময় হ'লে এসো।

(নায়ক ধীরে ধীরে সরে গেল)

শ্রী—(আরও অক্ষুট স্বরে) বুঝা এসেছো বুঝি? মুরলী ব'লেছিল তুমি
আসবে।

কু—আমি এসেছি—তোমার শত্রুদের বনের মধ্যে বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছি—
(কাছে গিয়ে) চেয়ে দেখো—

শ্রী—একটা শুধু আলো দেখছি—আমার মশালটা চোখের সামনে জ্বলছে—
তুমি বুঝি প্রদীপ হু'য়ে জালিয়ে দিয়েছো?*

কু—(মশাল নিভিয়ে দিয়ে) এইরার দেখতে পাচ্ছো?

শ্রী—দেখছি, না, দেখছি না, অসম্ভব, করছি—বহুকালের পুরাণে
পুঙ্খ সারি স্বরার সৌরভের মত, তুমি প্রাণের চারদিকে ছড়িয়ে আছো—
স্বগন্ধি কুসুমচূর্ণের মত চারিদিকের নির্বাত বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছো
তুমি—আমার প্রাণকে তোমার স্বরভিত স্বরাপাজে ডুবিয়ে কতজন্ম
কত পংখ ব'য়ে নিড়ে বাবে কুহু? তুমি জিতেছো—মন থেকে তোমাকে
নির্বাসিত করেও তোমাকে রাখতে পারলাম না—ছবার তুমি—ভুবনের
স্বরভিত বিপণিতে বিপণিতে ঘুরে ঘুরে গন্ধ সমৃদ্ধ ভ্রমরের মত তুমি
আরার ফিরে এলে? তোমাকে এড়াতে পারলাম না। তুমি জিতলে,
আমি হেরে গেলাম। নিজের হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় হেরে গেলাম!
এই হৃদয়কে ভোলাতে কত ভাণ ক'রেছিলাম—বিরাত আকাশশীর্ষ ভাণ
নিরে বাঁচবার চেষ্টা করেছি—হৃদয়কে দিয়েছিলাম অসীম প্রেমের
অবসর। বহুর্মতীকে ভালবাসতে দিয়েছিলাম—কিন্তু, হৃদয় শুধু অভিনয়
ক'রে গেল—সে যখন দেহসজ্জাটা ছাড়তে চ'লেছে তখন অভিনয়টা
অভিনয় ব'লে মনে হ'ল—আজীবনের বিপুল প্রয়াস মনে হ'ল বিরাত

ভাণ। কিন্তু, বৃন্দা, য়নকুহুম আবার জগদ্ব্যতীত কল্পে ভেসে যাচ্ছে—
তোমাকেও সে ধরা দেবেন!—উদ্দাম প্রবাহের উর্ধ্ব মুখে মুখে জীবনে,
জীবনে তুমি সেই কুহুম দেখতে পাবে—আর, অনন্ত কাল ধরে সেই
ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভ্রমরের মত সন্ধানে সন্ধানে গুঞ্জন করে
ফিরবে—এই তোমারও বিধিলিপি!.....এই সন্ধানের অন্তে ভাণের পর
ভাণ ধারণ করবে—এক দেহ টুটবে এক ভাণ টুটবে—অপর দেহ ধরে
আর ভাণ নেবে—এই ভাণ নেওয়া আর ফেলা—এর মধ্যে চলবে
তোমার গুঞ্জনিত সন্ধান!

(চতুর্দিক স্তব্ধ, শুধু ঝিল্লীর স্বর মুখর ; কুহু শ্রীঘনের দেহ নেড়ে দেখল—
অনড় মৃত)

কুহু—তবে, কে কথা বলছিল? হিন্দুস্থানের মাটি কথা বলে? গাছ, কথা
বলে? বাতাস কথা বলে? কে তবে কথা বলছিল? ও, তুমি
চলে গেছ!—আবার ছায়া অঙ্গসরণ করে ছোটাবে? মনে করছি
পিছনে ফেলে পালাবে? না, না, না—বেশী দূর তোমাকে
যেতে দেব না!—তুমি শুকনো পথে পালাবে কেন? অশ্রু ফেলে পথ
পিছল করে দেব—বারে বারে যেন পদম্বলন হয়! (শ্রীঘনদেবের
মৃতদেহ জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল)

(নায়ক ধীরে ধীরে এসে পশ্চাতে উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাড়িয়েছে
—উদয়মুখী চাঁদের আলোয় বনাস্তরালীর অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে
—সহসা কুহুর উপর তরবারির আঘাত করলেন)

না—বিদেশিনী পাগ!

সপ্তম দৃশ্য

মুরলী ও তাহার বীণা

বীণা তরী যুবতী—রক্তমঞ্চ আকাশের মত নীল

মুরলী—বীণা, নীরব কেন? তরীতে আঘাত লেগেছে, বীণা?

বীণা—না; মুরলী—তোমার অঙ্গুলিপ্রান্তে শিরীষ, নাগকেশর আর শিবমঞ্জীর
কোঁমলতা—কঁচকের উপর সিতচ্ছত্রার স্পর্শের মত—মর্দনিত পড়ে পড়ে
দক্ষিণবায়ুর প্রিয়াবলেপ—আঘাত লাগবে কেন?

মু—তবে কোথায় তোমাকে ব্যথা বাজল, সখি?

বী—পরজন্মে বীণাকে তুমি তরবারি ক'রবে, মুরলী ?

মু—নিরুপায় সখি, আগামী জন্মে হিন্দুস্থানের গোপুরে গোপুর, গৃহে গৃহে, গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাঢ় নিজার শয়ন পাতা থাকবে, বীণা। একথানা আকাশ পরিসর ঘুম হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ পর্যন্ত পাতা থাকবে—বীণাধ্বনি সেই ঘুমে শুধু ললিত কোমল কবোঞ্চ স্বপ্নের উল্লেখ ক'রবে—কিন্তু, ঘুমের সঙ্গে স্বপ্নের ফাঁস জড়াতে দেবো না। যাকো মাঝে অসির বনবানার কোথাও কোথাও নিজার ঘোর টুটেবে—জাগরণের সূত্রপাত হবে ধীরে ধীরে—হুই একজন জাগলে বাকী যারা ঘুমন্ত তারা জাগবে—ঘুমন্তদের মধ্যে জাগ্রতেরা চলাফেরা ক'রলে ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙবেই ! তাই অসি ধ'রব গরিবানিনী !

বী—জ্যৈষ্ঠ-শেষের-মাঠে-আষাঢ়ের-আশায়-সজ্জাউদ্ভিন্ন-তৃণকিশলয়শ্রামসিঞ্চ তোমার নয়নে বজ্রহ্রাতি কেমন ক'রে চম্কাবে যুগসঙ্গী ?

মু—যুগে যুগে কঠিন থেকে কোমলে, কোমল থেকে কঠিনে, পুষ্পদলনয়নয়নাশ্র শ্বেচসিক্ত প্রজাপতিপাখার মত কোমল মন থেকে যুগান্তরে অয়মন্ত শিলার মত গাঢ়রক্তনিষ্ঠুরচিন্তে উত্তীর্ণ হ'তে হয় সখি ! কখনও রসপ্রবাহউন্মির অবকাশে অবকাশে ভাসমান কুসুম, কখনও শিলাময় তীরে বজ্রাঙ্কুশ। বহুক্ষরাক্তে বিদীর্ণ ক'রে পবিত্র বহ্নিকে বার ক'রে অগ্নিতে হয়—কখনও হ'তে হয় হৃদয় রাগের রেণু মাখা আনন্দের মধুলীট, কখনও হিংস্র কবন্ধ মস্তিষ্কহীন, মমতাহীন, নিষ্ঠুর দানব—কখনও কখনও বনমালীর মুরলী, কখনও ইন্দ্রের বজ্র।

বী—জগৎ নাট্যের সূত্রধার তুমি, তুমি বরুণ, সৃষ্টির মধ্যে পাশ ছড়িয়ে দিয়ে এক এক যুগ রক্ত মধু এক এক দল মানুষ মানুষীকে তুলে আনো—কত জন্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রেখেছো নাট্যগুরু। এজন্মে বিদায় দেবে ? তারপর, কত জন্মের কত যুগের বিরহ কে জানে ? বিরহের তাপে তর্জীকীর্ণ হ'য়ে যাবে—সূত্রবন্ধন কীলকে হরত যুগ ধ'রবে—তারপরে আর তর্জীতে তর্জীতে আকর্ষণ ধরবে না—যুগযুগান্তর ধরে শিথিল হয়ে থাকবে। আবার কবে বীণা বুকে তুলে নেবে নাট্যগুরু ?

মু—কবে ? বর্ষচক্রের দিকে অনিমেঘে চেয়ে থাকো দেখতে পাবে।

বী—বর্ষচক্র ? কই ?

(মুরলী বীণার চিবুকটি ধরে তার মুখখানি ঘুরিয়ে দিলেন—ধীরে ধীরে

বর্ষচক্র ফুট হ'তে ফুটতর হ'তে লাগল—রক্তমঞ্চে গভীর স্বর ঝঙ্কার
'বেজে উঠল—নৃত্য ও গীত চলতে লাগল—ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের
উদ্‌গমতা কমে আসে—সহসা নেপথ্যে একটা কাচের বাসন ঘেন
কারও হাত হ'তে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়)

অষ্টম দৃশ্য

অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশ্রাম . কক্ষ—অভিনেতা অভিনেত্রীরা একটি
টেবিলের চারপাশে বসে চা পান করছেন—ভাস্কর চেয়ার ছেড়ে উঠে
পড়লেন—

মায়ী।—যাঃ—কাপটা হাত থেকে পড়ে গেল, ভাস্কর দা' ? . কী . এত
ভাবছিলে ?

ভাস্কর—ভাবছিলাম, ভাবে আর ভাণে কোনো তফাৎ নেই—ভাণটাই হয়ত
ভাব । মাহুঘের জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণের সমষ্টি, সেই ভাণগুলো একত্র
করলে তার জীবনের ভাবটা ধরা পড়ে । আমি ভাস্কর বোস,, অমুক
তমুক,—এ আমার ভাণ । আমি ভাস্কর বোস ঘনশ্রাম রায়কে ঘৃণা করি
—তার ঝাঁক নাকটাকে দেখতে পারি নে—আমি ভাস্কর বোস মাখন
ভালবাসি—ফুলের মধ্যে মল্লিকা ভালবাসি—পোষাকের মধ্যে পাঞ্জাবী
পছন্দ করি—জুতোর মধ্যে স্যাণ্ডাল—বই—এর মধ্যে দার্শনিক বই ভালবাসি
—এসব ভাণ, কিন্তু এই ভাণগুলোকে একত্র না করলে ভাস্কর বোসকে
বর্ণনাই করা যাবে না । এই ভাণগুলো বরবাদ করে দিলে ভাস্কর
বোসের কিছুই থাকবে না, ভাস্কর বোস নিজেকেই চিনতে পারবে না—

(বলতে বলতে এই নাটকখানা হাতে ছুঁড়তে ছুঁড়তে জানালার কাছে
পাতা ছুঁখানি চেয়ারের মধ্যে একখানিতে বসে পড়ি বাইরের দিকে চেয়ে)

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, দেখছি । আমার মনে হচ্ছে কী সব “প্যাটর্ প্যাটর্”
শব্দ হচ্ছে—এ, বন্ধ হলোই ভালো—বেটোফেন বসে থাকলে পিয়ানোতে
এই বর্ষণের ঝঙ্কার ধরে ফেলতেন—এই “প্যাটর্ প্যাটর্কে সাজিয়ে নতুন
সিমফনি তৈরী করতেন—বৃষ্টির মধ্যে কি সত্যিই গান আছে ? . তোমার
আমার কাছে” নেই, আবার বেটোফেনের কাছে আছে । বেটোফেনে
কাণ মন এই নিয়ে স্বরের নতুন ভাণ তৈরী করত সেইট আবার সঙ্গীত
হয়ে দাঁড়াতো ; বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করত । কিন্তু বেটোফেন ন

জয়ালে কার্ডবোর্ডের ওপর বৃষ্টির শব্দ খেলো “প্যাটর্ প্যাটর্” মনে হবে

—এই ভাণই সৃষ্টি!

মা—জুতোর মধ্যে স্যাণ্ডাল? মেয়েদের মধ্যে কোন্ জাতের মেয়েকে পছন্দ কর, ভাস্কর দা?

ভা—সরে এসো, বলি।

(মায়া এসে পাশের চেয়ারে বসল)

ভা—বোসো! মেয়েদের মধ্যে তোমার জাতকে পছন্দ করি।

মা—আমরা কী জাত, ভাস্কর দা?

ভা—তোমরা ভোজনের পর দক্ষিণা—ভোজ্য পদার্থ যতই উপাদেয় হোক পাকস্থলীতে গেলে তার পচন হবেই—কিন্তু দক্ষিণার পচন নেই—দক্ষিণা হোলা থাকে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—সিঁদুরের টিবির মধ্যে—তোমরা পুরুষের মান—কুলীনের মানের মত।

(মায়া চুপ করে রইল)

চুপ ক’রে রইলে? তোমাকে আমি বিয়ে ক’রব মায়া।

(মায়া বুকে দুই হাত চেপে মুখ গুঁজে বসে রইল—যেন বুকে বাজছে—আর একটি টেবিলে রোহিণী বাবু ও নন্দিতা বসে আছে—নন্দিতা ভাস্করের কথায় কাণ পেতে অকমুনস্ব হয়ে আছে)

রোহিণী—শুনছ না যে?

নন্দিতা—এতদিন ত’ শুনে এলাম। কোন কথাইতো মনে নেই! আর কত শুনব?

রো—এই বয়সে ঐ রকম তোমাকে মানায় না। কাণের মূলে দুই একটি খেঁইতে যে পাক ধরেছে।

ন—কোন্ রকম?

রো—পীরিতের রকম—এ বয়সে ও রকম টেক্কেই ভালো—টেক্কেই বাইরে।

বেমানান—পুরাণো কাঠের রঙ চটা কুলদানীতে গোলাপের থোকা!

ন—কী আটপৌরে মন নিয়ে জগ্নেছ তুমি?

রো—তোমার আবার তোলামন আছে নাকি? তার ভাজে ভাজে একদিন হয়তো জাতক ছিল আজ সেই জায়গায় জাপখালীন। রোম্যাক ব্রহ্মবাদ কর—রোম্যাক এখন রকমকেই ভালো—পঞ্চম সন্তানের কাঁধার আধখালী দিয়ে প্রথম যৌবনের মানসকল্পেরী-মৃগপণা আসলে বেহায়াপণা।

ন—(চীৎকার করে) রোহিণী! চূপ করো—

রো—চূপ ক'রলাম, কিন্তু, তুমি কি নেশা ক'রেছো, নন্দিতা? আই মীন;
বিনামদের নেশা? ঐ দেখ—(ভাস্কর ও মায়া'র দিকে নির্দেশ করল—
মায়া টেবিলের উপর ছড়ানো ভাস্করের ডান হাতটিকে দুই হাতে ধরে
টেবিলে মুখ ঝুঁজে পড়ে আছে—রোহিণীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী
করতে লাগলেন)

ন—ভাস্করবাবু, মায়া, তোমরা পাশের ঘরে যেতে পারো না?

আ—(মাথা তুলে) ঈর্ষ্যা কেন? নাটকের মধ্যে তোমার সঙ্গে ভাস্করদার
যা সম্পর্ক সেটা ষ্টেজের সম্পর্ক—ষ্টেজের বাইরে কি ঠাঁর সঙ্গে অপর কান্নর
কোনো সম্পর্ক নেই?

ন—এই ত' তিন ঘণ্টা ষ্টেজে নেমেছো, মায়া, এর মধ্যে বাইরের জগৎ থেকে
তিনটে লোক তফাতে চ'লে গেছো—আমাদের চোখে যে কটু লাগছে!

আ—(উদ্ধত) আমরা যদি আজ এন্ট্রি নিয়ে করি?

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ন—তা হ'লেও এটাকে বাসর ঘর ক'রতে পারো না? এটা ষ্টেজ—মধু
• চম্ভিকার জগুও আড়াল দরকার।

ম্যা—কী ব্যাপার, নন্দিতা দেবি।

ন—ভাস্করবাবু ও মায়া আজ এই মুহূর্তে নিয়ে ক'রবে এবং এই গ্রীষ্মকন্মই
বাসর পাতবে বলছে—

আ—তুমি কি প্রকৃতিস্থ আছো, নন্দিতা?

রো—কেমন ক'রে থাকবে?

“আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আভিনা দিয়া

সধি, কেমনে ধরব হিয়া?”

ম্যা—(হেসে) আপনারা কি এখনও নাটকের পাঠ করে যাচ্ছেন?

রো—দিনকতক পরে এঁরা টালীগঞ্জ থেকে জগুবাবুর বাজার পর্যন্ত পথটি
ষ্টেজ বানিয়ে ফেলবেন—

ন—(শ্লেষ) তুমি কি করবে?

রো—ফুটপাথে ব'সে সরবৎআলার পাঠ করব—আড়ালে “সিরাজী” বেচব।

আ—এমন কি অস্বাভাবিক, ম্যানেজার? ষ্টেজে একটি পাঠ করছি—
ষ্টেজের বাইরে আরেকটা—দুটো বিভিন্ন পাঠ করার চেয়ে একটি পাঠই

সব আয়গায় বরাবর করায়, সুবিধে আছে—পাঠ গুলিয়ে যাবে না—
একটেকম্পোর বলতে হবে না—আমি এতে লজ্জিত নই—

মা—আমিও না—

ম—আমি লজ্জিত—তোমাদের সকলের লজ্জা নিয়ে লজ্জিত!

রো—(পায়চারী করতে করতে) তা ভালো। সংসারের রাস্তায় এমনি দ্বারা
লজ্জার 'বিন' থাকলে ভাল হত। মাহুঘের তাঁর কমে যেতো। নন্দিতা,
বড় কঠিন অভিনয় শুরু করেছো—অভিনয় হয়ত বজায় রাখতে পারবে
না।

ম্যা—(স্ব) এদের মন অল্পদিকে ফেরাতে হবে—তা না হলে হয়ত পরের
অঙ্কটি মাটি ক'রে দেবে—

(ম্যানেজার ঘরের কোণে পিয়ানোতে বসে দেশী বিলাতী সঙ্কর
একুথানা স্বর বাজাতে শুরু করলেন ও সঙ্গে গান ধরলেন—

টারালা, টারালা, লা—

মন, সে যে স্বরার পিয়লা—

মন, যেন সাগরের ক্ষেণ,

মন, যেন গীটারের ঝুঁপ,

যেন শ্রাম্পেন, যেন শ্রাম্পেন,

যেন, সনেটু নিরালা!

টারালা, টারালা, লা!

(গানের মধ্যে একটি চাকরকে ইঙ্গিত করে ডেকে কী বলে দিলেন
—গানের তালে তালে সুইচ অন ও অফ হ'চ্ছে—স্বর দেশী-বিলাতী)

হ্যাঁ, কোর্ট আর ছড়ি!

সবই ভাণ, সবই ভাণ

সবই ভাণ, শঙ্করী!

এই গলি দিয়ে ঘুরে

ঐ গলি দিয়ে আসা,

পার্শ্বের মত দাঁত ভেঙে চানো,

কিংবা ভালবাসা।

সব ভাণ, শঙ্করী!

মাহুঘ বুঝি হায়, সিগারেট রে।

ধোঁয়ায় স্বপন বোনে,
মহাকাল অধর কোণে,
টান দেয়, দেয় টান ;
জ্বলে জ্বলে অবসান,
অশান, হায়, এ্যাস্ট্রে ।

রো—Et tu Brute ! তুমিও নাবতে শুরু করেছো, যাকি ? বৈঠা
খ'রবে কে ?

ম্যা—পরের অঙ্কের জন্তে আপনারা তৈরী ত ? রোহিণীবাবু, আপনি ? •

রো—সর্বদাই, রোহিণীর মনে ত বাখর নেই যে মন গেঁজে নদ হুয়ে যাবে ?
(টেবিল হতে এক গ্লাস তুলে পান করল)

—আমার মন নয় তো, যেন ধর্ম্মতলার ফিরিঙ্গি মেম ! যেন রঙিন
কাগজের প্রজাপতি, মাধবী ফুলের মধুমাতাল সজীব প্রজাপতিকে
টেকা দিয়ে উড়ে যায় ! ওদের নেশা নেই, নেশায় ওদের নেশা নেই—
যাহা রাত তাহা দিন—ওরা বিনা নেশায় এমন সহজভাবে মাতাল হয় !
—নেহাৎ জল-ভরা রঙিন কাঁচের গ্লাস—দেখে মনে হয়, আহা, কত
নেশা ! কিন্তু, ওরা জানে, শ্রেফ জল ! তবু তাদের চোখ চিক্ চিক্
করে গেলাসের কাণায় সত্তালা 'এক শেফ' মদের চমক নিয়ে ! এই 'স্ত'
অভিনয় ! আমি তৈরী, সর্বদাই—ওদেরই মতো সর্বদাই তৈরী !—
“রিক্সায় থিয়েটারে যাবে ?”—“খুলী মনে” । “টমটমে গড়ের মাঠে ?”—
“একুনি !” “বিয়ে ক'রবে ?”—“একুনি, গীর্জায় চলো”—বলিহারি প্রস্তুতি !
এমন এক পরম প্রস্তুতি যে সব অবস্থার সঙ্গেই খাপ খায় ! যেন রেলসের
ঘোড়া, সব সময় “রেডী”—ঠিক যেন রোহিণীর মন !—আমি সর্বদাই
প্রস্তুত !

ম্যা—ভাস্কর বাবু ?

ভা—যতক্ষণ প্রয়োজন পাঠ ক'রে যেতে হ'বে—ষ্টেজ ছাড়লে হবে কেন ?
জোর করে পোষাক ছিঁড়ে পাঠ নষ্ট ক'রলে হবে কি ? শ্রোতার, দর্শকের
হাসবে—যতক্ষণ মঞ্চে আছি, অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে...•••যে অল্প
ফলের রূপ ধরে মঞ্চে নেমেছি, সে ফল পাকা পর্য্যন্ত বোটার লেগে
থাকে—আমাদিকেও জীবনের বোটার লেগে থাকতে হবে—যতদিন
না পোষাকটা জীর্ণ হয়, আর জীর্ণ পোষাক খুলে নিয়ে জীবন

মক থেকে বিদায় নিতে হয়, ততদিন—আমি টেক ছাড়তে পারি না।
ম্যানেজার।

(মায়া সহসা মূচ্ছিত হয়ে চেয়ার হাতে পড়ে গেল)

এদিকে আসুন, ম্যানেজার বাবু!

(ভাস্কর মায়ার দুই বাহুয়ল নিজের দুই হাতে টেপে ধরে আছে,
মায়ার মাথা প্লথ হয়ে মাটির দিকে ঝুলে আছে)

ম্যা—(ব্যস্ত) কী হোল মায়া দেবি ?

ভা—ও কথা বলতে পারবে না। কিটু হয়েছে। আমি ওকে পাশের ঘরে
নিয়ে যাচ্ছি, আপনি বোল নম্বরের ডাক্তারকে কোন করুন।

(মায়া, ভাস্কর ও ম্যানেজারের প্রস্থান)

ঐ—চণ্ড !

রো—“হাই কোই আর ছড়ি !

সবই চণ্ড, শকরী !”

কিন্তু ঐ চণ্ডের প্রতিবাদে উত্তম লাঠির মত ভূমি বে দাঁড়িয়ে পড়লে ?—

বোসো, কথা আছে, শোনো—এখানে ভাস্কর নেই, মায়া নেই,
ম্যানেজারও নেই—একটু নিরিবিলা পেয়েছি—কাল আবার কথাগুলো
‘ভুলে যাবো নেশার—চাপা গড়ে তলিয়ে যাবে—কথাগুলো বেশ পেকে
উঠেছে—শোনো—

ম—বলো, কিন্তু, কী কথা ?

রো—একটু আড়াল পেয়ে সিরীরস্ হলে চটবে না তো ? আমার ঐ স্বভাব,
আড়ালে ছাড়া গভীর হতে পারি নে—

ম—কী এমন কথা ?—ব্যাঁতুল রাখে। কাজের কথা থাকে ত বল ?

রো—বলি ; কাজের কথা দিয়েই মুখবন্ধ করতে হবে—হঠাৎ একেবারে
অকেজো কথা বলি কি করে ?

ম—ভনিতা করো না, বল !

রো—তবে বলি শোনো—এ মাসে সংসার খরচা একটু বেশী করে কেলেছো
দেখলাম, বাবু দিনের হিসেব লেখনি—কিন্তু দাঁজ হুটাকা চার আনা
পেতো—ভুলে গিয়েছিলাম—আজ বিকেল বেলায় তার দোকানের
দামনে দিয়ে আসবার সময় একগাল হৈলে একটু ভেতো রকম তাগাদা
দিয়েছে—ব্যাঁকে ওটার ড্রাকট ক্লিয়ার করতে পারিনি—শেয়ারের দাম

ডয়ানক নেবে গেছে—বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কপার শেয়ার—ফিজিক্সে’ বলে কপার বিজলীর খুব ভাল কন্ডাক্টর।

ন—আঃ, কি যে আবেল তাবোল বকছ ?

রো—আবেল তাবোল ? আজ বিকেল চারটে পর্যন্ত এই গুলোই আমাদের কথার রাজ্যের “মান্দারিন” ছিল হঠাৎ দিনঘণ্টা পরে তারা “পারিরা” হয়ে গেল কি রকম ? ভাবের রাজ্যে সিঁধ কেটেছো বুঝি ? আমি বলছিলাম, ভালো নয়, পাঁচটি সন্তানের জননী, কুড়ি কুড়ি চল্লিশ তোমার বয়স, অর্থাৎ বাঙালীর হিসেবে তুমি দুবার বুড়িয়েছো, এখন এসব কি ?

ন—কী সব ?

রো—এই সব আকর্ষণ, বিকর্ষণ ! যে ভ্রমিতে ফসল দাঁড়িয়ে আছে সেই ভ্রমিতে ফিরে-ফিরতি চাষ দিয়ে কটিকারী বুনছো কেন ?

ন—তুমি কি বলছ ?

রো—আমি বলছি, ভালবাসার তোমার বয়স গেছে—এ তোমার ভালবাসার চোরার কারবার—এ তুমি বন্ধ করো !

ন—এইতো ভালবাসার বয়স রোহিণী—এতদিন নারী হিসাবে সমাজকে যেটুকু দেবার দিয়ে দিয়েছি, সংসার কটরেছি, ছেলে মাহুত করেছি, বিয়ে না করেও স্ত্রীর কর্তব্য করেছি—এতদিন ভালবাসাকে পেছন থেকে ঠেলা দিয়েছে অধীর বোঁবন—আকুল দেহ—সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা দিয়েছে প্রকৃতি—যে প্রকৃতি ফলের জন্ত ফুল রাডায় ! এইবার খাঁটি ভালবাসার অবসর মিলেছে—এখন আমি মুক্ত, আমার হৃদয় মুক্ত ! প্রকৃতির দাবী মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আমি সমাজ সংসারের দায়মুক্ত—এইত ভালবাসার সময় !

রো—এতদিন কি ভালবাসনি ? এতদিন তবে কি করছিলে ?

ন—এতদিন দেনা শোধ করছিলাম ।

রো—আমাকে সাক্ষী রেখে দেনা শোধ করছিলে বুঝি ? যেন কোনো শোধের পাঁকা ওয়াল্টল পড়ে ? তা বেশ ! (আর এক গ্রাস গলাধঃকরণ করে)
তা বেশ !

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যা—আপনারা পোষাক বদলে নিন ।

রো—আমার নামটা মনে পড়ছে না ত ম্যানেজার?

ম্যা—মাধব রাও।

রো—হাঁ, মনে পড়েছে, চন্দ্রকলার স্বামী! তুমিই চন্দ্রকলা, নন্দিতা!

ম—মনে আছে।

ম্যা—দেখি দুর্গাবাসি আর মুকুলদেব কী করছেন?

ম—বিবাহের পূর্বেই ওরা মধুচন্দ্রিকায় মগ্ন!

রো—আঃ ছিঃ নন্দিতা! চোখের আজনাইটা ঘোচাও।

(সকলের প্রস্থান)

(পাশের ঘরে মায়া শয্যায় শায়িতা, পাশে ভাস্কর বসে আছেন; অদূরে জাহাজের বালীর শব্দ)

ম্যা—ইরানী ঘাটে জাহাজ এসেছে, না?

ভা—কোথায় ইরানী ঘাট? ষ্টেজের শব্দ।

মা—এই ষ্টেজ যদি ইরানী ঘাট হত—আমরা দুজনে টিকিট কেটে বেরিয়ে পড়তাম! কত লোক ত বেরিয়ে পড়ে!বেরিয়ে পড়া! বেরিয়ে পড়া! বেরিয়ে পড়েছে রাধা, বেড়িয়ে পড়েছে শরৎবাবুর কিরণময়ী—বেড়িয়ে পড়েছে তাঁর অভয়া—বেরিয়েছে বিষ্ণুমঙ্গল—বেরিয়ে পড়া!—ভাবতে ভাবতে কেমন একটা খোলা মাঠের হাওয়া লাগল মনে! বাধন খুলে বেরিয়ে পড়া!

ভা—কোথায় যাবো?

মা—এখানে থাকব নাকি?

ভা—সে এখন গরের কথা—এখন ও সব ভেবোনা—

মা—গরের কথা? কেন? 'বিয়ে ক'রবেনা? আমার জাতের ঠিক নেই বলে পিছিয়ে যাচ্ছে? সোনার সরকারী ছাপ থাকলে মোহর হয়, কিন্তু ছাপ না থাকলে সোনাটার কি কোনো দাম হয় না?

ভা—না, না, তা বলছি না! জাতের কথা কে ভাবছে? ভাবছি তোমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে—

মা—শরীর? 'একবার যদি বেরিয়ে পড়তে পারি, বেরিয়ে যেতে পারি তোমার সঙ্গে, তাহ'লে দেখবে আমার ঝাঁঝেরা শরীরের রক্তে রক্তে বালীর হৃদয় বাজবে! আমার দেহ হবে বালী—চণ্ডীদাসের সেই "বীশরী করাও উপদেশ" পদের বালী।

(নেপথ্যে জাহাজী বাঁশীর তীব্র শব্দ)

মা—আমি কি প্রলাপ বকছিলাম, ভাস্কর দা ?

ভা—কোন কথাগুলো স্বস্থ মনের ভাষা আর কোন কথা অস্থস্থ মনের, তা নির্ণয় করা বড় কঠিন মায়া—আমাদের মন যে কখন স্বস্থ আর কখন অস্থস্থ, তা কি আমরা বুঝতে পারি ?

(নেপথ্যে জাহাজী বাঁশীর তীব্র শব্দ)

মা—পরের অঙ্কের সময় হ'য়েছে 'বুঝি' ? চলো, ভাস্করদা, পোষাক বদলে নিইগে ! এ অঙ্কে তোমাকে কী ব'লে ডাকব, ভাস্করদা ?

ভা—মুকুলদেব—

মা—মুকুলদেব, মুকুলদেব—আর ক'টি জন্ম পরিচয় বদলে বদলে আমাকে হয়রাণ ক'রবে ? ধরা দেবে ত' দাঁও ! আমি আর পারছিনা ! জন্মে জন্মে এই নতুন ক'রে পরিচয়, জন্মজন্মান্তরের পাতা প্রণয়ন নতুন ক'রে জন্মে জন্মে টেলে সাজানোর এই ব্যর্থ শ্রম, কেন ? কেন, বলতো ভাস্কর দা ? কি ? চূপ ক'রে রইলে যে, বলো ?

ভা—(শ্রান্ত) অভিনয় থেকে জীবনের দূরত্বটা কমিয়ে দিলে মায়া ?

মা—অভিনয় তোমাকে কে বললে ? 'এই' ত' সত্যি ! সব বিগত জন্ম এই জন্মের তিথিতে স্তরে স্তরে সাজানো আছে । বুঝতে পারছোনা ?

(জাহাজী বাঁশীর তীব্র শব্দ)

চলো, ভাস্করদা, চলো, মুকুলদেব সাজ বদলে নাওগে—

ভা—বাচ্ছি মায়া !

মা—মায়া কি ? দুর্গাবাদী ! বলো দুর্গাবাদী !

ভা—আমি বাচ্ছি, দুর্গাবাদী ! তুমি অস্থস্থ—রক্তমঞ্চে নেমে তোমার কাজ নেই—তুমি এ অঙ্কটার জন্তে বিজ্রাম করো—আমি অঙ্ক কাউকে তোমার রোলটা দিচ্ছি—

মা—(বিছানো হতে উঠে) তুমি কি পাগল হ'লে ভাস্কর দা ? আমার পাঠ অঙ্কে ক'রবে কি ? না, না, না, ছেলে মজ্জ্বলী ক'রৌ না, চলো !

তুমি কি সত্যি ভাস্কর বোস নাকি ?—না । তুমি—প্রিয়দর্শক—শুভবর্দ্ধন—শ্রীধনদেব—মুকুলদেব—ভাস্কর ! আর আমি, রক্তা—চন্দ্রাবতী—কুহু—দুর্গাবাদী—মায়া—মার্গারেট—চলো আমিও পোষাক বদলে নিইগে ।

ভা—“এই বাহু যুগযুগ ধরে জয়জয়ান্তরে তোমাকে পৃথিবীর রূপরসগন্ধ-
 স্পর্শের রসসঙ্গমে বারংবার টেনে আনছে, বন্ধু—এই বাহু কখনও
 তোমাকে বোঁক, কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয়, কখনো প্রাণরসবিধুর
 কুমার, কখনও সর্বভাগী সন্ন্যাসী সাজিয়ে চ’লেছে”—কাব্য? নিছক
 কাব্য! মিথ্যে—মায়া’র হয়ত মাথার ঠিক নেই! এই অভিনয় ওকে
 নেশার মতো পেয়ে ব’সেছে! মনেও গোঁলাপী আঁমেজ চড়িয়েছে—
 বাকী আছে শুধু রোহিণী—পাণ-সমুদ্রে ও ‘বয়া’র মত স্থিরনোঙ্গরে
 দাঁড়িয়ে আছে! (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নৌ-বন্দর—কয়েকটি জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁপীতে শব্দ করছে
 —জাহাজগুলি হ’তে বহু প্রকার বাণিজ্য সামগ্রী নামানো হ’চ্ছে—একটি
 জাহাজ হ’তে কয়েক শত বিদেশী বোড়া নামান হচ্ছে—লোকজনও
 নাবছে—বেশ সোরগোল উঠেছে—অবতরণিকার একধারে রাজপুত
 পোষাকে একটি আধাবয়সী লোক, লোহার বেড়াতে হেলান দিয়ে জাহাজ
 হ’তে অবতরণরত মানুষগুলোর প্রতি চেয়ে আছে—তাদের মধ্যে বহু
 খেতাব আছে—আধাবয়সী লোকটির চুল কৃষ্ণ, চোখ দু’টি দীর্ঘ রক্তাভ,
 মলিনহরি পোষাক, কোমর হ’তে কোষহীন একখানি খাটো তরবারি
 ঝুলছে—দেখলে মনে হয় বিকৃত মস্তিষ্ক—আগুন মনে একটি সুরের আলাপ
 করছে—(সুর, বাহার)—আলাপের ফাঁকে ফাঁকে কথাও বলছে—

...কে বায়?...চন্দ্রকলা, মাধব বেনিয়ার...মাধব বেনিয়ার স্ত্রী...মাধব
 ওকে বাঁধতে পারলে না...মুকুল দেবের কাছে সুরত ভিখারিণী...ঐ,
 এদিকেরই আসছে...(আলাপ চলছে)

চন্দ্রকলা—কিরীট ভাই, এখানে?

কিরীট—রাজার সর্ব মাথা থেকে খুলে ফেলে দিলে, আমি কোথায় যাই
 বস? বিদেশে যাবো বলে বন্দরে দাঁড়িয়ে আছি...

চ—কিরীট ধারণযোগ্য কোন শির এদেশে কি নেই?

কি—একজনের শির ছিল—কিন্তু গন্ত কয়েক মাস ধরে সেই শিরে পীড়া দেখা দিয়েছে—

চ—কে সে? মাধব রাও?

কি—ইদানীং মাধব রাও—এর শিরঃপীড়া জন্মেছে তা জানি, আর কি কারণে জন্মেছে তা জানি—

চ—কী কারণে?

কি—তার চন্দ্রকলায় কীট লেগেছে—গ্রহণের রাত্রে রাকার কিনারে কীট-রূপী রাহুর মত—

চ—কিন্তু, তার জন্মে তার মাথায় কিরীট বসবে না?

কি—না। তাছাড়া বনিক মাধব রাও বিনিময় শিখেছে। দেখছ না—বন্দরে বিদেশীর জাহাজ ভিড়েছে—মাধব রাও পণ্যের জোগান দেবে বলে? পারলে, মাধব রাও বিদেশী দর্পণের বিনিময়ে সারা দেশটাকে জাহাজে চাপিয়ে দিত! মাধব রাও বিনিময় শিখেছে—দেশী হাতীর বদলে বিদেশী ঘোড়া আমদানী ক'রছে।

চ—তবে কি মুকুল দেবের মাথায় কিরীট বসবে?

কি—বসত, কিন্তু কিরীট রক্ষা করতে হ'লে অসি ধরতে হবে যে!

চ—কত্ৰিয় সে, যুদ্ধ তার ব্যবসা, অসি ধ'রতে পারবে না?

কি—কামিনীর কুচকুন্ত কিনার ধ'রে রসের স্বারে সে ভিখারী সেজেছে—তার মুষ্টি যে পূর্ণ—কুচকলসে ব্যাপ্ত—অসি ধ'রবে কেমন ক'রে?

চ—(হেসে) তুমি সত্যই পাগল, কিরীট! তা যাক্, তবে কার মাথায় কিরীট বসতে পারতো!

কি—সে এক নারী, চন্দ্রকলা।

চ—দুর্গাবাদি?

কি—হ্যাঁ, দুর্গাবাদি! কিন্তু মাথায় কিরীট পরলে সিঁথি ঢেকে যাচ্ছে—সিঁদুর পরবে কোথায়?

চ—মুকুল দেবের সঙ্গে তার বিয়েতে তোমার মত নেই, কিরীট?

কি—না।

চ—তাও ভালো! এক দিকে অন্তত: তুমি আমার পক্ষ আছো—কিন্তু বিয়ে বন্ধ ক'রবে কি ক'রে কিরীট? বলতে পারো এ রিয়ে বন্ধ করার

কি উপায়? এ বিয়ে তুমি বন্ধ করাত কিরীট, তোমাকে এক জাহাজ
হীরে পুরস্কার দেব—

(কিরীটের উচ্চহাস)

চ—আমারই ভুল—তুমি হীরের কাঙাল নও—কিন্তু, তুমি আমার আত্মীয়,
সম্পর্কে আমার ভাই—আমার মঙ্গলটা দেখবে না?

কি—কীসের মঙ্গল, চন্দ্রকলা? মুকুল দেবের সঙ্গে তোমার অবৈধ প্রণয়ের
মধ্যে তুমি কী মঙ্গলের সম্ভান পেয়েছো?

চ—কিন্তু, কোনদিন আমার এই আচরণকে অবৈধ মনে হয়নি, কোনদিন
মনে এতটুকু দ্বিধা জাগেনি। সেই সে বাল্যে কখন মাধবের সঙ্গে
পরিণয় হ'য়েছিল মনে নেই—সে পরিণয়কে মন কোনো দিন স্বীকার
করেননি—যেদিন থেকে ঘোবনবোধ জন্মেছে সেই দিন থেকে মুকুলকে
দয়িত বলে চিনেছি! সমাজ স্বীকার ক'রবে না—কিন্তু, আমিই বা
সমাজকে স্বীকার ক'রব কেন? মাধবও হয়ত জানে—মাধবও বোধ হয়
স্বীকার ক'রে নিয়েছে!

কি—তাই বুঝি মাধব বিনিময়ের ব্যবসা ধ'রেছে? ভাল! মুকুল দেব ঐ
ধারে ঘোরা ফেরা করছে—তোমারি অপেক্ষায়। যাও—আমার চিন্তায়
বুধাই তরঙ্গ উঠিও না (মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল ও
আপন মনে স্বরের আলাপ করতে শুরু করল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশশালা, নানা জাতির নানা বর্ণের ঘোড়া বাঁধা আছে—মাধব রাও
কৃত্ত ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াচ্ছে—

মাধব—(স্বগতঃ) (সহসা হোঁচট খেয়ে) আমিও ঘোড়া হ'য়ে গেলাম
নাহি? (বুকের নীচে চেয়ে) একখণ্ড পাখর মেঝের সঙ্গে আড়ি
ক'রে নাক বের ক'রে আছে—পাখরও আড়ি করে? আমি মাছুষ,
আমি আড়ি করি না কেন? কার সঙ্গে আড়ি করব? কেন? চন্দ্রার
সঙ্গে? তাঁদের সঙ্গে চকোরের আড়ি হয় না—তাঁদের খড়াবই এই, তরল
দেখলেই তার ওপর নেমে আসে। চাঁদমুখেরও স্বভাব এই, তরল মন
দেলে সেখানেই নামে। এক চাঁদ হাজার পখল জুড়ে থাকে, এক

চাঁদমুখ হাজার তরল মন জুড়ে থাকে—আমি কি চকোর? কত চাঁদমুখ দেখি প্রতিদিন, তামাটে, গৌর, কালো চাঁদমুখ—মনের উপর তাদের ছায়াগুলি টলটল করে—হ্যাঁ, চকোর বইকি!...চকোর কি ঘোড়ার ব্যবসা করে? দেখতে তো পাচ্ছি, করছে!—অলস কল্লনা— মনে হয় ঘোড়া কিনতে কিনতে একদিন পঞ্জীরাজকে আস্তাবলে বেঁধে ফেলব—তার পিঠে চড়ে ধূপের ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবো— মানসলোকের পথে পথে আলোর ধূলো উড়িয়ে চলে যাবো (আবার হৌচট)—হৌচট খেয়ে নামব আবার এই ‘বলভী’ বন্দরে...আচ্ছা, আমার হোল কি? লোকে বলে মাধব রাও দুট লোক—মাধব দুট নয় ভাই, চাঁদ দুট। দুট চাঁদ বুকে বেঁধে সংসার সমুদ্রে নামোনি ত! বুঝবে কেমন ক’রে? দুট! দুট!...মানে? মানে পোকাষ কাটা পটু বস্ত্রের মত দুট, কোকিল উচ্ছিষ্ট ফলের মত দুট, ঘসা মূত্রার মত, খাঁকুগে...এতো তোমারি দোষ, মাধব! যা তোমার হ’তে পারে না, তাকে তুমি আপন ক’রেছো! চক্কা আমার হ’তে পারে না! সোনার তানপুরা, সোনার জন্তে চুরী করতে পারো—কিন্তু বাদক না হ’তো বাজাতে যেও না! বাজল না ব’লে দুঃখ ক’রো না! দেখে লোভ হ’য়েছিল—হয়ত বহু জন্ম ধ’রে এই লোভটাকেই মনে মনে ব’য়ে এনেছি—তাই বুঝি চক্কা পেলাম...একটি গল্প মনে প’ড়েছে—এক ছিল গঙ্গাফড়িং যমুনার তীরে একটি বেতসমূলে সে বাস করত! জন্মজন্ম ধ’রে সে চাঁদকে ঘেঁটে চেয়েছিল—জন্মের পর থেকে সে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকত—ভাবত, আহা, যদি খাওয়া যেত! কোথাও নড়ত না। রাজে চাঁদের দিকে চলে আর দিনে তার ধ্যানে কাটিয়ে দিত—এখনি ক’রে বহু জন্ম কেটে গেলো—একজন্মে একদিন চাঁদ সামনে নেমে এসে বললে, কীট পুঁদ্রব, কাছে দাঁড়িয়েছি, খাওতো?—পারবে কেন? (একটা ঘোড়ার ডাক) তুই আবার কে? কথাগুলো বুঝতে পেরেছিস্ নাকি? হয়ত পেরে থাকবি—কে জানে, তুই কোন্ বাসনায় এজন্মে অশ্বরূপ গুরেছিস? কোনো চক্কলকে পিঠে নিয়ে পালাবি ব’লে কি অশ্বরূপ নিয়েছিস?— পারবি হয়ত—কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ঠকে বাবি—শেষে আমার এই হোল? তবে কেন আত্মা এতগুলো জন্মের নাড়ী-ছেঁড়া পথ ব’য়ে এল? (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) মিছি মিছি—

(মুকুল দেবের প্রবেশ)

মু—কি মিছি মিছি মাধব রাও ?

মা—প্রণাম সুবরাজ, স্বাগতম ! সংসারে জন্মে এই সোনা রূপো কুড়োনর ব্যবসা মিছি মিছি ।

মু—কুড়োনর লোক না থাকলে যে ছিটিয়ে আনন্দ নেই মাধব ! ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাইত' আমি সোণা রূপো ছিটিয়ে স্বপ্ন পাচ্ছি ! আবার কিছু ছিটোতে-এসেছি, কুড়োবার ব্যবস্থা করো । আমার একটি ঘোড়া চাই—

মা—আজ্ঞাবলে ঘুমোবার জন্মে ?

মু—(হেসে) না । অহুমান করো দেখি !

মা—দানা নষ্ট ক'রবার জন্মে ।

মু—তাও নয় ।

মা—বুঝেছি ; সে ধরণের ঘোড়া আমি আমদানী করি না—

মু—(বিস্ময়ে) কোন্ ধরণের ?

মা—যার পিঠে চড়ে বরবার রাত্রে নিঃশব্দে নিরাপদে সঙ্কেতস্থানে যাওয়া যায় । সে ঘোড়া নেই—সে মাহুঘ আছে, কিনতে পারবেন—আমাকেই কিনতে পারেন—পিঠে ক'রে ব'য়ে সঙ্কেতগৃহে পৌছে দিয়ে আসবে—অভিসার পথের কাদা গায়ে লাগবে না ।

মু—(উচ্চহাস্য) ওমব কিছু না, মাধব রাও—তার পিঠে চ'ড়ে বিয়ে ক'রতে যেতে হবে !

মা—বিয়ে ? স্বর্গের চুক্তিতে, না, পাতালের চুক্তিতে ?

মু—রাজনৈতিক চুক্তিতে । হুর্গাবাদি-এর রাজ্য বড়, সৈন্তদলও বড়, তার সৈন্তেরা যুদ্ধও করে ভাল—হুর্গাবাদির শক্তির আড়ালে নিশ্চিন্তে বাস করা যাবে ।

মা—বেশ ! বেশ ! রাজপথে ব'সে মুখের ওপর শিরস্ত্রান ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে মত্তপান করা, বেশ ! বেশ ! কিন্তু, একি সুবরাজ ? ভারত-বর্ষের পুরুষরা কি হঠাৎ পারাবত হ'য়ে গেল, যে নারীর বক্ষবলভীতে অস্ত্রের খুঁজে বেড়াচ্ছে ? আহন সুবরাজ, এই খোলা চন্দ্রে আমরা হু'জন পারাবত মিলে বকম্ বকম্ করি—উপস্থিত আমরা 'হু'জ্বান ত' একই বলভীর আশ্রিত !

মু—আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করতে আসিনি মাধব, ঘোড়া কিনতে

এসেছি। তুমি যদি মুখ বন্ধ করে থাকো, তোমাকে শত মৃত্যু বেশী মূল্যের সঙ্গে ধ'রে দেব—

মৃত্যু—সবেরই বিনিময় মূল্য আছে, না মহারাজ? শুধু একটি জিনিষের কী যে বিনিময় মূল্য দাবী করব তা আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি— যখন সেই বিনিময় মূল্যটি মনে মনে নির্ধারিত হবে তখন সেটা দাবী করব—আশ্বন, ষোড়া দেখাইগে। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপরে প্রাসাদ অলিন্দে দুর্গাবাদী ও কিরীট—নিম্নে কুচকাওয়াজরত সৈন্তদল—শিলা ও ভেরীর শব্দ—কিছুক্ষণ পরে কুচকাওয়াজ হ'তে সৈন্তদল ধীরে ধীরে অপসারণ করে গেল

দুর্গাবাদী—ওরা কি রুখতে পারবে কিরীট?

কিরীট—কম্পমান হাতে পতাকার মত তোমার মন দুলছে কেন দুর্গাবাদী? দখিণা বাতাসের নেশা লাগল নাকি?

দুর্গা—মনে হ'চ্ছে কে যেন আমায় মনটাকে হ'হাতে আঁকড়ে ধ'রে পিছনে টানছে—সৈন্তেরা স্থানে স্থানে চ'লে গেল—কেউ চ'লে গেল আরাবল্লীর গিরিসঙ্কটে—কেউ চ'লে গেল কনককান্ডারের সপ্তপর্ণী বনের ছায়া শিবিরে; আমার মনত' কই ওদের সঙ্গে ছুটে গেল না? এইখানে থমকে রইল, যেন কোনো অদৃশ্য পঞ্চলপক্ষে তার পা ডুবে গেছে! আমি প্রাণপণে মনে মনে চীৎকার ক'রে বলছি—চল্ মন তুই চল্, এই সৈন্তপদোখিত ধূলিজালের কেতনকে লক্ষ্য ক'রে—মাটিকে রক্ষা করতে হবে—রাজপুতানার রাজ্য যুক্তিকা যেন নিখিল ভারতবর্ষের সরমচিহ্ন হ'য়ে না থাকে! মন তুই চল্—

কি—চল্ চল্, মন তুই চল্—

দুর্গা—কিন্তু মন চলে কই কিরীট? চকুতে আকাশ থেকে ভূমিস্পর্শী, অদৃশ্য, রক্তরাগা যুগল নিম্নে সে চলবে কেমন ক'রে? সে নীচে নেমে প'ড়েছে—

কি—দুর্বিত জলপথলৈ প্রামবে দুর্গা—সাবধান হও; কোন্ যুগল, বোন?

দুর্গা—হয়ত বহুবল পিচ্চাতের কামনাগড়ে এই যুগলের মূল বেঁধে দিত র'য়েছে কিরীট, মনে মনে বুঝছি, একটি অস্বাভাবিক বিসর্গী ভ্রমের মুহূর্তে মনের,

চকুতে আটকে গেছে—সমস্ত বিগত ভয়ের গাঁটগুলো ছিঁড়ে ফেলবে কেমন করে? আজ এই সন্ধ্যায় শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে আছি—কত ছায়াছবি মনের উপর দিয়ে ভেসে চ'লে যাচ্ছে—এই গাছ পালা, এই আকাশবাতাস, এই রাঙা ধুলির সঙ্গে বহুবার বহুরূপে বহু সম্পর্কের পরিচয় ছিল—পুরাণো সম্পর্কগুলো মনের ওপিঠে প্রচ্ছন্ন স্বতির অক্ষরে লেখা আছে—মনটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে যাচ্ছি, কিন্তু মন ঘুরছে চাকার মত—দক্ষিণ থেকে বামে কালের প্রচলিত পথে—চাঁদের ওপিঠের মত মনের ওপিঠ অদৃশ্য র'য়ে গেল! সহসা মনের ওপিঠ যদি নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠত, পুরানো স্বতির অক্ষরগুলো পড়তে পারতাম—একই পৃথিবীর সঙ্গে, একই ভূমিখণ্ডের সঙ্গে, কত ভিন্ন পরিচয় যে ঘটেছে, কিরীট! তা না হ'লে এই অক্ষুট বেদনা কেবল মনের ওপিঠে উকি মেরে দেখতে চায় কেন? মুকুল দেবকে দেখেছি মাত্র কয়েক বার—এজ্ঞে তার সঙ্গে এখনো কোনো সম্পর্ক নেই—কিন্তু তাকে দেখে মনে 'হ'ল তার সঙ্গে বহুবার বহু সম্পর্কে আমি বাঁধা ছিলাম—এজ্ঞে ও মুকুল দেব! যেন, জন্মে জন্মে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে ও আমার সঙ্গে সম্পর্কিত—সেই ভোলা নাম সেই ভোলা সম্পর্ক আমার মন খুঁজে ফিরছে; মনে হ'চ্ছে পুরোঁগো নামে ডাকলে ও চমকে সাড়া দেবে—পুরোঁগো কথার একটা মাত্র অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ক'রলে তার আমার মাঝখানের এই ধূসর জাতির প্রদোষটী চকিতে কেটে যাবে—কিন্তু মনে পড়ে না—শুধু একটা বিধুরতা সমস্ত অন্তর ব্যাপে জল-ভরাবনত মেঘের মত সঞ্চার করে...বর্ষণে অন্তরকে মুখর করে না! তোমাকে দেখেও 'তাই' গনে হৃদয় কিরীট—তোমার কত নাম, আমার জানা আছে কিরীট!—একটা নামও কিন্তু মনে পড়ছে না—বর্তমানের নামটা প্রকাণ্ড হ'য়ে স্বতির দ্বার রোধ ক'রে আছে—তা' নী' হ'লে 'অগণ্টা' এমন চেনা-অচেনা, এমন জানা-অজানা, মনে হবে কেন? এ জন্মের এই পরিচয়টাই যদি প্রথম হ'ত তা হ'লে ত' চেনাটা 'পুরো হ'ত!

কি—না, এ ভাবে ভাবা চলবে না!

হু—কিন্তু আমার মনের ওপর কেমন যেন একটা ক্লান্তি ইড়িয়ে প'ড়েছে—

উৎসাহী না—মনে হ'চ্ছে—

কি—কি মনে হ'ছে—

তু—গত রাজে স্বপ্ন দেখলাম, যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্তটা জুড়ে নাচের আসর বসেছে—
(কিরীটের উচ্চহাস্য)

মনে জোর পাচ্ছি নে, আমি যুদ্ধ চালাবো কেমন ক'রে? আমি ত

পুরুষ নই, কিরীট—বিয়েটা আগে হ'য়ে যাক—

কি—ভয় পাচ্ছো, ম'রে যাবে ব'লে? কত বার ম'রেছো, তা জানো?

এ জন্মটা অপেক্ষা করতে পারবে না?

তু—অপেক্ষা? এ জন্মটা গোটা?

কি—হাঁ, আমি এ বিয়ে হ'তে দেব না। উত্তম খড়্গকে সিন্দূরালিপ্ত ক'রে
ঘরের কোণে তুলে রাখতে দেব না। না। না। যুদ্ধ তোমাকে করতেই
হবে দুর্গাবাদী—

তু—যুদ্ধ আমি ক'রব কিরীট—কিন্তু অস্ত্রমনস্ক মানুষ কি যুদ্ধে জয়লাভ করে?

কি—(হতাশায়) নিজেকে হারিয়ে ব'সে আছো—তোমাকে নতুন ক'রে
হারাবে কে? বেশ তাই হোক—বিয়ের দিন কবে?

তু—আগামী পূর্ণিমায়—

কি—আমি আসতে পারবো না—সীমান্তে থাকবো। মাঝে মাঝে সংবাদ
দেবো। ভাগ্য তোমার প্রতি স্প্রশন হোক দুর্গাবাদী! আমি চললাম।
একলাই চললাম! (প্রস্থানের সময় ধীরে ধীরে) একা চারণ যুদ্ধ ক'রে
ক'রবে কি?

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রতীর; অদূরে বন্দর দেখা যাচ্ছে

মু—আমি বিয়ে ক'রতে চ'লেছি চন্দ্রা—

চ—বিয়ে ত' আমিও ক'রেছি, মুকুল!

মু—কীইবা আসে যাবে?

চ—কিছু আসে যাবে না। মুকুল আর চন্দ্রা, মুকুল ও চন্দ্রাই থাকবে!

মু—একটা বড় রাজস্ব পাবে, বিপুল বিত্ত পাবো। সেই অস্ত্রই ত' বিয়ে
করছি। কিন্তু দুর্গাবাদীকে নিয়ে কী হবে?

চ—কেন? তার রাজপ্রাসাদে সে যেমন তোলা আছে তেমন তোলাই
থাকবে। (ঈর্ষ্য হেসে) যেমন তোলা আছে মাধব রাও!

মু—আহা, বেচারী মাধব রাও !

চ—কেন ? কেন ? আহা কেন ?

মু—সেদিন দেখলাম মাধব রাও আমাদের শিশুকে কোলে নিয়ে আস্তাবতে ঘুরে ঘুরে ঘোড়া দেখাচ্ছে—

চ—সে যদি নির্বোধ হয় আমি তার কি ক'রব ? শিশুর মুখখানা লক্ষ্য ক'রলেই তো তার ভুল ভেঙে যায় ! (কোমল হয়ে) আহা ! কী সুন্দর খোকার মুখটা হ'য়েছে ! দেখেছো লক্ষ্য ক'রে ? অবিকল তোমার মুখের মত ! (মুকুল দেব লজ্জিত হয়ে চূপ করে রইলেন) লজ্জা পেলে কেন ?

মু—লজ্জা পাবো না ?

চ—তোমাকে লজ্জা পেতে দেব না। তুমি পুরুষ। তুমি যদি লজ্জা পাইও আমি লজ্জা থেকে বাঁচব কেমন ক'রে ? কিন্তু লজ্জা কিসের ? লোক লজ্জা ? (মুকুল দেব চূপ করে রইলেন—চন্দ্রকলা মুকুল দেবের হাতটা টেনে নিলেন) ওকি ? তুমি চূপ ক'রে রইলে যে ? বল, বল আমি কিছু অন্ডায় করিনি ! তোমাকে ভালবাসে অন্ডায় করিনি !

মু—আমার বলায় কী আসে যায় চন্দ্রা ? (দূরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল)

চ—আমি এতদিন অন্ডায় করিনি—হয়ত আজ থেকে অন্ডায়ের শুরু হোলো (মুখে হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করল)

মু—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দুর্গাবাদী। দুর্গাবাদী আমার চেতনার প্রকোটে প্রকোষ্ঠে সম্বর্ণণে চ'লে বেড়াচ্ছে, যেন আমাকে ধরতে বেরিয়েছে সে দুর্গাবাদী।

চ—(হাত দিয়ে মুকুল দেবের মুখ বন্ধ করে সজল চোখে) ওর নাম উচ্চারণ ক'রো না, মুকুল দেব, ওর নাম তুমি যতবার উচ্চারণ ক'রেছো ততবার তুমি যেন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ—ও-নাম মুখে এনো না মুকুল। তুমি কি আমাকে নিয়ে তৃপ্ত নও ?

মু—“তৃপ্ত” বলছ ? আমার পদনথ থেকে কেশবাণ পর্যন্ত, দেহের সীমান্ত থেকে অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত চন্দ্রনের মত সৌরভে আর মধুর মত আশ্রয় পরিভূত। কিন্তু কী জানি কেন দুর্গাবাদীকে বার বার মনে পড়ত ! দুর্গাবাদী-এর নাম মর্ষের অদৃষ্ট হলে কণ্টকের মত বেঁধে

গেল, আর সেই কত স্থানকে ঘিরে বেদনা প্রসারিত হল—সেই বেদনা কেন জানি ধীরে ধীরে সারা চিক্তলোকে ছড়িয়ে পড়ল—আমিও বিশ্বয়ে আমাকেই প্রেম করছি, কেন? কেন? কোনো উত্তর পাইনি। তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো, চন্দ্রা?

চ—করি।

মু—মনে হয়, পূর্বে জন্মে ওর আমার মধ্যে কোনো বা কোনো সম্পর্ক ছিল। এই বিশ্বের আশীর্বাদের পূর্বে যেদিন ওকে দেখলাম সেদিন অভাবনীয় তৃপ্তিতে মন ডুবে গেল—মনে হ'ল যেন বহু যুগ ধরে একাকী সমুদ্রবাজারি পর সহসা চিরকালের নিজের যে ঘর সেই ঘরের আড়িনায় এসে দাঁড়িলাম। আমার সমুদ্রবাজারি নৌকাটি দূরে সমুদ্রের সবুজ ঢেউয়ের মাথায় এককলা চাঁদনীর মত হুলছে—দেখলাম সেই এককলা চাঁদনী আমার দেহ—আমি সেদিন দেহ থেকে অধীর আবেগে বেরিয়ে এসে তাকে পূর্বসন্ধ্যা সিন্ধু নিঃশব্দে সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। সে-ও তার দেহসংস্থ হারিয়ে ফেলেছিল—হ'জন হ'জনকে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—হ'জনের মাঝখানে, আশে পাশে, কত বসন্তের সৌরভ, কত শরতের প্রসন্নতা, কত সমুদ্রের স্বাদবাহী সমীরণ।

চ—নেশা, নেশা, ও নেশা স্বর্গার মত আমার নয়নেও লেগে আছে মুকুল! তুমি যখন আমার পাশে থাকো, তখন তুমি শুধু মুকুল নও, তুমি সেই ফুল, জন্মজন্মান্তরের শ্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লেছো, আর আমি, ভ্রমরার মত ভরিতসরিত মুখে ঐ ফুলটিতে বসবার প্রয়াসে বহুজন্ম ধরে ছুটে আসছি। আজ তোমার একটা দলের স্পর্শ আমার বড়জের একটা অঙ্গে লেগেছে! তাই চক্কলা ব্যভিচারিণী, তবু নিরীজ, হস্তমুখে তোমার পথে অভিলারকে চরমার্থ ব'লে সে মেনে নিয়েছে!

মু—নেশা, নেশা? কিন্তু এষে নেশার থেকে গাঢ়; নেশার চেয়ে তীব্র। নেশায় চেতনাকে অপহৃত করে, এ চেতনাকে জ্বালাময়ী ক'রে দেয়, জ্বলন্ত চেতনার যন্ত্রকুণ্ড হ'তে শিখা উঠে মনের অন্ধকার কোণে কোণে অদৃশ ছায়া মুষ্টির্কে দেখিয়ে দেয়!

(দূরে বিউগিল ধ্বনি, একজো বহু পদের তালসম্বিত পুন্দরনি)

চ—ওরা কারা?

মু—ইংরেজের সৈন্য। দুর্গাবাড়ি-এর অমরাবতী দুর্গ দখল ক'রতে চ'লেছে—

দুর্গাবাদি পারবে না—রাজপুতানার লালমাটি নিখিল ভারতের সমরচিহ্ন হ'য়ে থাকবে।

চ—চলো, আমরা পালিয়ে যাই। পালিয়ে যাই! নরনার একটা বাক্যে, মর্ম্মর পাহাড়ের ছায়ায়, স্থির নীলজলের কোল ঘেঁষে আমি একটা বিশ্রামাগার তৈরী করিয়েছি—চারিধারে তার পরিধা ঘুঁড়িয়েছি—একদিকে তার নরনার, দিবারাজ নীলজলে রাজহংস চরে, বাকী তিন দিকে পরিধার জলে কুমুদ কল্লার বসিয়েছি; কক্ষসার যুগের চামড়া দিয়ে তৈরী করিয়েছি ছোট নৌকো, প্রাসাদে পার হবার জন্তে; প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ধূপদণ্ড জালিয়ে এসেছি—বহুবৎসর ধরে সেই ধূপশলাকারা জ্বলবে, নিভবে না। বেন পূর্বজন্মের অনন্ত সৌরভকে সেই স্মটিক প্রাসাদে বন্দী ক'রেছি—চ'লো পালিয়ে যাই—সেখানে কেউ কোনোদিন যাবে না—সেখানকার অতিথি শুধু চক্রবাক চক্রবাকী—চলো, চলো পালিয়ে যাই—(মুকুল দেব স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন) ওঠো, মুকুল দেব ওঠো। (মুকুল দেব নিশ্চল) হংসী হ'লে তোমাকে যুগলের মত ঠোটে ভুলে নিয়ে আমার সরোবরে ঘোষণা করতাম। আমার অন্তরের পঙ্খলে তুমি শিকড় ফেলে বসে আছো মুকুল—কেউ এসে তোমাকে টেনে ছিড়ে নিয়ে চ'লে যাবে এ আমি সহিবো না; আমার অন্তরস্থ বিদীর্ণ ক'রতে দেব না—চলো! চলো!

মু—কিছু আমাদের শিশু?

চ—সে তোমার পশ্চাতের পদচিহ্ন।

মু—কিছু তোমার?

চ—সমাজের বেদীতে আমায় নাভি-নিষ্কবিত উৎসর্গ! আমার বলিদান এসো, পালিয়ে এসো—(দূরে আবার ক্রততালসম্বিত পদধ্বনি) পালিয়ে এসো, ওরা বন্দী ক'রে নেবে; ওরা জানে দুর্গাবাদি-এর তুমি বাগদত্ত!

পঞ্চম দৃশ্য

দ্বিতী—চুরী ক'রে নিয়ে চ'লে গেল! চন্ডা মুকুলকে চুরী ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। (ভাবতে ভাবতে পাখচারী করতে লাগল ও গুণগুণ করে স্বর ধরল—সুখবাহার) চন্ডা-মুকুল পালিয়ে গেল...হিন্দুহানে স্বর্ষ ভুবেছে—পালিয়ে যাবার গায়ে, সজ্জিত আকাশের গায়ে তার শরমের লালিমা

ভেঙে প'ড়েছে! লজ্জা! লজ্জা! নন্দীমাতীনের আরাম ক'হক—পারাবতী পারাবতী! ছিঃ, ছিঃ মুকুল, ছিঃ। আমি আছি দুর্গা। এই আমার গ্রহরণ। (ভোঁতা তলোয়ারটা সামনে ধরে) এই আমার অস্ত্র—ভোঁতা? মুকুলের আত্মার মতো—মুকুলের আত্মায় শাণ দেবে কে? চন্দ্রা?—ছিঃ, চন্দ্রা। অনন্ত জীবনের চেয়ে একটা জীবন বড় হ'ল? এত লোভ কেন? (কল্পনায়) ঐত' চন্দ্রা—মধুমন্তা ভ্রমরা—চিরকালের বারমুখা—জয়জয়ান্তরের অনন্তবিভূত পথের পাশে নাগরী সেজে দাঁড়িয়েছে—ছিঃ, চন্দ্রা, ছিঃ (দূরে তালসম্বিত বহুপদের ধ্বনি)...বাই দুর্গা! বাই!

(মার্চ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

ষ্টেজের সামনে ড্রপ নেই—মায়া ভাস্করকে হাত ধরে একপ্রকার টানতে টানতে আনছে।

মা—চলো, ভাস্করদা, চলো পালিয়ে বাই।

ভা—পাগল! যাবে কোন্ দিকে? হুঁধারে উইংসে লোক, সামনে দর্শকরা ব'সে আছে, পিছনে 'সিন' টানানো রয়েছে—যাবে কোন্ দিকে? এই অঙ্কটা শেষ ক'রে নাও—তারপরত' যাবই।

মা—না, না, আমি আর পাঠ করতে পারছি না। বুকে খুব কষ্ট হ'চ্ছে।

ভা—তা হয় না মায়া, পাঠ ক'রতে নেমে স'রে পড়া যায় না—আজ এই শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রিমামধুর পিপাসায় পালিয়ে গেলে কাল আর কেলেকারীর অস্ত্র থাকবে না—কাগজে কাগজে তোমার আমার গুলে অজস্র ছাঁপার কালি লেপে দেবে। তা হ'ল না—এই অঙ্ক শেষ করো। ব'লেছি ত', আজ অভিনয় শেষ ক'রে তোমার বাসাতেই যাবো—যতক্ষণ পারো টাননীতে ছাদের ওপর বসিয়ে রেখো—হ'লত?

মা—ক্যাঁপা নাকি? বই শেষ হ'তে ছপুঁর রাত পেরিয়ে যাবে—বাসায় কিরতে প্রায় রাত হুঁটো। সময় পাবো কোথায়?

ভা—সময়? কীসের সময়?

মা—কেন? এই রাজ্যে গীর্জায় যাবো। গীর্জা থেকে যখন ঘুরিয়ে আসব তখনও খানিকটা রাত থাকবে—(ভাস্কর শুভিত) কেন, রোমিট কুলিয়েট পড়নি?

গ—মায়া, তুমি হিপ্‌নটাইজড্ হ'য়ে গেছ, ঐগকমে কিরে টক্ লেবুর সরবৎ খেয়ে এসো।

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যা—(দর্শকদের প্রতি চেয়ে) ছিঃ ছিঃ চম্ভা-মুকুল, আপনারা এই টেজে।
খোলা টেজে ?

ভা—খোলা টেজে ? কেন ? সামনে ড্রুপ নেই ?

ম্যা—সামনে তাকিয়ে দেখুন না ? (উইংসের পাশে রোহিণীর আবির্ভাব, রোহিণী উইংসেরে হাসছে)

ভা—আমায় ঝুঁতে পারিনি—রোহিণীবাবু ড্রুপটা তুলে দিয়েছেন।

ম্যা—(রোহিণীর দিকে) ড্রুপটা ফেলে দিস। (ড্রুপ)

সপ্তম দৃশ্য

ঐশাদের কক্ষ : যোক্তবেশে দুর্গাবাদী। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিরীট গড়ছেন। পাশে স্তম্ভজিতা দাসী দাঁড়িয়া আছে।

দুর্গাবাদী—(কিরীট পরে সম্মুখের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে) আজ বুঝি জয়োদশী লছমী ?

জ—হ্যাঁ, মহাবাগী।

দু—পুণিয়ার মাত্র দু'দিন দেবী ?

কি—(প্রবেশ করে) পুণিয়ার বহু দেবী বোন, এসো—

(দুর্গা, দাসীব হাত হ'তে একছড়া মণির মালা নিয়ে পরতে যাচ্ছে)

কি—কেলে দাও, দুর্গা, কেলে দাও ! ঐ মালায় কাপুরুষের স্পর্শ লেগে আছে।

দু—কাপুরুষ ? মুকুল দেব কাপুরুষ ?

কি—হ্যাঁ, দুর্গাবাদী, কাপুরুষ, ব্যভিচারী—দুশমনের ভয়ে লুকিয়েছে, চক্রকলার সঙ্গে পালিয়ে গেছে—

দু—পালিয়ে গেছেন ?

কি—হ্যাঁ, পালিয়ে গেছেন।

দু—চক্রকলার সঙ্গে ? মামবরোও-এর পত্নীর সঙ্গে ?

কি—হ্যাঁ, মামবরোও-এর ধর্ম পত্নীর সঙ্গে নন্দদার তীরে একটি গুপ্ত প্রাসাদে পালিয়ে গেছেন কাপুরুষ !

(দুর্গাবাদী হাত হ'তে মালাটি পড়ে গেল)

চতুর্থ অঙ্ক

চলো, দুর্গা, বেরিয়ে চলো, রাজির মধ্যে আরাবল্লীর দুর্গে হবে—কাল যুদ্ধে যদি জয়লাভ করো, স্বয়ং কাণ্ডিকের কৌমারী করে তোমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে।—স্বামী ? মুকুল দেব তোমার হাতে পারে ? —কাপুরুষ !...এসো।

(দুর্গা মন্ত্রমুগ্ধার মত কিরীটের সঙ্গে বের হয়ে গেল)

অষ্টম দৃশ্য

নন্দদাতীরের প্রাসাদ অলিন্দ। গোধূলি। চন্দ্রকলা নৃত্যরঙ্গ। মুসম্মুখে উপবিষ্ট।

মু—পশ্চিমে মশাল জলছে—

চ—(নৃত্য থামিয়ে) মশাল ? কই ? (বাইরে চেয়ে) না, না, স্বামী আভা।

মু—দাঁড়াও—ন'ড়োনা—স্থির হ'য়ে দাঁড়াও—দেখি তোমাকে—হ্যাঁ, মশালের আলো প'ড়েছে তোমার মুখে।...কিন্তু, আমার চোখের সব কাপসা হ'য়ে আসছে—আরো একটু দাঁড়াও—তোমাকে...তোমাকে দেখে মনে হ'ল বহুকালের পুরাণে পুন্সার মত তোমার ঐ মুখছবি—কাঁছে এসো—কাছে এসো চন্দ্রকলা পূর্বজন্মের স্মৃতি জন্মে জন্মে অস্তরে কালো পাহাড় সৃষ্টি ক'রেছে—পাহাড়ের একটি খাঁজে তুমি হেলান দিয়ে আছো—অহুরাগনত ঐ একই ফালি জ্যোৎস্না দৃষ্টির মত—স'রে এসো—

চ—এক ফালি চাঁদ নই মুকুল, জন্মে জন্মে এক এক কলা ক'রে ক'রে আজ আমি পুর্ণিমার পূর্ণতা পেয়েছি—আজ এই পুর্ণিমার

মু—(চমকে) পুর্ণিমা ? পুর্ণিমা ?—দুর্গাবাদে !

(স্বরিত পদে উঠে পায়চারী করতে করতে)

দুর্গাবাদে ! দুর্গাবাদে ! আজ পুর্ণিমা, দুর্গাবাদে !

(সহসা ষোড়শবেশে দ্বাদশবেশে রক্তাক্তদেহে দুর্গাবাদে—এর প্রবেশ)
করে মুকুলের পায়ে পড়ে গেল)

দুর্গা—আমি এসেছি, মুকুল ! . . .

চ—(চীৎকার করে) কে ? ও কে ?

মাধব বাও সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ে তীক্ষ্ণ হেসে)

—আবার স্বামী, চক্রকলা। তবে খেচ্ছায় নয়। অদৃষ্টেব চক্রান্তে।

তারা—চ'লে এসো। আশা করি তোমাকে বেঁধে আনতে হবে না।

(দু'জন গোরা সৈন্তেব আবির্ভাব)

—মুকুল দেবেব দিকে নির্দেশ কবে) বাধো।

(চক্রকলা তীক্ষ্ণ চীৎকার কবে উঠল, মাধব বাও উত্তরীয় ছাড়া জোর করে তাব মুখ বন্ধ কবে তুলে নিয়ে গেল, মুকুল সন্তোষের মত দুর্গাবাদি-এক দ্বাখার কাছে বসে ছিল—ধীরে ধীরে উঠে সৈন্তদের কাছে গেল)

বাধার সময় দুর্গাবাদি-এর রক্তাক্ত দেহের দিকে চেয়ে) চ'ললাম, দুর্গাবাদি। আবার পবজয়ে। (প্রস্থান)

বাঃ, অদৃষ্টেব জটিলতার কী সবল সমাবান। (স্তির হয়ে বসল, যেন ধান্দে—কিছুক্ষণ পরে) হ্যাঁ, এইত, চেয়েছিলাম। কিন্তু, এ শব্দ দাহ ক'রবে কোথায়?—এইখানেই দাহ ক'রব, নন্দদার এই বাক্যে। এই দ্বাধুলি লগ্নে। চক্রাক্ চক্রবাকীকে সাক্ষী ক'রে। তারপর?

(ড্রপ)

পঞ্চম অঙ্ক

রাখার কক্ষেব ওধারে গরাদ ধরে ভাস্কর দণ্ডায়মান; সহসা ধূতি পরিহিত রোহিণীর আবির্ভাব।

রাখার—(মস্তকর্থে) বেরিয়ে এলো ভাস্কর—নাটক শেষ হ'য়ে গেছে—এ

আমরা অভিনয় ক'রবনা—লেখক আমাদেরই জীবন নিয়ে এই

লেখেছে—তা'ব নামে আমরা মামলা দায়ের ক'রবো—নন্দিতা

ভাল? আব, রোহিণী এত মন্দ? লেখক নন্দিতাকে ভালবাসে

নন্দিতার পাশেব বাড়ীতে হারামজাদা কয়েক দিন ছিল—রূপ দেখে

তা'বে পাল্ কুপ'লে গেছে—তবে, সে একটা কাজ ক'রেছে।

—মার্ক! ভাস্করকে আমাদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে। নন্দিতার

দেহে, ভাস্কর? তাত' জানতুম না!—তা, কী ক'রবে

মাগ্য! তেন ত্যাকেন ভূজীধাঃ—বেরিয়ে এসো ভাস্কর—

নাটক আর চলবে না—নিজদের জীবন নিয়ে পাবলি
জমাতে আমরা পারব না—এর থেকে আমাদের শোবা
লোকের অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া ভাল! কি
ক'রলে ভাঙ্কর! তুমি, তুমিও ভালবেসে জেল খেটে
দার্শনিক সেজেছো—সিনিক সেজেছো—তা' বেশ! ত
বেসিয়ে এসো (দর্শকদের দিকে চেয়ে) আপনারা বুঝন
একটা অংশ (অদূরে কাউকে লক্ষ্য করে) এ্যা
মং! এয়াস রহনে দো—আজকের নাটকে ঠেজের
মাঝখানে কোন ড্রপ নেই! (দর্শকদের প্রতি) আপন
—শেষ অঙ্কের গল্পটা আপনাদের স্তনিয়ে দিই—শুন য

অল্পবয়সে নন্দিতাকে ভালবেসে ভাঙ্কর জেল খাটে
জন্মে—ভাঙ্কর তখন স্কুলে পড়ে, নন্দিতা জমিদারের মে
সে থিয়েটারে নামে—নন্দিতা ঘর করতে পারে নি—
আমার আশ্রয়ে আসে—আমরা এতদিন স্বামী-স্ত্রীর
আমিই নন্দিতাকে থিয়েটারে, নামিয়েছি—ভারী ভাল
আর চেহারাত' আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন—হাঁ, তারপর যি
মার্গারেট আমাদের দলে ভেড়ে—ছেলেবেলা
হুলিয়ে হাসী-খুসীর ব্যবসা ক'রত—বাপ ছিল
ভারী মিষ্টি গলা—তবে চিরকল্প—ভাঙ্কর থিয়েটারে চু
সঙ্গে মার্গারেটের ভাব হয়—মেয়েটা যেন নৈবিস্তি—
ভাঙ্করের পাশে পাশে থাকত। বললে বিশ্বাস ক'রবেন না
একদিন না দেখলে মের্গেট পাচ দিন কাঁদে—ভাঙ্করের ক
প্রাক্তে পাবে বলে থিয়েটারে নেমেছে, বাংলা শিখেছে।
হয়ত লক্ষ্য ক'রেছেন তার বাংলা উচ্চারণ কী রকম টা
তারপর?—তারপর থিয়েটারে নেমে অবধি আমাদের এই ক'
শান্তি নেই—

। থাক আর বলে কি করব?—এই সব প্রেত-জালোকা
হৃদয়ে হৃদয়ে টানাটানা আপনারা নিজেরাই বহুবাব বুঝে
আমাদের কাহিনী অভিনয় ক'রে নতুন কি জানায়ে
সুতরাং আমার মনের মাঝখানে একখানা পর্দা বুলছিল—এক

রোহিণী চৌধুরী আর এক ধারে গত অঙ্কেব মাধব রাও—আজ হঠাৎ পদাঙ্ক তেবে গেছে—মাধব বাও রোহিণী হ'য়ে গেছে। (দর্শকদের দিকে চোখে) নন্দিতাকে বললাম, চ'লো, অভিনয় ত' শেষ হ'য়ে গেছে।
বললে, না! শেষ হয় নি—জিগেস করলাম, বাকী কিছু আছে নাকি ?
জিবাব দিলেন—আমি জানি বাকী আছে, ভাস্করকে ও চায়—
ও আমার সঙ্গে আব হবে কিরবে না। বললে, এই ক'বছর দ'বে ও আমার সঙ্গে অভিনয় ক'বছিল—সে অভিনয়টা ওর আজ শেষ হ'ল—

গান্ধী—রোহিণী, তুমি মাতাল হ'য়েছো—এটা ঠেজ।

মি—ঠেজ ? জানি (অদৃশ্য কাউকে লক্ষ্য ক'বে) এ্যাও, ড্রপ ফেলো মৎ—
এ্যাংগা রহনে দো—

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

মি, এসো ম্যানেজার, যুগ যুগ ধবে কখনও বসন্তক, কখনও উদয় দেব, কখনও মুরলী, কখনও কিরীটের ছন্দবেশে এই হতভাগ্যদের নিয়ে ঠেজ

• ম্যানেজ ক'রে এসেছো। আসলে তুমি বরিশীপাড়ার হরগোবিন্দ।—

বলতো স্নাতন কারলব প্রযোজক, এরপর কি ? পঞ্চম অঙ্কের পরে কি ?
ম্যা—এর পর আব নেই—চ'লে এসো বোহিণী। এই, ড্রপ ফেলে দাও।

রোহি—খবরদার, 'বে ড্রপ ফেলবে তাকে খুন করে ফেলব।

ম্যা—মাতালটাকে নিয়ে কী মুন্ডিলেই প'ড়েছি।

রোহি—মাতাল ? হাঃ হাঃ হাঃ, কে মাতাল নয়, ম্যানেজার ? ওই দেখ

ভাস্করকে, ও একটা মাতাল—দেখলে না, বৌদ্ধযুগ থেকে কেমন টাল

গেতে খেতে এল ? ওর নেশা হইকির নয়, ওর মদ ঐ নন্দিতার অচরণ

সব 'চেয়ে সেরা মাতাল—পান না ক'বে মাতাল, দুই থেকে মদেব

দেখেই মাতাল—হাঃ হাঃ হাঃ—

ম্যা—(নিজেব স্বাভাবিক বেশে প্রবেশ করে) ভাস্কর, মাই Sun।

চ'লে এসো, মাত্র বার'টা এখন, অনেকটা রাত আছে।

ভাস্করক আঁচলের গেরোতে বাঁধা যায় না, ধনি !

হেসে, মাই, নন্দিতা কি ক'রছে দেখি।

ম্যা—তুমি দাও ভাস্কর—

ভাস্কর। দাও ভাস্কর, স্বর্গাধারী অপেশ। ক'রছে—

(ভাস্কর ও ম্যানেজারের প্রস্থান)

(মায়া চলে যেতে উজ্জত)

রো—(মায়ার হাত ধরে) না। তুমি যাবে কেন মায়া ?

(গানের স্বরে আবৃত্তি)

ভালবেসে যারা ঘর বাঁধে সখি,

মোরা নই সেই দলে :

•মোরা বিরাগে বেঁধেছি বাসা,

মোদের মিলন সর্বনাশা :

তোমার অঙ্গুণ ঘিরে

আমি রোপিয়াছি ফণী

তোমার মানস উষর ধূ

আমার মানসে কণ্টক

সেইই ভ' মোদের মিলন

তুমি যাবে কেন মায়া ? অনাদিকাল থেকে তুমি আমার
ভাস্কর তোমার কাছে আলেয়া—কেমন জানো
ছুটন্ত দ্রেনের জানালা দিয়ে দেখা দূর সহরের আরা
আমার আলেয়া। পাহাড়ের উপরে ঘরে ঢুকে প
দিয়ে যায়, কিন্তু মুঠিতে ধরা যায় না! ঠিক
ভয় কীসের ? আমরা দুজ'নে ব'সে থাকব দু
মাঝখানে থাকবে অতল গহ্বর—আপন আপন চূ
বিদ্রূপ ক'রব ! যখন আকাশে চাঁদ উঠবে—
প্রণয়িনীরা—ভাস্কর নন্দিতারা—দেওয়ালে পোষ্ট
চিটিয়ে ব'সে থাকবে স্তব্ধ নির্বোধের মত—ত
কণ্ঠস্বরে আমরা দুই চূড়া থেকে পরস্পরকে গা
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠকে—চমৎকার ! কী ক'রব
•আমার বিধিলিপি !

(নেপথ্যে সঙ্গীত—স্বর বাহার)

মা—অমায় তুমি বিয়ে ক'রবে, রোহিণী ?

রো—হ্যাঁ, মায়া। আজ আপন আপন মাহুবকে খুঁজে

করলে চাবে না।

মা—আমার কিন্তু রোগ আছে

—আরও ভালো। তোমার আমার মাঝখানে থাকবে দুঃসহন্য
বিরাগ! সেই ত' ভালো।

—আমাকে বিয়ে ক'রলে তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসব, রোহিণী।

রো—(সোলাসে) এই—ড্রপ ফেকো, ড্রপ ফেকো।

(ড্রপ পড়ে গেল—ড্রপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রপের ওধার হ'তে উচ্চহাসির
উচ্ছ্বাস উঠল)।

সমাপ্ত

